গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার
ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির জন্য প্রণীত

দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল

USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE

CARITAS BANGLADESH

CRS CATHOLIC RELIEF SERVICES

Helen Keller INTERNATIONAL

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার

ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির জন্য প্রণীত

দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির জন্য প্রণীত

দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল

প্রকাশকাল

ডিসেম্বর, ২০১৭

প্রকাশনা ও স্বত্ব

সাসটেইনেবল এগ্রিকালচার এ্যান্ড প্রোডাকশন লিংকড টু
ইমপ্রুভড নিউট্রিশন স্ট্যাটাস, রেজিলিয়েন্স এ্যান্ড জেন্ডার ইকুইটি (স্যাপলিং)
ক্যাথলিক রিলিফ সার্ভিসেস (সিআরএস)
২, আউটার সার্কুলার রোড,
শান্তিবাগ, ঢাকা- ১২১৭।

কারিগরি সহায়তা

নিরাপদ
৪/১৬, হুমায়ুন রোড, ব্লক- বি,
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

আর্থিক সহায়তা

ইউএসএআইডি/বাংলাদেশ
মাদানি এভেনিউ, ঢাকা।

প্রাক-কথন

দুর্যোগপ্রবণ বাংলাদেশের দক্ষিণপূর্ব কোণে পার্বত্য জেলা- বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটির অবস্থান। এই জেলাগুলোর প্রায় সব এলাকাই পর্বতময় যার মাঝ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তিনটি নদী- সাংগু, মাতামুহুরি আর বাঁকখালি। আর এদের অবস্থান বঙ্গোপসাগরের তটরেখার খুব নিকটে। এই ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের কারণে এই জেলাগুলো অতিমাত্রায় দুর্যোগপ্রবণ। প্রায় প্রতি বছরই এই এলাকার জনগোষ্ঠি কোন না কোন প্রাকৃতিক আপদে ভুক্তভোগি হয়ে থাকেন। জলবায়ু পরিবর্তন, জনসংখ্যা ও দারিদ্রের কারণে এই দুর্যোগের মাত্রা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে।

দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দুর্যোগের ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব। আর এর জন্য প্রয়োজন জনগোষ্ঠি, প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি। প্রাসঙ্গিকভাবেই এটা উল্লেখ্য যে, দক্ষতা বৃদ্ধি অবশ্যই হতে হবে মূলধারার উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা ও বাংলাদেশের সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। নতুবা পুরো প্রক্রিয়াটিই নিষ্ফল কাগুজে আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হবে।

এটি অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, স্যাপলিং প্রকল্পের অধীনে পার্বত্য এলাকার ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দক্ষতা বাড়ানোর জন্য একটি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হয়েছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি কিভাবে মূলধারার উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্থানীয় দুর্যোগ মোকাবেলা করবে, দুর্যোগকালীন বা স্বাভাবিক সময়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী, তা এ প্রকাশনায় বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাদের এই উদ্যোগে কারিগরী সহায়তা প্রদান করেছে নিরাপদ। আশা করা যায়, এ প্রকাশনায় সন্নিবেশিত বিষয়গুলো বাংলাদেশে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

‘পার্বত্য এলাকার ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের জন্য দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল’ প্রণয়নে নিরাপদ’কে সম্পৃক্ত করার জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ক্যাথলিক রিলিফ সার্ভিসেস (সিআরএস) এর প্রতি। ম্যানুয়ালটি তৈরির সময় প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে সার্বিক সহযোগিতার জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই মোঃ মোস্তফা কামালকে। ম্যানুয়াল প্রণয়নে সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য জাহিদ হোসেন, কাজী সাহিদুর রহমান ও নারায়ন কুমার ভৌমিক এর কাছে নিরাপদ আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। মূল্যবান মতামত প্রদানের মাধ্যমে ম্যানুয়ালটিকে সমৃদ্ধ করার জন্য ফিল্ড টেস্টিং ট্রেনিং এ অংশগ্রহণকারী ইউপি চেয়ারম্যান ও স্যাপলিং কর্মীদের বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ম্যানুয়ালটি প্রণয়নের সময় দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন সংস্থার মডিউল, গবেষণাপত্র, হ্যান্ডবুক এবং প্রকাশনার সহযোগিতা নেয়া হয়েছে। এই সংস্থাগুলোর প্রতিও আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সর্বোপরি আমরা কৃতজ্ঞ তাদের প্রতি যারা ম্যানুয়ালটি মাঠ পর্যায়ে ব্যবহার করবেন। তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে ম্যানুয়ালটির বিষয়বস্তু উত্তরোত্তর সকলের মাঝে সম্প্রসারিত হবে এই কামনা করছি।

সূচী

সেকশন ১ : কোর্স ম্যানুয়াল	০৭
কোর্সের ভূমিকা	০৯
কোর্সের উদ্দেশ্য	০৯
কোর্সের বিষয়বস্তু	০৯
মডিউল ও অধিবেশন পরিচালনা সম্পর্কিত তথ্য	১১
ম্যানুয়াল ব্যবহার বিধি	১৩
কোর্সের সময়সূচী	১৪
প্রাক প্রশিক্ষন কার্যক্রম	১৪
সেকশন ২: কোর্স মডিউল	১৭
মডিউল ১ : দুর্যোগের প্রভাব ও দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা	১৯
অধিবেশন ১ : পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় দুর্যোগের প্রভাব	২০
অধিবেশন ২ : বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো	২৭
মডিউল ২ : দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলায় সক্ষমতা	৩৩
অধিবেশন ৩ : দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	৩৪
অধিবেশন ৪ : জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকি নিরূপণ	৩৮
অধিবেশন ৫ : দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ	৪৩
মডিউল ৩ : ক্ষতি লাঘবে সতর্কীকরণ	৪৯
অধিবেশন ৬ : সতর্কবার্তা প্রচার	৫০
অধিবেশন ৭ : স্থানান্তর ও অস্থায়ী জরুরি আশ্রয়	৫৬
মডিউল ৪ : দুর্দশা লাঘব ও ক্ষতিপূরণে সহায়তা	৬১
অধিবেশন ৮ : জীবন বাঁচাতে সন্ধান ও উদ্ধার	৬২
অধিবেশন ৯ : জরুরি সাড়াদানে চাহিদা নিরূপণ	৬৬
অধিবেশন ১০ : মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম	৭০
সেকশন ৩: পরিশিষ্ট	৭৭
পরিশিষ্ট ১ : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইনে অপরাধ ও দণ্ড	৭৯
পরিশিষ্ট ২ : ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির রূপরেখা	৮০
পরিশিষ্ট ৩: এস ও এস ফরম	৮২
পরিশিষ্ট ৪ : ডি ফরম	৮৩
পরিশিষ্ট ৫: ঝুঁকি গ্রাফ	৮৫
গ্রন্থপঞ্জী	৯০

সেকশন ১

কোর্স ম্যানুয়াল

কোর্সের ভূমিকা

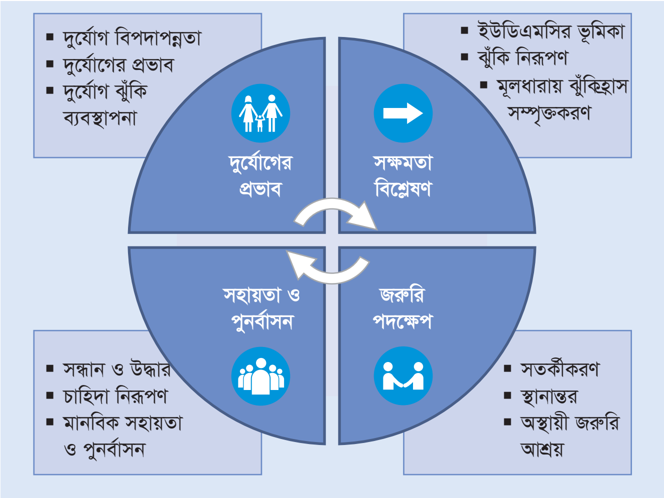

চিত্র: বাংলাদেশে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার র‍্যাপিড এ্যাপ্রোচ

সাসটেইনেবল এগ্রিকালচার এ্যান্ড প্রোডাকশন লিংকড টু ইমপ্রুভড নিউট্রিশন স্ট্যাটাস, রেজিলিয়েন্স এ্যান্ড জেন্ডার ইকুইটি (স্যাপলিং) এর আওতায় 'পার্বত্য এলাকার ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের জন্য দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল' শীর্ষক এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি প্রণয়ন করা হয়। 'বাংলাদেশের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার র‍্যাপিড এ্যাপ্রোচ' এর আলোকে দুর্যোগের প্রভাব, সক্ষমতা বিশ্লেষণ, জরুরি পদক্ষেপ এবং সহায়তা ও পুনরুদ্ধার সংশ্লিষ্ট কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেমন- আপদ ও এর প্রভাব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো, ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব, ঝুঁকি নিরূপণ, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ, সতর্কীকরণ, স্থানান্তর, অস্থায়ী আশ্রয় ব্যবস্থাপনা, সন্ধান ও উদ্ধার, চাহিদা নিরূপণ, মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম ইত্যাদি এই ম্যানুয়ালে উঠে এসেছে।

ম্যানুয়ালটির প্রত্যেক অধিবেশনের প্রথম ভাগে রয়েছে মূল বিষয় সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা; দ্বিতীয় ভাগে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়বস্তুর জরুরি অংশগুলোর ব্যাখ্যা বা বিবরণ; এবং তৃতীয় ভাগে সংশ্লিষ্ট কাজে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের করণীয় উল্লেখ করা হয়েছে। ম্যানুয়ালটিতে মূলধারার উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সঙ্গতি রেখে দুর্যোগকালীন বা স্বাভাবিক সময়ে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি কখন কী কাজ করবে এবং দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় তার ভূমিকা কী সে সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে। আশা করা যায় যে, এর আলোচ্য বিষয় ও প্রদত্ত ধারণা মূলধারার উন্নয়ন কার্যক্রম ও পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে।

ম্যানুয়ালটি বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার কথা মাথায় রেখে প্রণয়ন করা হয়েছে বলে কেবলমাত্র পার্বত্য জেলা- বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটির দুর্যোগ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত তথ্যই এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর বিষয়বস্তু পার্বত্য এলাকার ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির জন্য করণীয় বিষয়গুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। তাছাড়া, দুই দিনের প্রশিক্ষণ পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতি রেখে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির ভূমিকা সম্পর্কিত বিষয়বস্তুগুলো সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে।

কোর্সের উদ্দেশ্য

দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এই ম্যানুয়ালের মূল উদ্দেশ্য। এর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীগণ নিম্নোক্ত বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করে বলতে পারবেন;

- পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার দুর্যোগের প্রভাব
- বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো
- দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং এর দায়িত্ব
- জনগোষ্ঠির দুর্যোগ ঝুঁকি নিরূপণ
- দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ
- সতর্কবার্তা প্রচার
- স্থানান্তর ও অস্থায়ী জরুরি আশ্রয়
- জীবন বাঁচাতে সন্ধান ও উদ্ধার
- জরুরি সাড়াদানে চাহিদা নিরূপণ
- মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন

কোর্সের বিষয়বস্তু

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি চারটি মডিউলে বিভক্ত এবং এর আলোচ্য বিষয়গুলো মোট ১০টি অধিবেশনে বিন্যস্ত।

মডিউল ১ - দুর্যোগের প্রভাব ও দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

এই মডিউলে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার দুর্যোগ ও বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে দুইটি অধিবেশন রয়েছে-

- **অধিবেশন ১ - পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার দুর্যোগের প্রভাব:** পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার দুর্যোগ বিপদাপন্নতা, আপদসমূহ ও এর প্রভাব এবং আপদের প্রভাব মোকাবেলায় ইউডিএমসির করণীয় বিষয়ে এ অধিবেশনে আলোচিত হয়েছে।
- **অধিবেশন ২ - বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো:** দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মূলনীতি (ঝুঁকিহ্রাস ও সাড়াদান), নির্দেশনা কাঠামো (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, নীতিমালা, স্থায়ী আদেশাবলী), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, দুর্যোগ মোকাবেলায় সেবা ও সামগ্রী, স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বয় এবং এ বিষয়ে ইউডিএমসির করণীয় বিষয়ে এ অধিবেশনে আলোচিত হয়েছে।

মডিউল ২ - দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলায় সক্ষমতা

এই মডিউলটিতে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব, জনগোষ্ঠির দুর্যোগ ঝুঁকি নিরূপণ ও মূলধারায় দুর্যোগ ঝুঁকি সম্পৃক্তকরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এতে তিনটি অধিবেশন রয়েছে -

- **অধিবেশন ৩ - দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি:** ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাঠামো, দায়িত্ব (ঝুঁকিহ্রাস, সতর্কীকরণ ও সাড়াদানকালে) এবং দায়িত্ব পালন বিষয়ে ইউডিএমসির করণীয় বিষয়ে এ অধিবেশনে আলোচিত হয়েছে।
- **অধিবেশন ৪ - জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকি নিরূপণ:** দুর্যোগ ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও সমাজভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণ (ঝুঁকি নিরূপণের ধাপ সমূহ) এবং ঝুঁকি নিরূপণে ইউডিএমসির করণীয় বিষয়ে এ অধিবেশনে আলোচিত হয়েছে।
- **অধিবেশন ৫ - দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ:** দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস মূলধারায় সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যসমূহ (দুর্যোগে টিকে থাকবে, দুর্যোগ ঝুঁকি বাড়াবে না, দুর্যোগ ঝুঁকি কমাবে) এবং দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের কৌশলগত দিক (ঝুঁকি এড়ানো, ঝুঁকি কমানো, ঝুঁকি সহন) এবং দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস মূলধারায় সম্পৃক্তকরণে ইউডিএমসির করণীয় বিষয়ে এ অধিবেশনে আলোচিত হয়েছে।

মডিউল ৩ - ক্ষতি লাঘবে সতর্কীকরণ

সতর্কবার্তা প্রচার এবং স্থানান্তর ও জরুরি আশ্রয় বিষয়ে এ মডিউলের দুইটি পৃথক অধিবেশনে আলোচনা করা হয়েছে।

- **অধিবেশন ৬ - সতর্কবার্তা প্রচারঃ** আবহাওয়া ও সতর্কীকরণ, দুর্যোগ সতর্কবার্তা ব্যবস্থাপনা (ঘূর্ণিঝড় সতর্কবার্তা, বন্যা পূর্বাভাস, ভূমিধ্বস সতর্কবার্তা) এবং সতর্কবার্তা প্রচারে ইউডিএমসির করণীয় বিষয়ে এ অধিবেশনে আলোচিত হয়েছে।
- **অধিবেশন ৭ - স্থানান্তর ও অস্থায়ী জরুরি আশ্রয়ঃ** স্থানান্তর ও আশ্রয় ব্যবস্থা, স্থানান্তরের বিবেচ্য বিয়ষ (স্থানান্তর বিষয়ে সময়মত তথ্য প্রদান, স্থানান্তরকালে জনগোষ্ঠির বৈচিত্র্য বিবেচনা, অস্থায়ী আশ্রয় ব্যবস্থাপনা) এবং স্থানান্তর বিষয়ে ইউডিএমসির করণীয় সম্পর্কে এ অধিবেশনে আলোচিত হয়েছে।

মডিউল ৪ - দুর্যোগ সাড়াদান ব্যবস্থা ও জনগোষ্ঠির সম্পৃক্ততা

- **অধিবেশন ৮ - জীবন বাঁচাতে সন্ধান ও উদ্ধারঃ** সন্ধান ও উদ্ধার ব্যবস্থাপনা, এর বিবেচ্য বিষয় (শৃঙ্খলা ও দক্ষতা, জরুরি চিকিৎসাসেবা) এবং সন্ধান ও উদ্ধারে ইউডিএমসির করণীয় বিষয়ে এ অধিবেশনে আলোচিত হয়েছে।
- **অধিবেশন ৯ - জরুরি সাড়াদানে চাহিদা নিরূপণঃ** ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণের প্রয়োজনীয়তা, ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ পদ্ধতি (তথ্য সংগ্রহ, প্রতিবেদন প্রণয়ন) এবং চাহিদা নিরূপণে ইউডিএমসির করণীয় বিষয়ে এ অধিবেশনে আলোচিত হয়েছে।
- **অধিবেশন ১০ - মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন কার্যক্রমঃ** সহায়তা কার্যক্রম ও এর গুরুত্ব, সহায়তা কার্যক্রমের বিবেচ্য বিষয় (লক্ষ্যভুক্তিকরণ ও বৈচিত্র্য; সেবা ও সামগ্রীর মান; এবং সহায়তার উৎস) এবং এ বিষয়ে ইউডিএমসির করণীয় সম্পর্কে এ অধিবেশনে আলোচিত হয়েছে।

মডিউল ও অধিবেশন পরিচালনা সম্পর্কিত তথ্য

মডিউল ব্যবহারকারী

দক্ষ/টিওটি প্রাপ্ত প্রশিক্ষক।

কোর্সের অংশগ্রহণকারী

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ইউনিয়ন দুর্যোগ কমিটির সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করবেন।

প্রশিক্ষণ ও শিখন পদ্ধতি

কার্যকর প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও সামগ্রী, আলোচ্য বিষয়বস্তুর উপর স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা বিবেচনা করে প্রশিক্ষণ ম্যান্যুয়ালটি প্রস্তুত করা হয়েছে। বয়স্ক শিক্ষার মূল ধারণার ওপর ভিত্তি করে এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি রচিত এবং এর প্রতিটি মডিউল ও অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীদেরকে সৃজনশীল চিন্তা করা, দলবদ্ধ আলোচনা, মতামত বিনিময় এবং একে অপরের অভিজ্ঞতা থেকে শেখার বিষয়ে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের সামর্থ্য, অভিজ্ঞতা, সময়, পরিবেশ ও প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে অধিবেশনসমূহ পরিচালনার জন্য কার্যকর অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিসমূহ নির্বাচন করা হয়েছে। কার্যকর প্রশিক্ষণ পরিচালনার সার্থে সহায়ক সময় পরিবেশ পরিস্থিতি বিবেচনা করে পদ্ধতি পরিবর্তন করতে পারেন।

উপকরণ

আলোচ্য বিষয়ের হ্যান্ডনোট, ছবি, পোস্টার, মাসকিন টেপ, বোর্ড, মার্কার, ফ্লিপ শীট।

মূল্যায়ন পদ্ধতি

- মৌখিক প্রশ্ন-উত্তর
- পর্যবেক্ষণ
- ফলাফল বিশ্লেষণ
- মুড মিটার

সহায়কের বিবেচ্য বিষয়সমূহ

অধিবেশনের পূর্বে

- অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা।
- উপযোগী কেন্দ্র নির্ধারণ করা।
- সম্ভব হলে অধিবেশন শুরুর আগের দিন অথবা প্রশিক্ষণ শুরুর আগেই অধিবেশন কক্ষ পরিদর্শন করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, স্বাচ্ছন্দময় পরিবেশ, অর্ধ বৃত্তাকারে বসার ব্যবস্থা, পানীয় জল ও নারী পুরুষের জন্য পৃথক বাথরুমের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- প্রয়োজন অনুযায়ী অধিবেশনে ব্যবহারের সামগ্রী যেমন: ফাইল/ সাদা কাগজ/ নামের কার্ড/ কলম/ পোস্টার কাগজ/ মার্কার/ বোর্ড/ স্টেপলার/ পাঞ্চিং মেশিন/ ডাস্টার/ স্কচ টেপ/ মাস্কিং টেপ/ ক্লিপ/ পিন ইত্যাদি জোগাড় করে রাখা এবং প্রদর্শনযোগ্য উপকরণ ব্যবহারের স্থান ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা।
- অংশগ্রণকারীদের দৈনিক উপস্থিতির স্বাক্ষরের জন্য ফরম তৈরি করা।
- অংশগ্রহণকারীদের নামের কার্ড প্রস্তুত করে রাখা।
- অংশগ্রহণকারীদের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী যা তারা অধিবেশনে ব্যবহার করবে সে সব সংগ্রহ ও প্রস্তুত করে রাখা।
- সহায়ক নির্বাচন– অর্থাৎ কে কোন অধিবেশন পরিচালনা করবেন তা নির্ধারণ করে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ ও পূর্ব প্রস্তুতি নিশ্চিত করার জন্য অধিবেশন সহায়িকা সরবরাহ করা।
- পাঠ পরিকল্পনা ও পরিচালনার আগে সহায়িকায় অন্তর্ভুক্ত সব তথ্যাদি ভালভাবে পড়ে দেখা এবং অধিবেশনের কোর্স সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জন করার প্রয়োজন হলে পূর্বেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।
- পাঠ পরিকল্পনা ও পরিচালনার আগে পদ্ধতি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে সে অনুযায়ী উপকরণ সংগ্রহ করা এবং প্রয়োজনে অংশগ্রহণকারীদের উপযোগী উপকরণ প্রণয়ন করা।

অধিবেশন চলার সময়

- অধিবেশন পরিচালনার ক্ষেত্রে একজন সহায়কের ভূমিকা পালন করবেন মাত্র।
- প্রতিদিন অধিবেশন শুরুর অন্তত ১৫ মিনিট আগে সহায়কের কক্ষে উপস্থিত হওয়া।
- যথা সময়ে অংশগ্রহণকারীদের কক্ষে আসন গ্রহণ নিশ্চিত করা।
- অধিবেশন শুরু ও শেষে অংশগ্রহণকারীদের সাথে কুশল ও শুভেচ্ছা বিনিময় করা।
- অধিবেশন পরিচালনার সময় সেশন গাইড/ পোস্টার পেপার/ মার্কার/ মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর/ সহায়ক তথ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সাজিয়ে নেয়া বা হাতের কাছে রাখা।
- অংশগ্রহণকারীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ধৈর্য্য ও সহনশীলতা বজায় রাখা।
- অংশগ্রহণকারীদের সহযোগিতা ও পরামর্শকে স্বাগত জানানো।
- অংশগ্রহণকারীদের যে জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও তথ্য আছে তা জানার চেষ্টা করা এবং তাদের ভূমিকাকে গুরুত্ব ও প্রাধান্য দেয়া।
- নিজস্ব বিশ্বাস, অভিজ্ঞতা ও মতামতকে প্রাধান্য বা চাপিয়ে দেয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখা।

- আলোচনায় সকল অংশগ্রহণকারীকে সক্রিয় রাখা, প্রয়োজনে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা।
- দলীয় কাজের সময় অংশগ্রহণকারীদের সহযোগিতা করা ও তাদেরকে সঠিক দিকে পরিচালিত হতে সহযোগিতা করা।
- অবসরে অংশগ্রহণকারীদের সাথে মতবিনিময় ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা।
- অধিবেশন পরিচালনার সময় সহায়ক তথ্য পড়া থেকে বিরত থাকা (এতে সহায়কের দক্ষতা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের আস্থা কমে যেতে পারে)।
- অধিবেশন পরিচালনার সময় দেশীয় বা স্থানীয় আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ও বাস্তবতা ইত্যাদি বিবেচনায় রাখা।
- উদাহরণ দেয়ার ক্ষেত্রে দেশীয়/ স্থানীয় ইতিহাস/ সংস্কৃতি ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক উদাহরণ উপস্থাপন করা।
- বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অভিজ্ঞতা ও ঘটনা দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরা।
- অপ্রাসঙ্গিক আলাপ-আলোচনার প্রবণতা রোধ করা।
- প্রতিটি অধিবেশন শেষে শিখন বিষয়গুলো পুনঃআলোচনা করা।
- প্রতিটি অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীদের কাছে কিছু প্রশ্ন করে শিখন যাচাই করা।
- প্রতিটি অধিবেশন শেষে সম্পূরক সহায়ক তথ্য বিতরণ করা।

অধিবেশনের পরে

- প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য অধিবেশনের তথ্যসমূহ সংগ্রহ ও গ্রন্থনা করা এবং প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা।
- অধিবেশন প্রতিবেদন অংশগ্রহণকারী এবং সংশ্লিষ্টদের কাছে পাঠানো।
- নিয়মিত ব্যবধানে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ কার্যক্রম ফলো-আপ করা।
- ব্যক্তি ও সংস্থা উভয় দিক থেকেই মতামত নেয়া।

ম্যানুয়াল ব্যবহার বিধি

সহায়কের জন্য

- প্রথমেই পুরো ম্যানুয়ালটি ভালভাবে পড়ুন। এতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তৈরি হবে।
- এরপর প্রতিটি অধিবেশন মনযোগ দিয়ে পড়ুন।
- প্রথমে শিরোনাম থেকে শুরু করুন। তারপর বিষয়/ উদ্দেশ্য/ পদ্ধতি ও কী কী উপকরণ ব্যবহার করতে হবে তা আত্মস্থ করে নিন।
- কোথাও কোন অসঙ্গতি কিংবা অস্পষ্টতা চোখে পড়লে বিষয়টি উর্ধ্বতন প্রশিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করুন।
- এরপর প্রথমে যে অধিবেশনটি উপস্থাপন করবেন সেই অংশটি বার বার পরে আত্মস্থ করুন।
- যে দিন যে বিষয়ে আলোচনা করবেন সে বিষয়টির প্রতিটি অংশ ভাল করে দেখে নিন। মানসিকভাবে নিজেকে প্রস্তুত করুন প্রয়োজনে বিষয় বস্তুর উপর নোট নিন এবং কিভাবে অংশগ্রহণকারীদের সামনে বিষয়টি উপস্থাপন করলে আলোচনাটি সবাই বুঝতে পারবে ও প্রাণবন্ত হবে, সেইভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করুন।

কোর্সের সময়সূচী

দিন	অধিবেশন	বিষয়	সময়
প্রথম দিন	উদ্বোধন ও পরিচিতি		১.০ ঘন্টা
	মডিউল ১: দুর্যোগের প্রভাব ও দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা		
	অধিবেশন ১	পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার দুর্যোগের প্রভাব	১.০ ঘন্টা
	অধিবেশন ২	বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো	১.৫ ঘন্টা
	মডিউল ২: দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলায় সক্ষমতা		
	অধিবেশন ৩	দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	১.০ ঘন্টা
	অধিবেশন ৪	জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকি নিরূপণ	১.৫ ঘন্টা
	অধিবেশন ৫	দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ	১.০ ঘন্টা
দ্বিতীয় দিন	প্রথম দিনের অধিবেশনের পুনরালোচনা		১.০ ঘন্টা
	মডিউল ৩: ক্ষতি লাঘবে সতর্কীকরণ		
	অধিবেশন ৬	সতর্কবার্তা প্রচার	১.০ ঘন্টা
	অধিবেশন ৭	স্থানান্তর ও অস্থায়ী জরুরি আশ্রয়	১.৫ ঘন্টা
	মডিউল ৪: দুর্দশা লাঘব ও ক্ষতিপূরণে সহায়তা		
	অধিবেশন ৮	জীবন বাঁচাতে সন্ধান ও উদ্ধার	১.০ ঘন্টা
	অধিবেশন ৯	জরুরি সাড়াদানে চাহিদা নিরূপণ	১.০ ঘন্টা
	অধিবেশন ১০	মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম	১.৫ ঘন্টা
	প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ও সমাপ্তি		০.৫ ঘন্টা

প্রাক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

উদ্দেশ্য: এর মাধ্যমে

- প্রশিক্ষক ও অংশগ্রহণকারীরা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হবে।
- প্রশিক্ষণ থেকে অংশগ্রহণকারীরা কি প্রত্যাশা করে তা বলতে পারবে।
- প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য বলতে পারবে।
- প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু সম্পর্কে পূর্ব ধারণা নিরূপণ সম্ভব হবে।
- অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ পূর্ব ধারণা যাচাই সম্ভব হবে।
- প্রশিক্ষণ সহায়ক নিয়মাবলী তৈরি করতে পারবে।
- জড়তামুক্ত প্রশিক্ষণ পরিবেশ তৈরি হবে।

মোট সময়: ৬০ মিনিট

ধাপ	আলোচ্য বিষয়	পদ্ধতি	উপকরণ	সময়
০১	উদ্বোধন, পরিচিতি ও প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা	বক্তৃতা, খেলা	বিভিন্ন রঙের বেলুন	৩০ মিনিট
০২	প্রশিক্ষণ উদ্দেশ্য ও	প্রদর্শন, আলোচনা	উদ্দেশ্য লিখিত, পোস্টার	১০ মিনিট
০৩	বিষয়বস্তু	প্রশ্ন-উত্তর	-	১০ মিনিট
০৪	প্রশিক্ষণপূর্ব ধারণা যাচাই প্রশিক্ষণ সহায়ক নিয়মাবলী	প্রশ্নপত্র পূরণ ও আলোচনা	ধারণা যাচাই প্রশ্ন ও পোস্টার পেপার	১০ মিনিট

পরিচালনা প্রক্রিয়া

ধাপ- ১: উদ্বোধন, পরিচিতি ও প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা	৩০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের অধিবেশনে আমন্ত্রণ ও শুভেচ্ছা জানান।
- কোন অতিথি থাকলে তাকে ২/৩ মিনিট উদ্বোধনী বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করুন।
- বক্তব্য শেষে সবাই মিলে করতালি দিয়ে প্রশিক্ষণের সূচনা করুন।
- এরপর প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে একটি করে রঙিন বেলুন দিন এবং তা ফুলিয়ে বাঁধতে বলুন।
- বেলুন ফোলাতে ও বাধা শেষ হলে, সবাইকে নিয়ে দাঁড়িয়ে একটি বৃত্ত তৈরি করুন।
- এরপর এক এক করে বেলুন ফাটাতে বলুন এবং ফাটানো শেষে নিজের নাম এবং এই প্রশিক্ষণ থেকে কী শিখতে চায় তার একটি বিষয় বলতে বলুন।
- অংশগ্রহণকারীদের বলা বিষয়টি পোস্টারে লিপিবদ্ধ করুন।

ধাপ- ২: প্রশিক্ষণ উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু	১০ মিনিট

- প্রত্যাশা নিরূপণ শেষে উদ্দেশ্য লিখিত পোস্টার টাঙিয়ে দিন।
- এরপর দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও প্রশিক্ষণ সূচি বর্ণনা করুন।
- অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যাশার সঙ্গে প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তুর মিল আছে কিনা মিলিয়ে দেখতে বলুন।
- অতিরিক্ত কোন প্রত্যাশা থাকলে তা আলোচনার আশ্বাস দিন।

ধাপ- ৩: প্রশিক্ষণ পূর্ব ধারণা যাচাই	১০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদেরকে ৫টি দলে বিভক্ত করুন;
- পূর্বে তৈরিকৃত প্রশিক্ষণ উত্তর ধারণা যাচাই প্রশ্নপত্র হতে প্রতি দলকে ২টি করে প্রশ্ন করুন এবং দলে আলোচনা করে প্রশ্নের উত্তর নির্ধারণ করতে বলুন;
- এরপরে, এক পাশ থেকে শুরু করুন বা যে দল আগে বলতে চায় তার দিক থেকে প্রশ্নের উত্তর জানতে চান;
- কোন অংশগ্রহণকারী সঠিকভাবে বলতে না পারলে অন্য প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্য থেকে যদি কেউ বলতে চায় তাকে বলতে দিন অথবা নিজে ব্যাখ্যা করুন;
- প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর যাচাই করুন এবং ১ থেকে ৫ এর মধ্যে নম্বর দিন।

ধাপ- ৪: প্রশিক্ষণ সহায়ক নিয়মাবলী	১০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন প্রশিক্ষণটি সুন্দরভাবে পরিচালনা এবং উদ্দেশ্য অর্জন করতে হলে কী নিয়ম মেনে চলা দরকার;
- একে একে নিয়মসমূহ শুনুন ও পোস্টার পেপারে লিপিবদ্ধ করুন;
- প্রশিক্ষণ শুরু ও শেষ করার সময় বলে দিন;
- নিয়মাবলী লেখা শেষে শিক্ষার্থীদের সহায়তা, প্রত্যাশা, উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী লিখিত পোস্টার প্রশিক্ষণ কক্ষের দেয়ালে টাঙিয়ে দিন;
- সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

সেকশন ২

কোর্স মডিউল

মডিউল ১ - দুর্যোগের প্রভাব ও দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

মডিউল ২ - দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলায় সক্ষমতা

মডিউল ৩ - ক্ষতি লাঘবে সতর্কীকরণ

মডিউল ৪ - দুর্দশা লাঘব ও ক্ষতিপূরণে সহায়তা

মডিউল ১
দুর্যোগের প্রভাব ও দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

শিখন উদ্দেশ্য

এই মডিউল শেষে অংশগ্রহণকারীগণ পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার দুর্যোগের এর প্রভাব এবং বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শিখন অধিবেশন

মডিউল ১ এ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে

অধিবেশন ১: পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় দুর্যোগের প্রভাব

- ১.১. পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার দুর্যোগ বিপদাপন্নতা
- ১.২. দুর্যোগের প্রভাব
  - ১.২.১. ক্ষতি, বিঘ্ন ও দুর্দশা
  - ১.২.২. ভুক্তভোগি জনগোষ্ঠির বৈচিত্র্য
- ১.৩. দুর্যোগ ব্যবস্থপনায় অংশগ্রহণে ইউডিএমসি'র করণীয়

অধিবেশন ২ : বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো

- ২.১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মৌলিক কৌশল
- ২.২. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা
  - ২.২.১. নির্দেশনা কাঠামো
  - ২.২.২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান
  - ২.২.৩. দুর্যোগ মোকাবেলায় সেবা ও সামগ্রী
  - ২.২.৪. স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বয়
- ২.৩. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনায় ইউডিএমসি'র করণীয়

অধিবেশন- ০১: পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার দুর্যোগের প্রভাব

উদ্দেশ্য: এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা নিম্নোক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে ও বলতে পারবে;

- পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার দুর্যোগ বিপদাপন্নতা
- দুর্যোগের প্রভাব - ক্ষতি, বিঘ্ন ও দুর্দশা এবং ভুক্তভোগি জনগোষ্ঠির বৈচিত্র্য
- দুর্যোগ ব্যবস্থপনায় অংশগ্রহণে ইউডিএমসি'র করণীয়

ধাপ	আলোচ্য বিষয়	পদ্ধতি	উপকরণ	সময়
০১	পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার দুর্যোগ বিপদাপন্নতা	ছবি আঁকা, প্রদর্শন ও আলোচনা	ফ্লিপ শীট, সাইন পেন, বোর্ড, পিন, মাসকিন টেপ	২৫ মিনিট
০২	দুর্যোগের প্রভাব - ক্ষতি, বিঘ্ন ও দুর্দশা এবং ভুক্তভোগি জনগোষ্ঠির বৈচিত্র্য	ছবি বিশ্লেষণ ও আলোচনা	দুর্যোগের প্রভাব - ক্ষতি, বিঘ্ন ও দুর্দশা এবং ভুক্তভোগি জনগোষ্ঠির বৈচিত্র্য লিখিত পোস্টার, ফ্লিপ শীট, মার্কার	২০ মিনিট
০৩	দুর্যোগ ব্যবস্থপনায় অংশগ্রহণে ইউডিএমসি'র করণীয়	প্রশ্ন-উত্তর, প্রদর্শন ও আলোচনা	জনগোষ্ঠির উপকার উপকার লিখিত পোস্টার	১০ মিনিট
০৪	অধিবেশনের সারসংক্ষেপ ও শিখন যাচাই	প্রশ্ন উত্তর, আলোচনা	বোর্ড, মার্কার	৫ মিনিট

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া

ধাপ- ১: পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার দুর্যোগ বিপদাপন্নতা — ২৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের অধিবেশনে স্বাগত জানান;
- অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে ছবি আঁকার জন্য ফ্লিপ শীট প্রদান করে তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে স্থানীয় দুর্যোগসমূহ ও এর প্রভাবের ছবি আঁকতে বলুন, যেমন- কী কী ক্ষতি হয়, কী ধরণের কাজে বিঘ্ন ঘটে এবং কী ধরণের দুর্দশা হয়;
- ছবি আঁকার জন্য সময় ও স্থান নির্ধারণ করে দিন;
- প্রত্যেকেই যাতে তাদের মত করে ছবি আঁকতে পারে সে জন্য প্রয়োজনে সহায়তা করুন;
- নির্ধারিত সময় শেষে প্রত্যেককে তাদের আঁকা ছবি মাসকিন টেপ দিয়ে দেয়ালে টানিয়ে দিতে বলুন;
- সকলকেই নিজের ছবি বাদে অন্যদের আঁকা ছবিগুলো দেখতে বলুন;
- ছবি দেখা শেষে সকলকে নিজ নিজ আসনে বসতে বলুন এবং জানতে চান ছবিগুলোতে কী দুর্যোগ দেখতে পেলাম;
- অংকনকৃত ছবিগুলোর উপর ভিত্তি করে দুর্যোগসমূহ সুনির্দিষ্ট করে পোস্টারে লিখুন।

ধাপ- ২: দুর্যোগের প্রভাব - ক্ষতি, বিঘ্ন ও দুর্দশা এবং ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠির বৈচিত্র্য — ২০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চান যে, অংকনকৃত ছবিগুলোতে দুর্যোগের কী প্রভাব দেখতে পেলাম;
- অংশগ্রহণকারীদের মতামতের ভিত্তিতে অংকনকৃত ছবিগুলো বিশ্লেষণ করে দুর্যোগের প্রভাবসমূহ অর্থাৎ ক্ষতি, বিঘ্ন ও দুর্দশা সুনির্দিষ্ট করে পোস্টারে লিখুন।

- আর্থসামাজিক অবস্থা, বয়স এবং নারী-পুরুষভেদে দুর্যোগ আক্রান্ত জনগোষ্ঠি এবং বিভিন্ন শ্রেণির ক্ষতি ও দুর্দশার চিত্রটি কেমন হয় তা আলোচনা করুন।

ধাপ- ৩ঃ দুর্যোগ ব্যবস্থপনায় অংশগ্রহণে ইউডিএমসি'র করণীয়	১০ মিনিট

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ইউডিএমসি'র করণীয় কী প্রশ্নটি করে প্রথমে অংশগ্রহণকারীদের মতামত জানুন;
- প্রয়োজনে এ সংক্রান্ত লিখিত পোস্টার প্রদর্শন করে ইউডিএমসির করণীয়সমূহ ব্যাখ্যা করুন;

ধাপ- ৪ঃ অধিবেশনের সারসংক্ষেপ নিরূপণ ও শিখন যাচাই	৫ মিনিট

- অধিবেশনের সারসংক্ষেপ করুন;
- আলোচ্য বিষয়ের উপর প্রশ্ন করে অংশগ্রহণকারীরা কি শিখেছে তা যাচাই করুন;
- অধিবেশনের শিক্ষণসমূহ সুনির্দিষ্ট করুন;
- সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

সহায়ক তথ্য - পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার দুর্যোগের প্রভাব

মূল বার্তা

- ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের কারণে পার্বত্য এলাকায় ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, ভূমিধ্বস ও ইঁদুরের উপদ্রবের মতো দুর্যোগসমূহ দেখা দেয়।
- প্রান্তিক অবস্থানের জন্য পার্বত্য এলাকার জনগোষ্ঠির ঝুঁকির মাত্রা অনেক বেশি।
- দুর্যোগের আঘাতে জান-মাল-পরিবেশের ক্ষতি হয়, সেবা-জীবিকায় বিঘ্ন ঘটে এবং মানুষ দুর্দশাগ্রস্থ হয়।
- আর্থসামাজিক অবস্থা, বয়স এবং নারী-পুরুষভেদে দুর্যোগ আক্রান্ত জনগোষ্ঠি বিভিন্ন শ্রেণির ক্ষতি ও দুর্দশা ভিন্ন হতে পারে।

১.১.পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার দুর্যোগ বিপদাপন্নতা

দুর্যোগপ্রবণ বাংলাদেশের দক্ষিণপূর্ব কোণে এই পার্বত্য এলাকা অবস্থিত। এর মধ্যে রয়েছে তিনটি জেলা- বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি। এই জেলাগুলোর প্রায় সব এলাকাই পর্বতময় আর প্রাকৃতিক বনে ঢাকা। এর মাঝ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তিনটি নদী, সাংগু, মাতামুহুরি আর বাঁকখালি। আর এদের অবস্থান বঙ্গোপসাগরের তটরেখার খুব নিকটে। এই ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের কারণে এই জেলাগুলো অতিমাত্রায় দুর্যোগপ্রবণ। প্রায় প্রতি বছরই এই এলাকার জনগোষ্ঠি কোন না কোন প্রাকৃতিক আপদে ভুক্তভোগি হয়ে থাকেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার প্রধান প্রাকৃতিক আপদসমূহের মধ্যে রয়েছে ভূমিধ্বস, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, বজ্রপাত ও ইঁদুরের উপদ্রব। সাম্প্রতিককালে এসব আপদের কারণে এই এলাকায় জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। যেমন-

- **পাহাড়ধ্বস বা ভূমিধ্বস** - বৃষ্টির পানিতে পাহাড়ের মাটি নরম হয়ে পড়ে। তখন অনেক স্থানে পাহাড় থেকে মাটি ধ্বসে পড়ে। এই পাহাড়ধ্বস বা ভূমিধ্বসে রাস্তা ভেঙ্গে পড়ে; পাহাড়ের পাদদেশের ঘরবাড়ি কাদামাটিতে চাপা পড়ে। প্রায় প্রতি বছরই এই এলাকায় পাহাড়ধ্বস বা ভূমিধ্বসের ঘটনা ঘটে। ২০১৭ সালে খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি জেলায় প্রায় ১২৫ জনের মৃত্যু ঘটেছে ও ৮০ জন আহত হয়েছে।

- **বন্যা** - বর্ষাকালে এই এলাকায় ভারিবর্ষণ হয়। নদীগুলো তখন ফুলেফেঁপে ওঠে আর দুকুল ছাপিয়ে মাঠঘাট ও বসতি প্লাবিত করে। বন্যার পানির তীব্র স্রোতে ক্ষেতের ফসল, গবাদিপশু ও গৃহস্থালি সামগ্রী ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ২০১৫ সালে বান্দরবানে তিনবার বন্যা হয়। ঐ বছর জুলাই মাসের বন্যায় বান্দরবানের প্রায় ৪০,০০০ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও তাদের অধিকাংশই নিজের বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

- **পাহাড়ী ঢল** - পাহাড়ী ঢল ও তার থেকে সৃষ্ট বন্যা পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। ২০১৭ সালে জুলাই মাসে কাপ্তাই লেকের পাশে রাঙ্গামাটির উপজেলাগুলোতে মুষলধারে টানা কয়েকদিনের পাহাড়ী ঢলের কারণে বন্যা দেখা দেয়। কাপ্তাই লেকের আশে পাশের এক ফসলি কৃষি জমির সব ফসল নষ্ট হয়ে যায়। সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় বেলাইছড়ি উপজেলা। বান্দরবান জেলাতেও এর ক্ষতিকর প্রভাব দেখা যায়।

- **ঘূর্ণিঝড়** - বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট যে ঘূর্ণিঝড়গুলো উত্তরপূর্বদিকে প্রবাহিত হয় সেগুলো পার্বত্য এলাকাকে মারাত্মকভাবে আঘাত করে। ঘূর্ণিঝড়ের সহযোগী জ্বলোচ্ছাস পার্বত্য এলাকায় পৌঁছাতে পারে না, তবে পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে যখন ঘূর্ণিঝড় প্রবাহিত হয় তখন বাতাসের গতি অনেক তীব্র হয়ে পড়ে আর ঝড় হয়ে ওঠে আরও প্রলয়ংকরী। এবছর (মে, ২০১৭) ঘূর্ণিঝড় মোরা এই এলাকার উপর দিয়ে প্রভাবিত হয় যার প্রভাবে এক জনের মৃত্যু ও ৩২ জন আহত ও প্রায় ১২০০ ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

- **বজ্রপাত** - বর্ষা মৌসুমে আর এক আপদ হল বজ্রপাত। এ সময়ে পার্বত্য জেলাগুলিতে, বিশেষ করে, বান্দরবানে অনেক বজ্রপাত হয়। এতে অনেক মানুষ নিহত বা আহত হয়। ২০১৬ সালে বজ্রপাতে খাগড়াছড়িতে দুই ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে।

- **নদী ভাঙ্গন** - বর্ষা মৌসুমে পার্বত্য এলাকার নদীগুলোতে তীব্র স্রোত দেখা দেয়। এই স্রোতের প্রভাবে নদীর পাড় ভেঙ্গে পড়ে, ফলে ফসলি জমি, গাছপালা, বসতভিটা ও বাড়িঘর নদীতে বিলীন হয়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো সহায়-সম্পদ হারিয়ে ও নিরাশ্রয় হয়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়। ২০১৫ সালে লামা উপজেলার রূপসীপাড়া ইউনিয়ন মারাত্মকভাবে নদী ভাঙ্গনের শিকার হয় এবং এতে প্রায় ১০০ পরিবার ভুক্তভোগী হয়।

- **অগ্নিকাণ্ড** - পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় প্রায়শ: অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। সাধারণত: মৌসুম শেষে ফসলের অবশিষ্টাংশ পুড়িয়ে ফেলার জন্য জুমে আগুন দেয়া হয়। জুমের এই আগুন থেকে অনেক সময় বসতবাড়িতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। পুড়ে যায় বাড়িঘর আর এতে গৃহস্থালি সম্পদ পুড়ে নষ্ট হয় ও অনেক সময় জীবিনহানিও ঘটে।

- **ভূমিকম্প** - পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা ভঙ্গুর পাললিক শিলায় গঠিত। তাই এলাকায় ভূমিকম্পের ঝুঁকি রয়েছে। বড় ধরণের ভূমিকম্প হলে এই পাহাড়ী এলাকায় ভূমিধ্বস দেখা দিতে পারে। ২০০৩ সালে এই এলাকায় ৫.৬ মাত্রার ভূমিকম্প হয়। এই ভূমিকম্পের ফলে অনেক অবকাঠামো, যেমন- স্কুলকলেজ, আবাসিক ভবন, হাসপাতাল ভবনে ফাটল দেখা যায়, রাস্তাঘাট ভেঙ্গে যায়। এছাড়া এর প্রভাবে অনেক এলাকায় ভূমিধ্বস হয়।

- **ইঁদুরের উপদ্রব** - যখন বনের বাঁশে ফুল ফোটে তখন এলাকায় ইঁদুরের উপদ্রব শুরু হয়। ঝাঁকে ঝাঁকে ইঁদুর বসতি এলাকায় আসে আর মাঠের ফসল ও ঘরের মজুদ খাদ্য সামগ্রী খেয়ে ফেলে। এর ফলে এলাকায় মারাত্মক খাদ্যাভাব দেখা দেয়। ২০০৮ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে ইঁদুরের উপদ্রব দেখা দেয়।

- **বন্য হাতির আক্রমণ** - পার্বত্য চট্টগ্রামের কোন কোন এলাকায়, বিশেষ করে বান্দরবানের লামা উপজেলায় মাঝে মাঝে বন্য হাতির দেখা যায়। হাতির আক্রমণে খেতের ফসল নষ্ট হয় ও ঘরবাড়ির ক্ষতি হয়। অনেক সময় হাতির আক্রমণে মানুষও মারা যায়। বনভূমি উজাড় হওয়া ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে আজকাল হাতির আক্রমণ বাড়ছে।

১.২. দুর্যোগের প্রভাব

১.২.১. ক্ষতি, বিঘ্ন ও দুর্দশা

আপদ মাঝে মাঝে জনগোষ্ঠির জীবন এমনভাবে বিপর্যস্ত করে যে আক্রান্ত জনগোষ্ঠি বাইরের সাহায্য ছাড়া স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারে না। সাম্প্রতিককালে, পাহাড়ধ্বস বা ভূমিধ্বস বান্দরবানে এমন অবস্থা সৃষ্টি করেছে। এই পাহাড়ধ্বস বা ভূমিধ্বসের ক্ষতি পুষিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় আসার জন্য প্রচুর মানবিক ও পুনর্বাসন সহায়তা দরকার হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, দুর্যোগের আঘাতে জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি হয়, জীবিকা, সেবা ও সামাজিক কাজকর্মে গুরুতর বিঘ্ন ঘটে এবং আক্রান্ত জনগোষ্ঠি শারীরিক, মানসিক ও সামাজিকভাবে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের ক্ষতি

- আক্রান্ত জনগোষ্ঠির অনেকেই মারা যেতে পারেন বা আহত হতে পারেন;
- সম্পদ, যেমন- ফসল, গবাদি পশু, ঘরবাড়ি, ঘরের জিনিসপত্র, ল্যাট্রিন, রাস্তাঘাট ও অন্যান্য ভৌত কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে;
- পরিবেশ, যেমন- বনভূমির গাছপালা উপড়ে পরতে পারে, জলাভূমি আবর্জনায় ভরে যেতে পারে বা ঝিরিগুলো দূষিত হয়ে পড়তে পারে।
- এই ক্ষয়ক্ষতি সেবা ব্যবস্থা, জীবিকা ও সামাজিক কাজকর্ম অচল করে দিতে পারে; আর এর প্রভাবও হয় সুদুর প্রসারী।

সেবা ব্যবস্থা, জীবিকা ও সামাজিক কাজকর্মে বিঘ্ন

- পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন, যোগাযোগ, চিকিৎসাকেন্দ্র ও স্কুল কলেজ অচল হয়ে পড়তে পারে;
- চাষাবাদ, কলকারখানা, হাটবাজার বা কেনাবেচা বন্ধ হয়ে যেতে পারে;
- সামাজিক কাজকর্ম, যেমন- বিনোদন, খেলাধুলা, উৎসব, পালা-পার্বণ ও সামাজিক অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যেতে পারে।
- সেবা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেলে মানুষ বঞ্চনার শিকার হয়ে আরও দুর্দশায় ভোগে।

জনগোষ্ঠির দুর্দশা

- শারীরিক দুর্দশা- সম্পদ, উপার্জন ও সেবাসমূহ না থাকার কারণে মৌলিক ও জরুরি চাহিদাগুলো মেটাতে পারেনা ফলে ক্ষুধা, পিপাসা, অপরিচ্ছন্নতা, অসুস্থতা ও অপুষ্টিতে কষ্ট পায়।
- মানসিক দুর্দশা- সংকট ও জীবনযাত্রায় আকস্মিক পরিবর্তনের কারণে মানসিকভাবে বিপর্যস্থ হয়ে পড়ে; ফলে শোক, সংশয়, উদ্বেগ, ভীতি, হতাশা, বিষাদ ও বিষন্নতায় ভোগে।
- সামাজিক দুর্দশা- সম্পদ, জীবিকা ও আশ্রয়হীনতার ফলে দৈন্যদশা, দেনাদায়, ত্রাণ নির্ভরতা, অপরের আশ্রয়ে বসবাস, নিরাপত্তাহীনতা ও মর্যাদাহীন কাজে অংশগ্রহণ স্বীকার করে নিতে হয়।

১.২.২. ভুক্তভোগি জনগোষ্ঠির বৈচিত্র্য

আর্থসামাজিক অবস্থা, বয়স এবং নারী-পুরুষভেদে দুর্যোগ আক্রান্ত জনগোষ্ঠি বিভিন্ন শ্রেণির ক্ষতি ও দুর্দশা ভিন্ন হতে পারে, যেমন-

- **নারী** - প্রথাগতভাবে সমাজে নারীর অবস্থান পুরুষের থেকে ভিন্ন। সাধারণত নারীকে পুরুষের অধস্তন মনে করা হয় এবং তার চলাফেরার উপরে অনেক ধরণের বিধিনিষেধ থাকে। তাছাড়া, নারীর বিশেষ কিছু চাহিদা রয়েছে, যেমন- ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ও যৌন হয়রানি থেকে সুরক্ষা। তাই, দুর্যোগের সময় তার বঞ্চনার শিকার হয় ও দুর্দশায় পড়ে।

- **শিশু** - শারীরিক ও সামাজিকভাবে শিশুরা বয়স্কদের তুলনায় দুর্বল। মৌলিক চাহিদা পূরণ করার জন্য এরা বড়দের উপর নির্ভরশীল। তাছাড়া, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের সাথে সাথে, স্বাভাবিক বিকাশের জন্য শিক্ষা ও বিনোদন তাদের জন্য বিশেষ জরুরি। দুর্যোগকালে শিশু শিক্ষা ও বিনোদনের অভাবে কষ্ট পেয়ে থাকে।

- **প্রতিবন্ধী ব্যক্তি** - এদের শারীরিক, ইন্দ্রিয় বা আবেগজনিত সীমাবদ্ধতা থাকে। সাধারণত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সমাজের বোঝা মনে করা হয়। এমনিতেই এরা সমাজে ও পরিবারে অবহেলার শিকার হয়; দুর্যোগকালে এদের প্রতি অবহেলা আরও বেড়ে যায়।
- **বৃদ্ধ ব্যক্তি** - এরা শারীরিকভাবে দুর্বল ও অন্যদের মতো চলাফেরা করতে পারেনা। এরা সহজেই রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। তাছাড়া, অনেকক্ষেত্রে এরা একা থাকে; এদের খোঁজ খবর নেওয়ার কেউ থাকেনা। এগুলো বয়স্ক ব্যক্তির দুর্যোগ ঝুঁকির মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

১.৩.দুর্যোগ ব্যবস্থপনায় অংশগ্রহণে ইউডিএমসি'র করণীয়

ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণে ইউডিএমসি'র জন্য জরুরি হলো-

- এলাকার আপদসমূহ ও দুর্যোগের ঝুঁকি সম্পর্কে জানা;
- জনগোষ্ঠির কারা কিভাবে দুর্যোগে দুর্দশাগ্রস্ত হয় তা জানা;
- এলাকার দুর্যোগ মোকাবেলায় উপায়গুলো জানা; এবং
- এলাকায় দুর্যোগের প্রভাব ও জনগোষ্ঠির দুর্যোগজনিত দুর্দশা কমানোর সক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা করা।

অধিবেশন- ০২: বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো

উদ্দেশ্য: এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা নিম্নোক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে ও বলতে পারবে;

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মৌলিক কৌশল;
- প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা- নির্দেশনা কাঠামো, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, দুর্যোগ মোকাবেলায় সেবা ও সামগ্রী এবং স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বয়;
- প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনায় ইউডিএমসি'র করণীয়;

ধাপ	আলোচ্য বিষয়	পদ্ধতি	উপকরণ	সময়
০১	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মৌলিক কৌশল	পোস্টার প্রদর্শন ও আলোচনা	মৌলিক কৌশল লিখিত পোস্টার, মার্কার, ফ্লিপ শীট	২০ মিনিট
০২	প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা - নির্দেশনা কাঠামো - দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান - দুর্যোগ মোকাবেলায় সেবা ও সামগ্রী এবং - স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বয়	প্রশ্ন উত্তর, পোস্টার প্রদর্শন ও আলোচনা	প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা লিখিত পোস্টার, ফ্লিপ শীট, মার্কার	২৫ মিনিট
০৩	প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনায় ইউডিএমসি'র করণীয়	প্রশ্ন-উত্তর, পোস্টার প্রদর্শন ও আলোচনা	করণীয় লিখিত পোস্টার, ফ্লিপ শীট, মার্কার	১০ মিনিট
০৪	অধিবেশনের সারসংক্ষেপ ও শিখন যাচাই	প্রশ্ন উত্তর, আলোচনা	বোর্ড, মার্কার	৫ মিনিট

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া

ধাপ- ১: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মৌলিক কৌশল — ২০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের অধিবেশনে স্বাগত জানান;
- পূর্বের অধিবেশনের সুত্র ধরে বলুন- আমরা আগের অধিবেশনে ছবি এঁকে ও আলোচনা করে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার দুর্যোগ, এর ক্ষয়ক্ষতি ও দুর্দশাগুলো চিহ্নিত করেছি। এসব ক্ষতি ও দুর্দশাসমূহ লাঘবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার দুইটি মৌলিক কৌশল রয়েছে (১) দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও (২) দুর্যোগকালে সাড়াদান অর্থাৎ এই দুই কৌশলের উপর ভিত্তি করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালিত হয়;
- এরপর, পোস্টার প্রদর্শন করে পর্যায়ক্রমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মৌলিক কৌশল ব্যাখ্যা করুন;
- অংশগ্রহণকারীগণ বুঝতে পারছে কিনা তা নিশ্চিত হতে আলোচ্য বিষয়ের উপর ছোট ছোট প্রশ্ন করুন;

ধাপ- ২: প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা- নির্দেশনা কাঠামো, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, দুর্যোগ মোকাবেলায় সেবা ও সামগ্রী এবং স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বয় — ২৫ মিনিট

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার নির্দেশনা কাঠামো ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে কোন কোন প্রতিষ্ঠান জড়িত বা কোন প্রতিষ্ঠানগুলো ভূমিকা পালন করে থাকে প্রশ্নটি করে অংশগ্রহণকারীরদের মতামত শুনুন;
- অংশগ্রহণকারীদের মতামত শোনার পর পোস্টার প্রদর্শন করে এ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিন;
- এরপর দুর্যোগ মোকাবেলায় কী ধরণের সেবা সামগ্রীর প্রয়োজন হয় তা জানতে চান;

- অংশগ্রহণকারীদের মতামত সংগ্রহের পর পোস্টার প্রদর্শন করে দুর্যোগ মোকবেলার সেবা সামগ্রী ও স্থানীয় সমন্বয় নিয়ে আলোচনা করুন।

ধাপ- ৩: প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনায় ইউডিএমসি'র করণীয়	১০ মিনিট

- প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনায় ইউডিএমসির করণীয় কী প্রশ্নটি করে প্রথমে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা সংগ্রহের চেষ্টা করুন;
- এরপর ইউডিএমসি'র করণীয় লিখিত পোস্টার প্রদর্শন করে ইউডিএমসি'র করণীয়সমূহ ব্যাখ্যা করুন।

ধাপ- ৪: অধিবেশনের সারসংক্ষেপ নিরূপণ ও শিখন যাচাই	৫ মিনিট

- অধিবেশনের সারসংক্ষেপ করুন;
- আলোচ্য বিষয়ের উপর প্রশ্ন করে অংশগ্রহণকারীরা কি শিখেছে তা যাচাই করুন;
- অধিবেশনের শিক্ষাসমূহ সুনির্দিষ্ট করুন;
- সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

সহায়ক তথ্য - বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো

মূল বার্তা

- দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও দুর্যোগকালে সাড়াদান এই দুই মূলনীতির উপর ভিত্তি করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম তৈরি হয়েছে।
- নির্দেশনা কাঠামোর ভিত্তি হল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২, দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশ ও দুর্যোগ সংক্রান্ত নীতিমালা।
- জাতীয়, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

২.১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মৌলিক কৌশল

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের মূল লক্ষ্য হলো প্রাকৃতিক, পরিবেশগত ও মানবসৃষ্ট আপদে জনগোষ্ঠির বিশেষ করে দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত শ্রেণির ঝুঁকিগুলো কমিয়ে সহনীয় মানবিক পর্যায়ে আনা এবং বড় আকারের দুর্যোগ মোকাবেলা করার সামর্থ্য অর্জন করা। এতে দুইটি প্রধান মৌলিক কৌশল রয়েছে-

- ঝুঁকিহ্রাস, এর মধ্যে রয়েছে ঝুঁকি পরিবেশ নির্ধারণ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা;
- জরুরি অবস্থায় সাড়া দেওয়া, এর মধ্যে রয়েছে সাড়াদানের প্রস্তুতি গ্রহণ, আপদ সতর্কীকরণ বার্তা প্রচার, স্থানান্তর, সন্ধান ও উদ্ধার এবং মানবিক সহায়তা প্রদান।

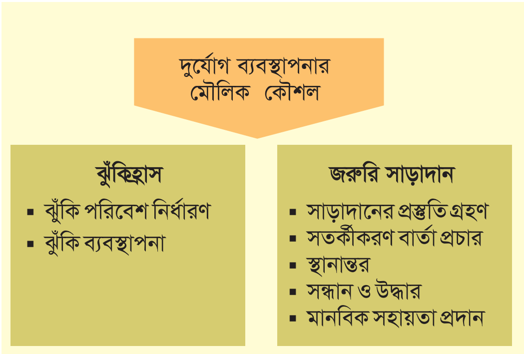

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সকল কাজের দায়িত্ব দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের উপর ন্যাস্ত। তবে, সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ/দপ্তর ও সংস্থা দুর্যোগ বিষয়ক দায়িত্ব পালনের জন্য নিজ নিজ পরিকল্পনা তৈরি করে।

২.২. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা

২.২.১. নির্দেশনা কাঠামো

ঝুঁকিহ্রাসমূলক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সাড়াদান ব্যবস্থাপনা কার্যকর করার জন্য এই নির্দেশনা কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে-

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২- বাংলাদেশ দুর্যোগ সংক্রান্ত সব কাজের আইনগত ভিত্তি। এই আইন দুর্যোগের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ব্যাখ্যা করে। এছাড়াও এই আইন দুর্গত এলাকা ঘোষণা, দুর্যোগ মোকাবেলায় সশস্ত্র বাহিনীর অংশগ্রহণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল গঠন, পরিচালনা এবং অপরাধ ও দণ্ড সম্পর্কে নির্দেশনা দেয়।

- দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী- বাংলাদেশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ ব্যবস্থা রূপরেখা প্রদান করে। এই স্থায়ী আদেশাবলীতে দুর্যোগ প্রতিরোধ, প্রশমন, পূর্ব-প্রস্তুতি, সাড়াদান ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীনস্থ দপ্তর ও সংস্থা এবং সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা ও দায়িত্ব সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। একই সাথে, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন প্রশাসন, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন এবং সংশ্লিষ্ট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহের কাঠামো এবং এদের ভূমিকা ও দায়িত্বের বিবরণ সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও, এতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় এনজিও/স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকার উল্লেখসহ সরকার এবং এসকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কার্যকরী সমন্বয়ের গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে
- জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি - কৌশলগত নীতি কাঠামো ব্যাখ্যা করা। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মূলনীতি দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস আর জরুরি সাড়াদানের। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে এবং দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও জরুরি সাড়াদানের কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কর্মকৌশল ব্যাখ্যা করে।
- জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা- বাংলাদেশে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও জরুরি সাড়া প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়নের জন্য পদ্ধতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখা প্রদান করে। এতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য, ধারণাগত কাঠামো বর্ণনা করা হয়েছে। একই সাথে, এতে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস আর জরুরি সাড়াদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।
- সকল স্তরে সরকারি কাজে দিকনির্দেশনা- অনেকগুলো বিষয়ের জন্য একগুচ্ছ নির্দেশনাবলী যা প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্ত বিভাগ ও

নির্দেশনা কাঠামো

- **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২**
  - দুর্যোগের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ব্যাখ্যা করে;
  - দুর্গত এলাকা ঘোষণা, দুর্যোগ মোকাবেলায় সশস্ত্র বাহিনীর অংশ গ্রহণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল গঠন ও পরিচালনা, এবং অপরাধ ও দণ্ড সম্পর্কে নির্দেশনা দেয়;
- **দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী**
  - সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীনস্থ দপ্তর ও সংস্থা এবং সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা ও দায়িত্ব;
  - জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন প্রশাসন, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন এবং সংশ্লিষ্ট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহের কাঠামো এবং ভূমিকা ও দায়িত্ব;
  - দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় এনজিও/স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা, এবং
  - সরকার এবং সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কার্যকরী সমন্বয়ের বিবরণ দেয়;
- **জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি**
  - দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মূলনীতি;
  - দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য; এবং
  - দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও জরুরি সাড়াদানের কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কর্মকৌশল ব্যাখ্যা করে;
- **জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা**
  - ঝুঁকিহ্রাস ও জরুরি সাড়াদানের পদ্ধতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখা দেয়;
  - দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য ও ধারণাগত কাঠামো বর্ণনা করে;
- **সকল স্তরে সরকারি কাজে দিকনির্দেশনা**
  - নির্দিষ্ট বিষয়ে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করার জন্য দিকনির্দেশনা দেয়।

অধিদপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও এনজিওগুলিকে নির্দিষ্ট বিষয়ে পরিকল্পনা করা ও তা বাস্তবায়ন করার জন্য দিকনির্দেশনা দেয়। দিকনির্দেশনার এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ পদ্ধতি, কমিউনিটি বেজড ঝুঁকি নিরূপণ নির্দেশনা, মানবিক সহায়তা প্রদান নীতিমালা, ঘূর্ণিঝড় নির্মান, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা এবং জরুরি সাড়াদান তথ্য ব্যবস্থাপনা নির্দেশনা।

২.২.২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান

- **সরকারি প্রতিষ্ঠান** - দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ এর নির্দেশনা অনুযায়ী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সকল কাজের সার্বিক দায়িত্ব দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত। দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশ বলে সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ কর্মসূচিতে ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম যুক্ত করে। একই সাথে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান খাতওয়ারি (যেমন, স্বাস্থ্যসেবা, পানি সরবরাহ, শিক্ষা, কৃষি) সাড়াদান ও পুনর্বাসনে অংশ নিয়ে থাকে। সরকারি বরাদ্দে প্রাপ্ত মানবিক সহায়তা সাধারণত প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যেম বিতরণ করা হয়। স্থানীয় প্রশাসনের অনুরোধে সশস্ত্র বাহিনী সাড়াদান কাজে, বিশেষ করে, স্থানান্তর, সন্ধান ও উদ্ধারকাজে অংশ নিয়ে থাকে।

- **বেসরকারি প্রতিষ্ঠান** - জাতিসংঘ সংস্থাসমূহ এবং আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় এনজিওগুলি নিজ নিজ সামর্থ্য ও সরকারের অনুমোদন অনুসারে সাড়াদান ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে কাজ করে। এরা ক্লাস্টার ভিত্তিতে (যেমন, খাদ্য নিরাপত্তা, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, আশ্রয়, কৃষি) কাজ করে।

- **স্থানীয় জনগোষ্ঠি** - যে কোন দুর্যোগে সবার আগে নিজস্ব সক্ষমতার ভিত্তিতে সাড়া দিয়ে থাকে। অনেক সময়ই এরা স্বতস্ফুর্তভাবে স্থানান্তর ও উদ্ধার কাজে জড়িত হয় এবং বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী বিতরণ করে থাকে। তবে, অনেক ক্ষেত্রেই এরা নিয়ম শৃঙ্খলা বা পণ্যসামগ্রীর মান বজায় রাখতে পারে না।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান

- **সরকারি প্রতিষ্ঠান**
  - দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (সকল কাজের সার্বিক দায়িত্ব ন্যস্ত)
  - সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান (ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমে যুক্ত)
  - প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান (খাতওয়ারি সাড়াদান ও পুনর্বাসনে যুক্ত)
  - সশস্ত্র বাহিনী (স্থানান্তর, সন্ধান ও উদ্ধার কাজে অংশ নেয়)
- **বেসরকারি প্রতিষ্ঠান**
  - জাতিসংঘ সংস্থাসমূহ (সাড়াদান ও ঝুঁকিহ্রাসে কাজ করে)
  - আন্তর্জাতিক এনজিও (সাড়াদান ও ঝুঁকিহ্রাসে কাজ করে)
  - স্থানীয় এনজিও (সাড়াদান ও ঝুঁকিহ্রাসে কাজ করে)
- **স্থানীয় জনগোষ্ঠি**
  - বিশেষত যুব সম্প্রদায় (স্থানান্তর ও উদ্ধার কাজে জড়িত হয় ও এবং বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী বিতরণ করে)

২.২.৩. দুর্যোগ মোকাবেলায় সেবা ও সামগ্রী

সহায়তা হিসাবে যে সব সেবা ও সামগ্রী বিতরণ করা হয়, তার মধ্যে রয়েছে-

- সতর্কীকরণ হিসাবে ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কবার্তা ও বন্যার পূর্বাভাস প্রচার করা; দায়িত্বশীল সরকারি প্রতিষ্ঠান এই সতর্ক বার্তা তৈরি করে এবং স্থানীয় প্রশাসন জনগোষ্ঠিতে এই বার্তা সমূহ প্রচার করে। তবে জনগোষ্ঠিতে এই বার্তা প্রচারের ক্ষেত্রে বেসরকারি প্রতিষ্ঠনগুলোও অংশ নিয়ে থেকে।

- জীবনহানি কমানোর জন্য স্থানান্তর, সন্ধান ও উদ্ধার কাজ; সাধারণত সেনা বাহিনীর দক্ষ কর্মীরা এই কাজে অংশ নিয়ে থাকে।
- সরকারি তরফ থেকে খয়রাতি সাহায্য হিসাবে চাল/গম, নগদ অর্থ ও ঢেউটিন বিতরণ।
- বেসরকারি সংস্থার তরফ থেকে খাদ্য সামগ্রী, নিরাপদ পানি, গ্রহস্থলি সামগ্রী, নগদ অর্থ, স্যানিটেশন সামগ্রী, গৃহনির্মাণ সামগ্রী বিতরণ।
- সরকারি ও বেসরকারি উভয় তরফ থেকে জরুরি চিকিৎসা সেবা, জরুরি আশ্রয় ও কাজের বিনিময়ে টাকা কর্মসূচি।

দুর্যোগ মোকাবেলায় সেবা ও সামগ্রী

- সতর্কীকরণ হিসাবে ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কবার্তা ও বন্যার পূর্বাভাস প্রচার করা;
- জীবনহানি কমানোর জন্য স্থানান্তর, সন্ধান ও উদ্ধার কাজ;
- সরকারি তরফ থেকে চাল/গম, নগদ অর্থ ও ঢেউটিন বিতরণ।
- বেসরকারি সংস্থার তরফ থেকে খাদ্য সামগ্রী, নিরাপদ পানি, গৃহস্থালি সামগ্রী, নগদ অর্থ, স্যানিটেশন সামগ্রী, গৃহনির্মাণ সামগ্রী বিতরণ।
- সরকারি ও বেসরকারি উভয় তরফ থেকে জরুরি চিকিৎসা সেবা, জরুরি আশ্রয় ও কাজের বিনিময়ে টাকা কর্মসূচি।

২.২.৪. স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বয়

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বহু খাতের সাথে যুক্ত কাজ। এতে অনেকগুলো সংস্থা জড়িত থাকে ও তাদের সহযোগিতা দরকার হয়। সাধারণত, সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসন এবং বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহ নিজস্ব এখতিয়ারে জনগোষ্ঠির মধ্যে সহায়তা দিয়ে থাকে। তাই বিশেষ বিশেষ সংস্থার সাড়া ও তার সমন্বয়ের উপর স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কার্যকরিতা অনেকাংশে নির্ভর করে। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল ও আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটি জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগ বিষয়ে সকল কার্যক্রমের সমন্বয় নিশ্চিত করবে।

জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে এই সমন্বয়ের কাজ হবে যথাক্রমে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে। স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বয়ের জন্য রয়েছে-

- জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি;
- উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি;
- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি।

২.৩. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনায় ইউডিএমসি'র করণীয়

ইউডিএমসি'র মূল কাজ হলো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সকল কাজে স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বয় করা। প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনায় ইউডিএমসি-

- স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকি নিরূপনের ব্যবস্থা করবে এবং দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন পরিকল্পনায় সম্পৃক্ত করার প্রচেষ্টা নেবে;
- আপদ সতর্কবার্তা যাতে জনগোষ্ঠির সকলের কাছে সময়মত পৌঁছায় সেই লক্ষ্যে সতর্ক বার্তা প্রচার কার্যক্রম সমন্বয় করবে;
- মানবিক সেবা ও সামগ্রী যাতে সকল ভুক্তভোগির কাছে পৌঁছায় তা নিশ্চিত করার জন্য সাড়াদান কাজের সমন্বয় করবে;
- মানবিক সেবা ও সামগ্রীর সুষ্ঠু বিতরণের লক্ষ্যে মানবিক কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সচেষ্ট হবে।

মডিউল ২
দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলায় সক্ষমতা

শিখন উদ্দেশ্য

এই মডিউল শেষে অংশগ্রহণকারীগণ দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি দায়িত্বসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শিখন অধিবেশন

মডিউল ২ এ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে

অধিবেশন ৩: দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

- ৩.১. স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
- ৩.২. ইউডিএমসির দায়িত্ব
  - ৩.২.১. ঝুঁকি হ্রাস
  - ৩.২.২. সতর্কীকরণ
  - ৩.২.৩. সাড়াদান
- ৩.৩. দায়িত্ব পালনে ইউডিএমসি'র করণীয়

অধিববেশন ৪: জনগোষ্ঠির দুর্যোগ ঝুঁকি নিরূপণ

- ৪.১. দুর্যোগ ঝুঁকি পরিবেশ
- ৪.২. সমাজভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকি নিরূপণ
  - ৪.২.১. দুর্যোগ ঝুঁকি বিশ্লেষণ
  - ৪.২.২. ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন
- ৪.৩. ঝুঁকি নিরূপণে ইউডিএমসির করণীয়

অধিববেশন ৫: দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ

- ৫.১. দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস মূলধারায় সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্য
- ৫.২. ঝুঁকিহ্রাসের কৌশলগত দিক
- ৫.৩. ঝুঁকিহ্রাস মূলধারায় সম্পৃক্তকরণে ইউডিএমসির করণীয়

অধিবেশন- ০৩: দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

উদ্দেশ্য: এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা নিম্নোক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে ও বলতে পারবে;

- স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইউনিয়ন কমিটি
- ঝুঁকিহ্রাস, সতর্কীকরণ ও সাড়াদানে ইউডিএমসির দায়িত্ব
- দায়িত্ব পালনে ইউডিএমসি'র করণীয়

মোট সময়: ৬০ মিনিট

ধাপ	আলোচ্য বিষয়	পদ্ধতি	উপকরণ	সময়
০১	স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	প্রশ্ন-উত্তর, প্রদর্শন ও আলোচনা	স্থানীয় পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা কমিটি সম্পর্কিত পোস্টার, মার্কার, ফ্লিপ শীট	১০ মিনিট
০২	ঝুঁকিহ্রাস, সতর্কীকরণ ও সাড়াদানে ইউডিএমসির দায়িত্ব	প্রশ্ন উত্তর, পোস্টার প্রদর্শন ও আলোচনা	ঝুঁকিহ্রাস, সতর্কীকরণ ও সাড়াদানে ইউডিএমসির দায়িত্ব লিখিত পোস্টার, ফ্লিপ শীট, মার্কার	৩৫ মিনিট
০৩	দায়িত্ব পালনে ইউডিএমসি'র করণীয়	প্রশ্ন-উত্তর, প্রদর্শন ও আলোচনা	করণীয় লিখিত পোস্টার, ফ্লিপ শীট, মার্কার	১০ মিনিট
০৪	অধিবেশনের সারসংক্ষেপ ও শিখন যাচাই	প্রশ্ন উত্তর, আলোচনা	বোর্ড, মার্কার	৫ মিনিট

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া

ধাপ- ১: স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ইউনিয়ন কমিটি	১০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের অধিবেশনে স্বাগত জানান;
- পোস্টার প্রদর্শন করে স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ইউনিয়ন কমিটি, এর কাঠামো ও গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করুন।

ধাপ- ২: ইউডিএমসির দায়িত্ব- দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস, সতর্কীকরণ ও সাড়াদান	৩৫ মিনিট

- দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস, সতর্কীকরণ এবং সাড়াদানের ক্ষেত্রে ইউডিএমসি'র দায়িত্ব কী প্রশ্নগুলো একে একে করে প্রথমে অংশগ্রহণকারীদের মতামত জানুন;
- পোস্টার প্রদর্শন করে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস, সতর্কীকরণ ও সাড়াদানের ক্ষেত্রে ইউডিএমসি'র দায়িত্বসমূহ ব্যাখ্যা করুন, অংশগ্রহণকারীগণ বুঝতে সক্ষম হচ্ছেন কিনা তা নিশ্চিত হকে ছোট ছোট প্রশ্ন করুন;
- দায়িত্ব ব্যাখ্যা শেষে অংশগ্রহণকারীদের দুই দলে ভাগ করে আলোচ্য বিষয়ের উপর কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করুন;
- অংশগ্রহণকারীগণ এ পর্বে প্রথম দল দ্বিতীয় দলকে আলোচ্য বিষয়ের উপর অর্থাৎ ইউনিয়ন কমিটির দায়িত্ব সম্পর্কীত প্রশ্ন করবেন এবং দ্বিতীয় দল প্রশ্নের উত্তর দেবেন, কাঙ্খিত উত্তর না পেলে প্রশ্নকারী দল উত্তর বলে দেবেন;

- একইভাবে দ্বিতীয় দল প্রথম দলকে প্রশ্ন করবেন;
- সহায়ক পুরো প্রক্রিয়াটিতে সহায়তা করবেন।

ধাপ- ৩: দায়িত্ব পালনে ইউডিএমসি'র করণীয়	১০ মিনিট

- দায়িত্ব পালনে ইউডিএমসির করণীয় কী প্রশ্নটি করে প্রথমে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা সংগ্রহের চেষ্টা করুন;
- এরপর ইউডিএমসি'র করণীয় লিখিত পোস্টার প্রদর্শন করে ইউডিএমসির করণীয়সমূহ ব্যাখ্যা করুন।

ধাপ- ৪: অধিবেশনের সারসংক্ষেপ নিরূপণ ও শিখন যাচাই	৫ মিনিট

- অধিবেশনের সারসংক্ষেপ করুন;
- আলোচ্য বিষয়ের উপর প্রশ্ন করে অংশগ্রহণকারীরা কি শিখেছে তা যাচাই করুন;
- অধিবেশনের শিক্ষাসমূহ সুনির্দিষ্ট করুন;
- সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

সহায়ক তথ্য - দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

মূল বার্তা

- দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও দুর্যোগকালে সাড়াদান এই দুই মূলনীতির উপর ভিত্তি করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম তৈরি হয়েছে।
- নির্দেশনা কাঠামোর ভিত্তি হলো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২, দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশ ও দুর্যোগ সংক্রান্ত নীতিমালা।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সকল কাজের সার্বিক দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের উপর।
- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সহ ৩৬ সদস্য নিয়ে গঠিত ইউডিএমসির দায়িত্ব হল ইউনিয়নের দুর্যোগ সংক্রান্ত সব কাজের সমন্বয় নিশ্চিত করা।
- ইউডিএমসির দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের জন্য বাস্তব সম্মত পদক্ষেপ নেওয়া, দুর্যোগের সম্ভাবনা দেখা দিলে সতর্ক বার্তা প্রচার করা এবং সাড়াদান ও পুনবাসন কাজের সমন্বয় করা।

৩.১. স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সকল কাজের সার্বিক দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের উপর। তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের ও পার্বত্য এলাকায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা এবং এনজিও কার্যাবলীর সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব রয়েছে। প্রধানত, স্থানীয় প্রশাসন ও ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে দুর্যোগ সাড়াদান কাজ করা হয়ে থাকে। ইউডিএমসি এই কাজে যুক্ত হয় ও বিশেষ করে সমন্বয় সাধনের কাজ করে থাকে।

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, পরিষদের সকল সদস্য, সকল সরকারী প্রতিষ্ঠানের ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মরত কর্মীদের মধ্য থেকে ১ জন করে প্রতিনিধি, ১ জন করে দুঃস্থ নারী, সি পি পি, রেড ক্রিসেন্ট, মুক্তিযোদ্ধা ও আনসার ভিডিপি প্রতিনিধি, ২ জন করে কৃষক ও মৎস্যজীবী, সুশীল সমাজ ও ধর্মীয় নেতা প্রতিনিধি, ৩ জন এনজিও প্রতিনিধি এবং ইউনিয়ন পরিষদ সচিব নিয়ে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হয়। ৩৬ সদস্য নিয়ে গঠিত এই কমিটির দায়িত্ব প্রধানত ইউনিয়নের দুর্যোগ সংক্রান্ত সব কাজের সমন্বয় নিশ্চিত করা। দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলীর মাধ্যমে কমিটির ভূমিকা ও দায়িত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৩.২. ইউডিএমসি'র দায়িত্ব

৩.২.১. ঝুঁকিহ্রাস

- দুর্যোগ ঝুঁকি ও ঝুঁকিহ্রাস পদক্ষেপ সম্পর্কে স্থানীয় জনগোষ্ঠিকে সচেতন করা এবং ঝুঁকিহ্রাসে বাস্তব সম্মত পদক্ষেপ নিতে সক্ষম করে তোলা।
- আপদ, বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ এবং দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা ও জরুরি সাড়াদান পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।
- জনসচেতনতা সৃষ্টি ও দুর্যোগকালে সহায়তা প্রদানে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ও স্বেচ্ছাসেবীদের সক্ষম করে তালা।

- আশ্রয়কেন্দ্র চিহ্নিত করা এবং আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য মানবিক সংস্থা ও উপযুক্ত ব্যক্তিকে জড়িত করা।
- জনগোষ্ঠির বিপদাপন্ন ব্যক্তি, পরিবার ও দলগুলো চিহ্নিত করা ও তাদের তালিকা প্রস্তুত করা।

৩.২.২. সতর্কীকরণ

- প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ও স্বেচ্ছাসেবী দলের মাধ্যমে সতর্কবার্তা প্রচার ও ঝুঁকিগ্রস্ত লোকদের স্থানান্তরের ব্যবস্থা করা এবং এসব কাজ পর্যবেক্ষণ করা।
- চিহ্নিত আশ্রয়কেন্দ্রগুলো ব্যবহারোপযোগী করে তোলা ও সব আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিচর্চার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

৩.২.৩. সাড়াদান

- নিজস্ব সক্ষমতা ও প্রয়োজনানুসারে প্রশিক্ষিত বিশেষ বাহিনীর মাধ্যমে উদ্ধার কাজের ব্যবস্থা করা।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে সকল সরকারি ও বেসরকারি ত্রাণ কাজের সমন্বয় করা।
- স্থানীয় ও বহিরাগত ত্রাণকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা।
- তাৎক্ষণিক ক্ষতি ও চাহিদা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা এবং নির্ধারিত ফরমে প্রতিবেদন তৈরি করা ও তা উপজেলা কমিটির কাছে পাঠানো।
- উদ্বাস্তু পরিবার যেন নিজের ভিটায় ফিরতে পারে তার ব্যবস্থা করা।
- আহতদের জন্য চিকিৎসাসেবা ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ব্যক্তির জন্য কাউন্সিলিং নিশ্চিত করা।

৩.৩. দায়িত্ব পালনে ইউডিএমসি'র করণীয়

দায়িত্ব পালনে ইউডিএমসি'র করণীয়র মধ্যে রয়েছে-

- প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী নির্দেশিত দায়িত্বগুলো ভালোভাবে বোঝা ও এ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করা।
- ঝুঁকিহ্রাস ও জরুরি সাড়া প্রদান সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবী দল গড়ে তোলা ও এদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে ঝুঁকি নির্ধারণ করা ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা করা এবং এগুলো উপজেলা পর্যায়ে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় ও অন্তর্ভুক্ত করা।
- ইউনিয়নে সতর্কবার্তা প্রদান, ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ এবং মানবিক সহায়তা প্রদানের জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মকাঠামো তৈরি করা।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে ঝুঁকিহ্রাস ও জরুরি সাড়াদানের জন্য উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও মানবিক সংস্থার সাথে সংযোগ স্থাপন করা।

অধিবেশন- ০৪: জনগোষ্ঠির দুর্যোগ ঝুঁকি নিরূপণ

উদ্দেশ্য: এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা নিম্নোক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে ও বলতে পারবে;

- দুর্যোগ ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- সমাজভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকি নিরূপণ প্রক্রিয়া-দুর্যোগ ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন
- ঝুঁকি নিরূপণে ইউডিএমসির করণীয়

মোট সময়: ৭৫ মিনিট

ধাপ	আলোচ্য বিষয়	পদ্ধতি	উপকরণ	সময়
০১	দুর্যোগ ঝুঁকি বিশ্লেষণ	প্রশ্ন-উত্তর ও আলোচনা	ঝুঁকি গ্রাফ, মার্কার, ফ্লিপ শীট	১০ মিনিট
০২	সমাজভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকি নিরূপণ প্রক্রিয়া ও ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	ছোট দলীয় কাজ প্রদর্শন ও আলোচনা	ফ্লিপ শীট, মার্কার, সিআরএ এর ধাপ লিখিত পোস্টার	৫০ মিনিট
০৩	ঝুঁকি নিরূপণে ইউডিএমসির করণীয়	প্রশ্ন-উত্তর, প্রদর্শন ও আলোচনা	করণীয় লিখিত পোস্টার, ফ্লিপ শীট, মার্কার	১০ মিনিট
০৪	অধিবেশনের সারসংক্ষেপ ও শিখন যাচাই	প্রশ্ন উত্তর, আলোচনা	বোর্ড, মার্কার	৫ মিনিট

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া

ধাপ- ১: দুর্যোগ ঝুঁকি বিশ্লেষণ	৪৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের অধিবেশনে স্বাগত জানান;
- সমাজভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণ, এর গুরুত্ব ও প্রক্রিয়াটি বুঝিয়ে বলুন;
- অংশগ্রহণকারীগণ ঝুঁকিগ্রাফ অনুযায়ী কিভাবে আপদের সম্ভাবনা ও প্রভাব নির্ধারণ করবেন তা প্রথমে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিন। এক্ষেত্রে, প্রথমে আপদের সম্ভাবনা নির্ধারণ করতে বলুন- প্রতিটি আপদের ক্ষেত্রে ১ থেকে ৫ এর মধ্যে নম্বর দিতে বলুন (সম্ভাবনা কম হলে ১ এবং সম্ভাবনা খুব বেশি হলে ৫ দিতে বলুন); এরপর, অনুরূপভাবে আপদের প্রভাব বা ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা নির্ধারণ করতে বলুন- প্রতিটি আপদের ক্ষেত্রে ১ থেকে ৫ এর মধ্যে নম্বর দিতে বলুন (প্রভাব বা ক্ষয়ক্ষতি কম হলে ১ এবং খুব বেশি হলে ৫ দিতে বলুন);
- অংশগ্রহণকারীদের ৪টি দলে ভাগ করে নিজ এলাকার প্রতিটি আপদের সম্ভাবনা ও প্রভাব নির্ধারণ করতে বলুন;
- দলীয় কাজের সময় ও স্থান নির্দেশ করুন;
- দলীয় কাজ শেষে দলীয় কাজ একে একে প্রদর্শনের আহবান জানান, দলীয় কাজের উপর আলোচনা করুন;
- দলীয়ভাবে ঝুঁকি নিরূপণের কাজটি যথাযথভাবে হয়েছে কিনা তা লক্ষ্য করে প্রয়োজনে সহায়তা করুন;

ধাপ- ২: সমাজভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকি নিরূপণ	১৫ মিনিট

- সমাজভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণ সম্পর্কে প্রশ্ন কওে প্রথমে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা সংগ্রহের চেষ্টা করুন;
- এরপর পোস্টার প্রদর্শন করে সমাজভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণ প্রক্রিয়ার ৫টি ধাপ ব্যাখ্যা করুন।

ধাপ- ৩: দায়িত্ব পালনে ইউডিএমসি'র করণীয়	১০ মিনিট

- ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা প্রণয়নে ইউডিএমসির করণীয় কী প্রশ্নটি করে প্রথমে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা সংগ্রহের চেষ্টা করুন;
- এরপর ইউডিএমসি'র করণীয় লিখিত পোস্টার প্রদর্শন করে ইউডিএমসির করণীয়সমূহ ব্যাখ্যা করুন।

ধাপ- ৪: অধিবেশনের সারসংক্ষেপ নিরূপণ ও শিখন যাচাই	৫ মিনিট

- অধিবেশনের সারসংক্ষেপ করুন;
- আলোচ্য বিষয়ের উপর প্রশ্ন করে অংশগ্রহণকারীরা কি শিখেছে তা যাচাই করুন;
- অধিবেশনের শিক্ষাসমূহ সুনির্দিষ্ট করুন;
- সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

সহায়ক তথ্য - জনগোষ্ঠির দুর্যোগ ঝুঁকি নিরূপণ

মূল বার্তা

- স্থানীয় পর্যায়ে ঝুঁকির নিয়ামক হলো- প্রত্যক্ষভাবে আপদের মুখোমুখি হওয়া; আপদে ভেঙ্গে পড়ার প্রবণতা ও আপদের ব্যাপকতা।
- ক্ষতি পুষিয়ে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার ক্ষমতা নির্ভর করে শিক্ষা, সম্পদ, প্রযুক্তি, বহুমুখি দক্ষতা, সুস্বাস্থ্যের উপর।
- ইউডিএমসি ঝুঁকির নিয়ামকগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠির, বিশেষ করে, নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের ঝুঁকি সঠিকভাবে নিরূপণ করতে পারে।

৪.১. দুর্যোগ ঝুঁকি বিশ্লেষণ

দুর্যোগ ঝুঁকি হলো আপদের কারণে ক্ষতি, বিঘ্ন বা দুর্দশার সম্ভাবনা (যেমন, জীবনহানি, সম্পদের ক্ষতি, পরিবেশ বিপর্যয়, সেবাসমূহ, জীবিকা বা অর্থনৈতিক কাজে বিঘ্ন এবং খাবার, পানি বা আশ্রয় না থাকার জন্য কষ্ট)। আপদগুলো এলাকায় ঝুঁকি পরিবেশ সৃষ্টি করে আর ঝুঁকির মাত্রা অনেকাংশে নির্ভর করে আপদের তীব্রতা ও ব্যাপকতার উপর। যেমন, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, পাহাড়ধ্বস বা ভূমিধ্বস বা বজ্রপাত পার্বত্য এলাকায় আপদের ধরণ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার ঝুঁকি তৈরি করে। তবে একই আপদে এলাকার সকল জনগোষ্ঠি বা একই জনগোষ্ঠির সকল পরিবার সমানভাবে ঝুঁকিতে পড়ে না। এর কারণ হলো, আপদ ও বিপদপন্নতার পারস্পারিক ক্রিয়ার ফলেই ঝুঁকি পরিবেশ নির্ধারিত হয়। তাই ঝুঁকি নিরূপণ করতে হলে পরিবেশ ও জনগোষ্ঠির আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনা করা জরুরি।

ঝুঁকি নিরূপণের জন্য যে কাজগুলো জরুরি সেগুলো হলো- আপদ চিহ্নিত করা, ঝুঁকির অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা এবং ঝুঁকির সহনশীল মাত্রা নির্ধারণ করা।

- **আপদ চিহ্নিতকরণ**- জনগোষ্ঠির সকল পেশা ও সামাজিক শ্রেণির নারী ও পুরুষ একত্রে আলোচনার মাধ্যমে এলাকার আপদগুলো (যেমন- ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, ভূমিধ্বস, বন্য প্রাণির আক্রমণ ও ইঁদুরের উপদ্রব) চিহ্নিত করবে এবং এর কোনটা কখন হয় তা নির্ধারণ করবে।
- **ঝুঁকি অগ্রাধিকারকরণ** - আপদ চিহ্নিত করার পর সবাই মিলে কোন আপদ থেকে কী ধরণের ঝুঁকি সৃষ্টি হয় (যেমন- পাহাড়ের পাদদেশের ঘরগুলো ভূমিধ্বসে মাটিচাপা পড়ার ঝুঁকিতে থাকে)। একই সাথে, পেশা, সামাজিক অবস্থা বা নারী-পুরুষ ভেদে কারা কোন ধরণের ঝুঁকিতে আছে।
- **ঝুঁকির সহনশীল মাত্রা নির্ধারণ**- ঝুঁকির অগ্রাধিকার নির্ধারণ করার পরে সবাই মিলে আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করবে এলাকায় জনগোষ্ঠি কি মাত্রায় ঝুঁকি সহ্য করতে পারবে। যেমন- বন্য প্রাণির আক্রমণে ফসলের সামান্য ক্ষতি হলে তা হয়ত পরিবারগুলো সয়ে নিতে পারবে কিন্তু পাহাড়ধ্বস বা ভূমিধ্বসে জানমালের ক্ষতি তাদের সহনসীমার বাইরে।

৪.২. সমাজভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণ

সমাজভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণ একটি অংশগ্রহণমূলক ঝুঁকি নিরূপণ পদ্ধতি। এতে স্থানীয় সকল পেশা ও সামাজিক শ্রেণির নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণ থাকে। বিশেষ করে, এলাকায় বসবাসকারী সকল নৃগোষ্ঠির নারী-পুরুষের অংশগ্রহণ খুবই জরুরি। কারণ এতে জনগোষ্ঠির সকল ধরণের মানুষের মতামতের ভিত্তিতে এলাকার সমস্যাবলী, বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি চিহ্নিত করা হয় এবং ঝুঁকি নিরসন পরিকল্পনা তৈরি করা হয়।

সমাজভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণের কয়েকটি ধাপ রয়েছে; এগুলো হলো-

- **ধাপ ১: পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা** - এই ধাপে এলাকা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সংগ্রহ করা হয় ও বিশ্লেষণ করা হয়। প্রথমে আগে থেকে সংগ্রহ করা তথ্যগুলো বিবেচনা করা হয়। যেমন- এলাকার থানার সংখ্যা, পেশাভিত্তিক পরিবারের সংখ্যা, বয়সভিত্তিক নারী-পুরুষের সংখ্যা এবং এলাকার আয়তন ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত যে সব তথ্য ইউনিয়ন পরিষদের তথ্য ভান্ডারে আছে তা বিশ্লেষণ করা হয়। এতে স্থানীয় জনগণ, ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, স্থানীয় বিজ্ঞ ব্যক্তি, কারবারি ও হেডম্যান, পেশাজীবি (কৃষক, দিনমজুর ও অন্যান্য), বিভিন্ন নৃগোষ্ঠির প্রতিনিধি, নারী, বৃদ্ধ, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অংশ নেয়; অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভর করে। এর সাথে সাথে নতুন তথ্য জানার জন্য এলাকা ঘুরে দেখা হয়। এছাড়াও ইউনিয়ন এর স্থানীয় ও অভিজ্ঞ কয়েকজন ব্যক্তির সাথে অলোচনা করা ও তাদের মতামত নেওয়া হয়। এই তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে এলাকার সম্পদ ও আপদের মানচিত্র তৈরি করা হয়। এই কাজে ইউডিএমসি সদস্য এবং এলাকা সম্পর্কে ভালো জানে এমন নারী, পুরুষ, কারবারি ও হেডম্যান সহ ১৫-২০ জন এলাকাবাসী অংশ নিয়ে থাকে।
- **ধাপ ২: আপদ বিশ্লেষণ, বিপদাপন্ন খাত ও উপাদান চিহ্নিত করা**- ইউনিয়নের সবগুলো ওয়ার্ড থেকে নারী, পুরুষ, শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, কারবারি ও হেডম্যান সহ ১৫-২০ জন করে দুইটি দল এতে অংশ নেয়। এই ধাপে এলাকার আপদগুলো (যেমন- ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, ভূমিধ্বস বা ইঁদুরের উপদ্রব) কিভাবে জীবন, জীবিকা ও সেবার খাতগুলোকে (যেমন, কৃষি, পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা) বিপদাপন্ন করে তা দেখা হয়। একই সাথে খাতগুলোর এই বিপদাপন্নতার কারণসমূহ চিহ্নিত করা হয়।
- **ধাপ ৩: ঝুঁকি বিশ্লেষণ করা**- এই ধাপে এলাকার আপদগুলো ও খাতভিত্তিক বিপদাপন্ন কিভাবে জনগোষ্ঠির বিভিন্ন দলকে (যেমন- নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়) ঝুঁকিগ্রস্ত করছে তা নির্ধারণ করা হয়। এই ঝুঁকি নির্ধারণের ক্ষত্রে ঝুঁকিগুলোর সহনমাত্রা ও অগ্রাধিকার বিবেচনা করা হয়। এই কাজে ইউনিয়নের সবগুলো ওয়ার্ড থেকে নারী, পুরুষ, শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, কারবারি ও হেডম্যান সহ ১৫-২০ জন করে দুইটি দল অংশ নিয়ে থাকে।

- **ধাপ ৪: ঝুঁকিহ্রাসের উপায় নির্ধারণ ও পরিকল্পনা করা-** এই ধাপে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে চিহ্নিত ঝুঁকিগুলো কিভাবে দূর করা যায় তার উপায় বের করা হয় এবং সম্ভাব্য উপায়গুলো বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ করা। এছাড়াও, এই ধাপে ঝুঁকিহ্রাসের কৌশল বাস্তবায়নের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়। এই কর্মপরিকল্পনায় খাতভিত্তিক কার্যক্রমের তালিকা ও এর জন্য কি ধরণের সম্পদ প্রয়োজন হতে পারে তা উল্লেখ থাকে। ইউনিয়নের সবগুলো ওয়ার্ড থেকে নারী, পুরুষ, শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, কারবারি ও হেডম্যান সহ ১৫-২০ জন করে দুইটি দল এই ধাপের সকল কাজে অংশ নিয়ে থাকে।
- **ধাপ ৫: মতৈক্য প্রতিষ্ঠা করা-** ঝুঁকিহ্রাসের উপায়সমূহ বাস্তবায়নে সরকারি বর্তমান উদ্যোগসমূহ কি আছে, ইউনিয়ন পর্যায়ে পরিকল্পনার কোন কোন অংশ বাস্তবায়ন করা সম্ভব এবং উপজেলা পর্যায়ে পরিকল্পনার কোন কোন অংশ বাস্তবায়ন করা যেতে পারে তা নির্ধারণ করা হয়। এই ধাপে ইউনিয়নের সবগুলো ওয়ার্ড থেকে নারী, পুরুষ, শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, কারবারি ও হেডম্যান সহ ১৫-২০ জন করে দুইটি দল অংশ নিয়ে থাকে। তবে এদের সাথে একটি সহায়ক থাকে। এই সহায়ক দল উপজেলা পর্যায়ে সমন্বিত ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও উপায়সমূহ বাস্তবায়নের জন্য মতৈক্যে আসা ও বিভিন্ন ধাপ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল যাচাই করে ও কর্মশালার মতামতের ভিত্তিতে একটি প্রতিবেদন প্রণয়নে সাহায্য করে।

এই পদ্ধতিতে স্থানীয়ভাবে বাস্তাবায়ন করা যায়না এমন বিষয়গুলো সামাজিক ও প্রশাসনিক কাঠামোর উপরের স্তরে (ইউনিয়নের ক্ষেত্রে উপজেলায়) প্রেরণ করে একটি সমন্বিত বাস্তবায়নযোগ্য ঝুঁকি নিরসন কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়।

৪.৩. ঝুঁকি নিরূপণে ইউডিএমসির করণীয়

ঝুঁকি নিরূপণে বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাজের যেগুলো জরুরি তা হলো-

- ইউনিয়নের দুর্যোগ ঝুঁকি নিরূপণের জন্য পরিকল্পনা করা।
- উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও এনজিও'র সাথে যোগাযোগ করে এলাকায় সিআরএ'র ব্যবস্থা করা।
- সিআরএ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা।
- ঝুঁকি নিরূপণ কার্যক্রমে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠির প্রতিনিধি, নারী, বৃদ্ধ, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং এর সাথে হেডম্যান ও কারবারিদের সম্পৃক্ত করা।
- সিআরএ'র ফলাফলের উপর ভিত্তি করে ইউনিয়নের ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা করা।
- ইউনিয়নের এখতিয়ার বা সামর্থ্য বহির্ভূত কাজগুলো প্রস্তাব আকারে উপজেলা বরাবর পাঠানো।

অধিবেশন- ০৫: দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ

উদ্দেশ্য: এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা নিম্নোক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে ও বলতে পারবে;

- দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস মূলধারায় সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্য
- ঝুঁকিহ্রাসের কৌশলগত দিক
- ঝুঁকিহ্রাস মূলধারায় সম্পৃক্তকরণে ইউডিএমসির করণীয়

মোট সময়: ৬০ মিনিট

ধাপ	আলোচ্য বিষয়	পদ্ধতি	উপকরণ	সময়
০১	দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস মূলধারায় সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্য	প্রশ্ন উত্তর, প্রদর্শন ও আলোচনা	উন্নয়নমূলক কাজের ছবি (স্কুল, কমিউনিটি ক্লিনিক ও রাস্তা), মার্কার, ফ্লিপ শীট	২০ মিনিট
০২	ঝুঁকিহ্রাসের কৌশলগত দিক	প্রদর্শন ও আলোচনা	ঝুঁকিহ্রাস কৌশল লিখিত পোস্টার ফ্লিপ শীট, মার্কার	২০ মিনিট
০৩	ঝুঁকিহ্রাস মূলধারায় সম্পৃক্তকরণে ইউডিএমসির করণীয়	প্রশ্ন-উত্তর, প্রদর্শন ও আলোচনা	করণীয় লিখিত পোস্টার, ফ্লিপ শীট, মার্কার	১০ মিনিট
০৪	অধিবেশনের সারসংক্ষেপ ও শিখন যাচাই	প্রশ্ন উত্তর, আলোচনা	বোর্ড, মার্কার	১০ মিনিট

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া

ধাপ- ১: দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস মূলধারায় সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্য — **২০ মিনিট**

- অংশগ্রহণকারীদের অধিবেশনে স্বাগত জানান এবং সংক্ষেপে অধিবেশনের উদ্দেশ্য বলুন;
- অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনা করে ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়নমূলক কাজের একটি তালিকা তৈরি করুন;
- এরপর, সংশ্লিষ্ট উন্নয়নমূলক কাজের ছবি, যেমন- স্কুল, কমিউনিটি ক্লিনিক ও রাস্তার ছবি প্রদর্শন করুন এবং ৩টি প্রশ্ন করুন- উন্নয়নমূলক কাজটি কি দুর্যোগে টিকে থাকবে? এটি কি দুর্যোগ ঝুঁকি বাড়াবে? এটি কি দুর্যোগ ঝুঁকি কমাবে? এ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের উত্তরগুলো ফ্লিপ শীটে লিপিবদ্ধ করুন।
- এরপর বলুন, এ ধরণের উন্নয়নমূলক কাজগুলোর ক্ষেত্রে দুর্যোগের বিষয়টি বিবেচনা করে কাজ করাই হলো দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ;

ধাপ- ২: ঝুঁকিহ্রাসের কৌশলগত দিক — **২০ মিনিট**

- পোস্টার প্রদর্শন করে সহায়ক তথ্যের আলোকে ঝুঁকিহ্রাসের কৌশলগত দিকগুলো ব্যাখ্যা করুন।

ধাপ- ৩: ঝুঁকিহ্রাস মূলধারায় সম্পৃক্তকরণে ইউডিএমসি'র করণীয় — **১০ মিনিট**

- দুর্যোগকে মূলধারায় সম্পৃক্তকরণের ক্ষেত্রে ইউডিএমসির করণীয় কী প্রশ্নটি করে প্রথমে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা সংগ্রহের চেষ্টা করুন;
- এরপর ইউডিএমসি'র করণীয় লিখিত পোস্টার প্রদর্শন করে ইউডিএমসির করণীয়সমূহ ব্যাখ্যা করুন।

ধাপ- ৪: অধিবেশনের সারসংক্ষেপ নিরূপণ ও শিখন যাচাই	১০ মিনিট

- অধিবেশনের সারসংক্ষেপ করুন;
- আলোচ্য বিষয়ের উপর প্রশ্ন করে অংশগ্রহণকারীরা কি শিখেছে তা যাচাই করুন;
- অধিবেশনের শিক্ষাসমূহ সুনির্দিষ্ট করুন;
- এরপর সারাদিনের আলোচ্য বিষয় ও শিখনসমূহ পূনরায় স্মরণ করুন;
- সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

সহায়ক তথ্য - দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ

মূল বার্তা

- দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনায় যে কৌশলগত দিকগুলি বিবেচনা করা হয়, তা হল- ক) ঝুঁকি এড়ানো খ) ঝুঁকি কমানো ও গ) ঝুঁকি সহন।
- মূলধারায় ঝুঁকি সম্পৃক্তকরণের মূল চাহিদাগুলো হলো, পরিকল্পনা ও প্রক্রিয়া এমন হবে যার ফলে উন্নয়ন কার্যক্রম ক) দুর্যোগে টিকে থাকবে, খ) দুর্যোগ ঝুঁকি বাড়াবে না ও গ) দুর্যোগ ঝুঁকি কমাবে।

৫.১. দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস মূলধারায় সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্য

দুর্যোগ একটা আকস্মিক ক্ষতিকর ঘটনা, সাহায্য প্রবাহের মাধ্যমে দুর্যোগ পরবর্তীকালে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে হয়। তবে, চলমান জীবনযাত্রায় সব সময়ই দুর্যোগের ঝুঁকি বিদ্যমান। প্রাকৃতিক ও আর্থসামাজিক পরিবেশ আপদ ও বিপদাপন্নতা সৃষ্টি করে এবং এদের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে দুর্যোগ ঘটে। তাই, বিচ্ছিন্নভাবে ঘটমান দুর্যোগ মোকাবেলার পরিবর্তে নিরবিচ্ছিনভাবে ঝুঁকিগুলো দূর করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। এতে সম্ভাব্য আপদের উদ্ভব, বিকাশ ও প্রভাবের কার্যকারণ এবং জনগোষ্ঠির বিপদাপন্নতার নিয়ামকগুলো বিশ্লেষণ করা হয় আর জনগোষ্ঠির সক্ষমতা বাড়িয়ে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করা হয়। এটা উন্নয়নধারা ও জীবনযাত্রার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত একটা সার্বক্ষণিক প্রক্রিয়া।

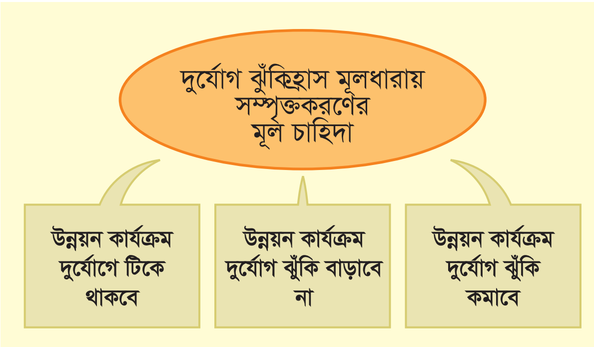

পরিবেশ ও ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যেই আপদের সম্ভাবনা নিহিত থাকে। জীবনযাত্রা ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার পর্যায় ও ব্যবস্থাপনা থেকে উদ্ভূত বিপদাপন্নতা দুর্যোগের সৃষ্টি করে। তাই বিপদাপন্নতার ধারণা উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সম্পৃক্ত করলে দুর্যোগ ঝুঁকি কমানো যায়। মূলধারায় সম্পৃক্তকরণের মূল চাহিদাগুলো হলো, পরিকল্পনা ও প্রক্রিয়া এমন হবে যার ফলে উন্নয়ন কার্যক্রম ক) দুর্যোগে টিকে থাকবে, খ) দুর্যোগ ঝুঁকি বাড়াবে না ও গ) দুর্যোগ ঝুঁকি কমাবে।

- দুর্যোগে টিকে থাকবে- উন্নয়ন কার্যক্রম বা প্রকল্পের সুফলসমূহ আপদের আঘাত সত্ত্বেও টিকে থাকবে, যেমন- সড়ক যোগাযোগ ভারি বর্ষণ হলেও চালু থাকবে, ধ্বসে পড়বে না; পানির উৎসগুলো বর্ষা মৌসুমে ও শুষ্ক মৌসুমে একইভাবে সচল থাকবে।
- দুর্যোগ ঝুঁকি বাড়াবে না- উন্নয়ন প্রকল্প দুর্যোগ ঝুঁকি বাড়াবেনা ও পরিবেশের ক্ষতি করবেনা, যেমন- ভৌতকাঠামো বা রাস্তাঘাট নির্মাণ জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করবেনা বা বন্যার কারণ হিসাবে দেখা দেবে না; ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম দুর্যোগে ভুক্তভোগী পরিবারের দুর্দশা বাড়াবেনা।
- দুর্যোগ ঝুঁকি কমাবে- উন্নয়ন প্রকল্প সামগ্রিকভাবে দুর্যোগ ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করবে, যেমন- ভৌত কাঠামো নির্মাণ এমন হবে যাতে আপদকালে জীবনহানি কমাতে সাহায্য করবে; চাষাবাদের প্রযুক্তি খরা বা অতিবর্ষণ মোকাবেলা করতে সাহায্য করবে।

৫.২. ঝুঁকিহ্রাসের কৌশলগত দিক

দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে যে কৌশলগত দিকগুলো বিবেচনা করা হয়, তা হল- ক) ঝুঁকি এড়ানো খ) ঝুঁকি কমানো ও গ) ঝুঁকি সহন। এগুলোর ভারসাম্য বজায় রেখে কোন এলাকা বা জনগোষ্ঠির জন্য দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা করলে তা ফলপ্রসূ হয়।

- **ঝুঁকি এড়ানো** - আপদ জনিত ক্ষতির আওতার বাইরে থাকার কৌশল হলো ঝুঁকি এড়ানো। এই কৌশলে আপদের মাত্রা কমে না; তবে আপদ জনিত ক্ষতির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। বিভিন্ন পর্যায়ে এই কৌশল ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন- পাহাড়ধ্বস বা ভূমিধ্বস থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য পাহাড়ের ঢালে বা ঢাল লাগোয়া পাদদেশে বাড়িঘর না করা। যোগাযোগের জন্য রাস্তা তৈরি করার সময় পাহাড়ধ্বস বা ভূমিধ্বস প্রবণ এলাকাগুলো এড়িয়ে যাওয়া।
- **ঝুঁকি কমানো** - এ ধরণের কাজের মাধ্যমে আপদের বিধ্বংসী ক্ষমতা কমানো হয়। সাধারণত এটি ভৌত কাঠামোগত কাজ হিসাবে ধরা হয়। যেমন- খুঁটির উপর মাচা করে বাসা বানিয়ে করে বন্যার প্রকোপ হতে রেহাই পাওয়া। তবে সামাজিক কাজকর্মও ঝুঁকি কমানোর জন্য করা যেতে পারে। যেমন- বসতভিটায় গাছ লাগিয়ে ঝড়ের আঘাত কমানো; টেকসই পদ্ধতিতে বনজ সম্পদ আহরণ করে বন-বেষ্টনী রক্ষা করা। জনগোষ্ঠিকে শিক্ষা ও বহুমুখি দক্ষতা অর্জন এবং এর মাধ্যমে প্রান্তিক পেশা পরিহার করতে সাহায্য করা।
- **ঝুঁকি সহন** - এই কৌশলের মাধ্যমে আপদের তীব্রতা কমানো বা এর প্রভাব বলয়ের বাইরে যাওয়া ছাড়াই স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নিশ্চিত করা হয়। এটি মূলত অবশিষ্ট ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কাজগুলো নির্দেশ করে। যেমন- ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কবার্তা পেলে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়া বা ভারি বর্ষনের সম্ভাবনা দেখা দিলে পাহাড়ের পাদদেশের ঘর ছেড়ে অন্য কোন নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়া। এ ছাড়াও প্রস্তুতি মূলক কাজ হিসাবে অস্থায়ী আশ্রয়ের ব্যবস্থা রাখা এবং জনগোষ্ঠিতে খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য আপদকালীন খাদ্য ভান্ডার গড়ে তোলা।

৫.৩. দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস মূলধারায় সম্পৃক্তকরণে ইউডিএমসি'র করণীয়

এ বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাজের যেগুলো জরুরি তা হলো-

- কৌশলগতভাবে ঝুঁকি এড়ানো, ঝুঁকি কমানো ও ঝুঁকি সহনের কাজগুলোর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা।
- ইউনিয়নের উন্নয়ন কার্যক্রমগুলো দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে কী ধরণের ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রভাব রাখছে তা নিয়মিত পর্যালোচনা করা।
- উন্নয়ন কার্যক্রমের ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে জনগোষ্ঠিকে তথ্য দেওয়া ও তাদের মতামত নেওয়া।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রমগুলোতে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা নেওয়া।
- দুর্যোগ ঝুঁকি ও ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ে জনগোষ্ঠির জ্ঞান ও সচেতনতা বাড়ানোর জন্য পরিকল্পনা করা।

পূর্ব দিনের কার্যক্রম পর্যালোচনা

উদ্দেশ্য: এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা

- পূর্ব দিনের আলোচ্য বিষয় ও শিখনসমূহ স্মরণ করতে পারবেন;
- কোন অস্পষ্টতা থাকলে তা দূর করতে পারবেন।

মোট সময়: ৩০ মিনিট

ধাপ	আলোচ্য বিষয়	পদ্ধতি	উপকরণ	সময়
০১	পূর্ব দিনের আলোচ্য বিষয় পর্যলোচনা	বল নিক্ষেপ ও আালোচনা	টেনিস বল, ফ্লিপ শীট ও মার্কার	২৫ মিনিট
০২	আলোচ্য বিষয়ের সারসংক্ষেপ ও শিখন যাচাই	আলোচনা	বোর্ড, মার্কার	০৫ মিনিট

পরিচালনা প্রক্রিয়া

ধাপ- ১: পূর্ব দিনের আলোচ্য বিষয় পর্যলোচনা — **২৫ মিনিট**

- দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে সকলকে স্বাগত জানান;
- যে কোন একজন অংশগ্রহণকারীর উদ্দেশ্যে বল ছুড়ে দিন এবং তাকে পূর্ব দিনের আলোচ্য বিষয় থেকে যে কোন একটি বিষয় ও শিখন বলতে বলুন;
- বলা শেষ হলে অথবা যদি সে সঠিকভাবে বলতে না পারে তা'হলে অন্য কাউকে বলতে বলুন এবং প্রয়োজনে ধারণা স্পষ্ট করতে সহায়তা করুন;
- এরপর বলটি আর একজনের দিকে তাকিয়ে ছুড়ে দিতে বলুন এবং অনুরুপভাবে বলতে বলুন;
- এভাবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রক্রিয়াটি শেষ করুন;
- কোন অস্পষ্টতা থাকলে তা দূর করতে সহায়তা করুন।

ধাপ- ২: আলোচ্য বিষয়ের সারসংক্ষেপ ও শিখন যাচাই — **৫ মিনিট**

- আলোচ্য বিষয়ের সার সংক্ষেপ করুন;
- সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

মডিউল ৩

ক্ষতি লাঘবে সতর্কীকরণ

শিখন উদ্দেশ্য

এই মডিউল শেষে অংশগ্রহণকারীগণ সতর্কবার্তা প্রচার এবং স্থানান্তর ও অস্থায়ী আশ্রয় ব্যবস্থাপনা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শিখন অধিবেশন

মডিউল ৩ এ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে

অধিবেশন ৬: সতর্কবার্তা প্রচার

- ৬.১. আবহাওয়া পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ
- ৬.২. বাংলাদেশে সতর্কবার্তা ব্যবস্থাপনা
  - ৬.২.১. ঘূর্ণিঝড় সতর্কবার্তা
  - ৬.২.২. বন্যা পূর্বাভাস
  - ৬.২.৩. পাহাড়ধ্বস বা ভূমিধ্বস সতর্কীকরণ
- ৬.৩. সতর্কবার্তা প্রচারে ইউডিএমসি'র করণীয়

অধিবেশন ৭: স্থানান্তর ও অস্থায়ী আশ্রয়

- ৭.১. স্থানান্তর ও অস্থায়ী আশ্রয় ব্যবস্থা
- ৭.২. স্থানান্তরের বিবেচ্য বিষয়
  - ৭.২.১. স্থানান্তর বিষয়ে সময়মত তথ্য প্রদান
  - ৭.২.২. স্থানান্তরকালে জনগোষ্ঠির বৈচিত্র্য বিবেচনা
  - ৭.২.৩. অস্থায়ী আশ্রয় ব্যবস্থাপনা
- ৭.৩. স্থানান্তর বিষয়ে ইউডিএমসি'র করণীয়

অধিবেশন- ০৬: সতর্কবার্তা প্রচার

উদ্দেশ্য: এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা নিম্নোক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে ও বলতে পারবে;

- আবহাওয়া পূর্বাভাস ও পূর্বসতর্কীকরণ
- বাংলাদেশে সতর্কবার্তা ব্যবস্থাপনা
- সতর্কবার্তা প্রচারে ইউডিএমসি'র করণীয়

মোট সময়: ৬০ মিনিট

ধাপ	আলোচ্য বিষয়	পদ্ধতি	উপকরণ	সময়
০১	আবহাওয়া পূর্বাভাস ও পূর্বসতর্কীকরণ	প্রশ্ন,উত্তর ও আলোচনা	মার্কার, ফ্লিপ শীট,	১০ মিনিট
০২	বাংলাদেশে সতর্কবার্তা ব্যবস্থাপনা - ঘূর্ণিঝড় সতর্কবার্তা - বন্যা পূর্বাভাস - ভূমিধ্বস সতর্কীকরণ	অভিজ্ঞতা বর্ণনা, প্রদর্শন ও আলোচনা	বাংলাদেশে সতর্কবার্তা ব্যবস্থাপনা - ঘূর্ণিঝড় সতর্কবার্তা - বন্যা পূর্বাভাস - পাহাড়ধ্বস বা ভূমিধ্বস সতর্কীকরণ লিখিত পোস্টার	৩০ মিনিট
০৩	সতর্কবার্তা প্রচারে ইউডিএমসির করণীয়	প্রশ্ন-উত্তর, প্রদর্শন ও আলোচনা	করণীয় লিখিত পোস্টার, ফ্লিপ শীট, মার্কার	১৫ মিনিট
০৪	অধিবেশনের সারসংক্ষেপ ও শিখন যাচাই	প্রশ্ন উত্তর, আলোচনা	বোর্ড, মার্কার	৫ মিনিট

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া

ধাপ- ১: আবহাওয়া পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ	১০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের অধিবেশনে স্বাগত জানান এবং আগের আলোচনার সূত্র ধরে সংক্ষেপে অধিবেশনের উদ্দেশ্য বলুন;
- আবহাওয়া পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বলতে কী বোঝায় সে সম্পর্কে প্রশ্ন করে অংশগ্রহণকারীদের মতামত জানুন;
- মতামত গ্রহণ শেষে এ বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা স্পষ্ট করুন।

ধাপ-২: বাংলাদেশে সতর্কবার্তা ব্যবস্থাপনা- ঘূর্ণিঝড় সতর্কবার্তা, বন্যা পূর্বাভাস ও ভূমিধ্বস সতর্কীকরণ	৩০ মিনিট

- ২/৩ অভিজ্ঞ অংশগ্রহণকারীকে ডেকে বাংলাদেশের চলমান ঘূর্ণিঝড় সতর্কবার্তা, বন্যা পূর্বাভাস ও ভূমিধ্বস সতর্কীকরণ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানতে চান;
- অংশগ্রহণকারীদের মতামত মনোযোগ দিয়ে শুনুন ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো পোস্টারে লিখুন;
- এরপর, ঘূর্ণিঝড় সতর্কবার্তা, বন্যা পূর্বাভাস ও পাহাড়ধ্বস বা ভূমিধ্বস সতর্কীকরণ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পোস্টার প্রদর্শন করে পর্যায়ক্রমে ঘূর্ণিঝড় সতর্কবার্তা, বন্যা পূর্বাভাস ও পাহাড়ধ্বস বা ভূমিধ্বস সতর্কীকরণ বার্তা ব্যবস্থাপনাসমূহ ব্যাখ্যা করুন;

ধাপ- ৩: সতর্কবার্তা প্রচারে ইউডিএমসির করণীয়	১৫ মিনিট

- সতর্কবার্তা প্রচারে ইউডিএমসি'র করণীয় কী প্রশ্নটি করে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে ১টি করণীয় বলতে বলুন অংশগ্রহণকারীদের বলা করণীয়গুলো লিখুন;
- এরপর ইউডিএমসি'র করণীয় লিখিত পোস্টার প্রদর্শন করে অংশগ্রহণকারীদের প্রদত্ত ধারণার সাথে মিলিয়ে নিন;
- নতুন কোন পয়েন্ট যা অংশগ্রহণকারীদের দিক থেকে আসেনি তা আলোচনা করুন

ধাপ- ৪: অধিবেশনের সারসংক্ষেপ নিরূপণ ও শিখন যাচাই	৫ মিনিট

- অধিবেশনের সারসংক্ষেপ করুন;
- আলোচ্য বিষয়ের উপর প্রশ্ন করে অংশগ্রহণকারীরা কি শিখেছে তা যাচাই করুন;
- অধিবেশনের শিক্ষাসমূহ সুনির্দিষ্ট করুন;
- সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন ।

সহায়ক তথ্য - সতর্কবার্তা প্রচার

মূল বার্তা

- দুর্যোগ সতর্কীকরণে চারটি উপাদান রয়েছে, এগুলো হলো ঝুঁকি সম্পর্কিত তথ্য, সতর্কীকরণ সেবা, সতর্ক বার্তা প্রচার, সাড়াদান সক্ষমতা।
- ১নং থেকে ১০নং সংকেতের মাধ্যমে আসন্ন ঝড়ের সম্ভাব্য তীব্রতা, অবস্থান ও গতিপথ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়।
- এফএফডাব্লউসি প্রতিদিন পূর্ব প্রতিষ্ঠিত বিপদসীমার তুলনায় ৯০টি স্থানে নদীর পানির উচ্চতা বৃদ্ধি বা হ্রাস সম্পর্কে এক থেকে তিন দিনের আগাম তথ্য প্রচার করে।
- সিডিএমপি ২ এর মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় পরীক্ষামূলকভাবে প্রতিষ্ঠিত পাহাড়ধ্বস সতর্কীকরণের ব্যবস্থায় বলা হয়েছে যে, ২৪ ঘণ্টায় ১০১ - ২০০ মিমি বৃষ্টিপাত হলে নিরাপদ স্থানে সরে যেতে হবে।

৬.১. আবহাওয়া ও সতর্কীকরণ

একটি নির্দিষ্ট এলাকার আবহাওয়ার উপাদানগুলো পর্যবেক্ষণ করে মেঘ, বৃষ্টি, বায়ুপ্রবাহ ও তাপমাত্রা প্রভৃতি সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা হলো আবহাওয়া পূর্বাভাস। বিভিন্ন প্রয়োজনে আবহাওয়া পূর্বাভাস জরুরি। তবে এর মূল উদ্দেশ্য হলো জীবন ও সম্পদের সুরক্ষা। আবহাওয়া পূর্বাভাসে ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির সম্ভাবনা দেখা দিলে সতর্কবার্তা দেওয়া হয়। সতর্কবার্তা হলো ব্যক্তি, পরিবার বা জনগোষ্ঠিকে সম্ভাব্য ঝুঁকি ও এ বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে আগাম জানানোর জন্য তথ্য সরবরাহ করা। এর উদ্দেশ্য হলো-

- আসন্ন ঝুঁকির ধরণ ও তার সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে জানানো;
- আসন্ন ঝুঁকি মোকাবেলা করার জন্য পরামর্শ প্রদান; এবং
- আসন্ন ঝুঁকি পরিস্থিতিতে করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান।

সতর্কবার্তা কার্যকর করতে হলে এই ব্যবস্থা সর্বস্তরের লোকজনকে একসূত্রে যুক্ত করতে হবে। এদের মধ্যে রয়েছে বিশেষজ্ঞ, জনপ্রশাসন ও স্থানীয় জনগোষ্ঠি।

৬.২. বাংলাদেশে সতর্কবার্তা ব্যবস্থাপনা

৬.২.১. ঘূর্ণিঝড় সতর্কবার্তা

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এই সতর্কবার্তা জারি করে। এই ব্যবস্থায় বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপ ও তার বিকাশ, বিস্তার ও গতিপথ নিরবিচ্ছিন্নভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং এর সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে নিয়মিত আগাম তথ্য প্রচার করা হয়। ১নং থেকে ১০নং সংকেতের মাধ্যমে আসন্ন ঝড়ের সম্ভাব্য তীব্রতা, অবস্থান ও গতিপথ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়। রেডিও, টেলিভিশন ও অন্যান্য অনুরূপ মাধ্যমে এই সংকেত প্রচার করা হয়।

- **১ নং দূরবর্তী সতর্ক সংকেত-** বন্দর থেকে দূরে গভীর সমুদ্রে ঝড়ো হাওয়া বইছে যা ঝড়ে রূপ নিতে পারে যেখানে বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ৬১ কিমি হতে পারে।
- **২ নং দূরবর্তী হুঁশিয়ারী সংকেত-** বন্দর থেকে দূরে গভীর সমুদ্রে একটি ঝড় সৃষ্টি হয়েছে সেখানে বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ৬২-৮৮ কিমি।
- **৩ নং স্থানীয় সতর্ক সংকেত-** বন্দর এলাকায় ঝড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যেখানে বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ৪০-৫০ কিমি হতে পারে।
- **৪ নং স্থানীয় সতর্ক সংকেত-** বন্দর এলাকায় হাল্কা ঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে যেখানে বাতাসের সম্ভাব্য গতিবেগ ঘন্টায় ৫১-৬১ কিমি।
- **৫ নং বিপদ সংকেত- বন্দর** এলাকার দক্ষিণ দিয়ে মাঝারি তীব্রতর ঝড় বয়ে যেতে পারে (বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ৬২-৮৮ কিমি)।
- **৬ নং বিপদ সংকেত-** বন্দর এলাকার উত্তর দিয়ে মাঝারি তীব্রতর ঝড় বয়ে যেতে পারে (বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ৬২-৮৮ কিমি)।
- **৭ নং বিপদ সংকেত-** বন্দর এলাকার উপর দিয়ে মাঝারি তীব্রতর ঝড় বয়ে যেতে পারে (বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ৬২-৮৮ কিমি)।
- **৮ নং মহাবিপদ সংকেত-** বন্দর এলাকার দক্ষিণ দিয়ে প্রচন্ড ঝড় বয়ে যেতে পারে (বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ৮৯ কিমি বা তার উর্ধ্বে)।
- **৯নং মহাবিপদ সংকেত-** বন্দর এলাকার উত্তর দিয়ে প্রচন্ড ঝড় বয়ে যেতে পারে (বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ৮৯ কিমি বা তার উর্ধ্বে)।
- **১০নং মহাবিপদ সংকেত-** বন্দর এলাকার উপর দিয়ে প্রচন্ড ঝড় বয়ে যেতে পারে (বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ৮৯ কিমি বা তার উর্ধ্বে)।
- **১১ নং যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন সংকেত-** এটি দিয়ে জানানো হয় যে, আবহাওয়া কেন্দ্রের সাথে সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

পতাকার মাধ্যমে সতর্ক বার্তা প্রচার - উপকূল এলাকায় পতাকার মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠিকে ঘূর্ণিঝড়ের সংকেত জানানো হয়।

- ১ পতাকা- ১নং থেকে ৩নং সংকেত। এসময়ে জনগোষ্ঠির করণীয়, আবহাওয়ার গতিবিধি লক্ষ্য করা ও নিয়মিত আবহাওয়া বার্তা শোনা।
- ২ পতাকা- ৪নং থেকে ৭নং সংকেত। এসময়ে জনগোষ্ঠির করণীয়, নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া।
- ৩ পতাকা- ৮নং থেকে ১০নং সংকেত। এসময়ে জনগোষ্ঠির করণীয়, নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাওয়া।

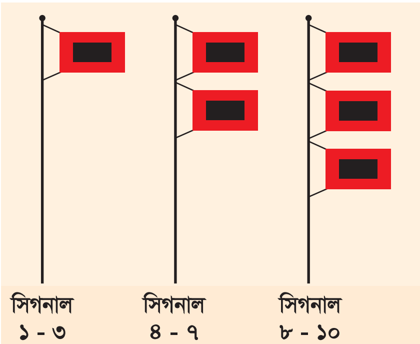

রেডিও ও টেলিভিশনে সাধারণভাবে প্রচার ছাড়াও, সুনির্দিষ্ট জনগোষ্ঠিতে প্রচারের জন্য আবহাওয়া দপ্তর জেলা প্রশাসক ও জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি বরাবর সতর্কবার্তা পাঠায়। জেলা কর্তৃপক্ষ উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে এই বার্তা পাঠায়। আর উপজেলা কর্তৃপক্ষ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে এই সতর্কবার্তা পাঠায়।

৬.২.২. বন্যা পূর্বাভাস

ফ্লাড ফোরকাস্টিং এ্যান্ড ওয়ার্নিং সেন্টার (এফএফডাব্লউসি) বর্ষা মৌসুমে নিয়মিতভাবে দেশের ৯০টি স্থানে প্রতিদিন নদীর পানির উচ্চতা পরিমাপ করে এবং আবহাওয়া দপ্তর প্রচারিত তথ্য ও উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত চিত্র বিশ্লেষণ করে। এর ভিত্তিতে এফএফডাব্লউসি প্রতিদিন পূর্ব প্রতিষ্ঠিত বিপদসীমার তুলনায় ৯০টি স্থানের নদীর পানির উচ্চতা বৃদ্ধি বা হ্রাস সম্পর্কে এক থেকে তিন দিনের আগাম তথ্য প্রচার করে।

এফএফডাব্লউসি ওয়েব সাইটের মাধ্যমে বন্যা পূর্বাভাস প্রকাশ করে; এবং ই-মেইল ও ফ্যাক্স এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর, সকল জেলা প্রশাসকের অফিস ও তালিকাভুক্ত এনজিও বরাবর পাঠায়। উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি জেলা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এই পূর্বাভাস পায় এবং ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে পাঠায়। তবে তালিকাভুক্ত হলে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এফএফডাব্লউসি'র কাছ থেকে সরাসরি ই-মেইলে পূর্বাভাস পেতে পারে।

৬.২.৩. পাহাড়ধ্বস বা ভূমিধ্বস সতর্কবার্তা

পাহাড়ধ্বস বা ভূমিধ্বসের কোন বিধিবদ্ধ সতর্কবার্তা প্রচার করা হয় না। তবে সিডিএমপি ২ এর মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় পরীক্ষামূলকভাবে পাহাড়ধ্বস বা ভূমিধ্বসে সতর্কীকরণের ব্যবস্থা করার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে নিয়মিত বৃষ্টিপাতের পরিমাপ পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আরও বলা হয়েছে যে,

- ২৪ ঘণ্টায় ৭৫ মিমি বৃষ্টিপাত হলে সতর্ক হতে হবে;
- ২৪ ঘণ্টায় ৭৬ - ১০০ মিমি বৃষ্টিপাত হলে স্থানান্তরের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে;
- ২৪ ঘণ্টায় ১০১ - ২০০ মিমি বৃষ্টিপাত হলে নিরাপদ স্থানে সরে যেতে হবে।

"বৃষ্টিপাত পরিমাপক পাত্র" ব্যবহার করে কমিউনিটি ভিত্তিক পাহাড়ধ্বস বা ভূমিধ্বস সতর্কবার্তা

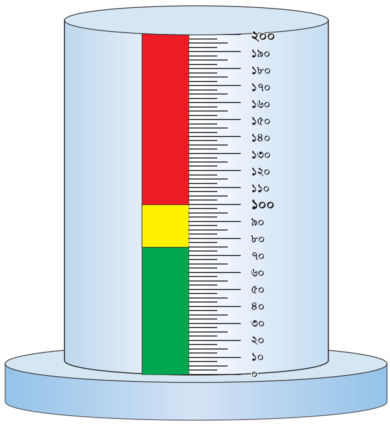

২৪ ঘন্টায় ১০১ - ২০০ মিমি বৃষ্টিপাত ও চলমান	নিরাপদ স্থানে গমন করুন
২৪ ঘন্টায় ৭৬ - ১০০ মিমি বৃষ্টিপাত ও চলমান	নিরাপদ স্থানে যাবার প্রস্তুতি গ্রহণ করুন
২৪ ঘন্টায় ৭৫ মিমি বৃষ্টিপাত ও চলমান	সতর্ক থাকুন

মূলত ভারি বর্ষণের কারণে পাহাড়ধ্বস বা ভূমিধ্বস দেখা দেয়। তাই এলাকায় ভারি বর্ষণ শুরু হলে স্থানীয়ভাবে জনগোষ্ঠিকে সতর্ক করা হয়। এ বিষয়ে ইউডিএমসি স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে ইউনিয়নের নয়টি ওয়ার্ডে বর্ষা মৌসুমে নিয়মিত বৃষ্টিপাতের পরিমাপ নিতে পারে। আর এর ভিত্তিতে প্রয়োজন হলে স্থানীয়ভাবে সতর্কবার্তা জারি করতে পারে।

৬.৩. সতর্কবার্তা প্রচারে ইউডিএমসি'র করণীয়

সতর্কবার্তা বিষয়ে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো হল-

- ইউডিএমসি স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে ইউনিয়নের নয়টি ওয়ার্ডে বর্ষা মৌসুমে নিয়মিত বৃষ্টিপাতের পরিমাপ নিতে পারে। আর এর ভিত্তিতে স্থানীয়ভাবে সতর্কবার্তা জারি করতে পারে।

- সতর্কবার্তা চেইনের সকল অংশে, অর্থাৎ বার্তা পাওয়া ও তা জনগোষ্ঠিতে প্রচার করার মধ্যে যতগুলো ধাপ আছে সবগুলিতে সংযোগ স্থাপন করা।
- সতর্কবার্তা প্রচারের জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবী ও প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রস্তুত রাখা।
- সময়মত জনগোষ্ঠিতে নারী, পুরুষ, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নির্বিশেষে সবার কাছে সতর্কবার্তা পৌঁছে দেওয়া।
- সতর্কবার্তা পেয়ে জনগোষ্ঠি যাতে সঠিকভাবে সাড়া দিতে পারে সেজন্য জনশিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা।

অধিবেশন- ০৭: স্থানান্তর ও অস্থায়ী আশ্রয়

উদ্দেশ্য: এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা নিম্নোক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে ও বলতে পারবে;

- স্থানান্তর ও অস্থায়ী আশ্রয় ব্যবস্থা
- স্থানান্তরের বিবেচ্য বিষয়
- স্থানান্তর বিষয়ে ইউডিএমসি'র করণীয়

মোট সময়: ৬০ মিনিট

ধাপ	আলোচ্য বিষয়	পদ্ধতি	উপকরণ	সময়
০১	স্থানান্তর ও অস্থায়ী আশ্রয় ব্যবস্থা	ছবি/ ভিডিও প্রদর্শন ও আলোচনা	স্থানান্তর ও অস্থায়ী আশ্রয় ব্যবস্থার ছবি/ ভিডিও, মার্কার, ফ্লিপ শীট	২০ মিনিট
০২	স্থানান্তরের বিবেচ্য বিষয় - স্থানান্তর বিষয়ে সময়মত তথ্য প্রদান - স্থানান্তরকালে জনগোষ্ঠির বৈচিত্র্য বিবেচনা - অস্থায়ী আশ্রয় ব্যবস্থাপনা	ছোট দলে কাজ, প্রদর্শন ও আলোচনা	স্থানান্তরের বিবেচ্য বিষয় লিখিত পোস্টার, ফ্লিপ শীট, মার্কার	২০ মিনিট
০৩	স্থানান্তর বিষয়ে ইউডিএমসি'র করণীয়	প্রশ্ন-উত্তর, প্রদর্শন ও আলোচনা	করণীয় লিখিত পোস্টার, ফ্লিপ শীট, মার্কার	১৫ মিনিট
০৪	অধিবেশনের সারসংক্ষেপ ও শিখন যাচাই	প্রশ্ন উত্তর,	বোর্ড, মার্কার	৫ মিনিট

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া

ধাপ- ১: স্থানান্তর ও অস্থায়ী আশ্রয় ব্যবস্থা	২০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের অধিবেশনে স্বাগত জানান এবং আগের আলোচনার সূত্রধরে সংক্ষেপে অধিবেশনের উদ্দেশ্য বলুন;
- স্থানান্তর ও আশ্রয় ব্যবস্থার ছবি/ ভিডিও প্রদর্শন করে প্রথমে অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চান ছবিগুলো/ ভিডিও থেকে তারা কী বুঝতে পারছে;
- অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া না গেলে আলোচনা করে ছবিগুলো/ ভিডিওকে স্থানান্তর ও আশ্রয় ব্যবস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করুন;
- স্থানান্তর ও আশ্রয় ব্যবস্থা ধারণা স্পষ্ট হলে এর গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করুন।

ধাপ- ২: স্থানান্তরের বিবেচ্য বিষয়-স্থানান্তর বিষয়ে সময়মত তথ্য প্রদান, স্থানান্তরকালে জনগোষ্ঠির বৈচিত্র্য বিবেচনা, অস্থায়ী আশ্রয় ব্যবস্থাপনা	২০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের তিনটি দলে ভাগ করুন এবং প্রথম দলকে স্থানান্তর বিষয়ে সময়মত তথ্য প্রদান, দ্বিতীয় দলকে স্থানান্তরকালে জনগোষ্ঠির বৈচিত্র্য বিবেচনা এবং তৃতীয় দলকে অস্থায়ী আশ্রয় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়গুলো কী কী তা নিরূপণ করতে বলুন;

- দলীয় কজের জন্য সময় ও স্থান নির্ধারণ করে দিন;
- কাজ চলাকালে দলের কাজগুলোর দিকে খেয়াল রাখুন এবং কাজগুলো সঠিকভাবে করতে প্রয়োজনে সহায়তা করুন;
- দলীয় কাজ শেষে সেগুলো একে একে প্রদর্শনের আহবান জানান, দলীয় কাজের উপর আলোচনার সুযোগ দিন;
- এরপর স্থানান্তর বিষয়ে সময়মত তথ্য প্রদান, স্থানান্তরকালে জনগোষ্ঠির বৈচিত্র্য বিবেচনা, অস্থায়ী আশ্রয় ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পোস্টার প্রদর্শন করুন এবং সহায়ক তথ্যের আলোকে দলীয় কাজ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সাথে মেলান;
- দলীয় কাজের সারসংক্ষেপ করুন।

ধাপ- ৩ঃ স্থানান্তর বিষয়ে ইউডিএমসি'র করণীয়	**১৫ মিনিট**

- স্থানান্তরের ক্ষেত্রে ইউডিএমসির করণীয় কী প্রশ্নটি করে প্রথমে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা সংগ্রহের চেষ্টা করুন;
- এরপর ইউডিএমসি'র করণীয় লিখিত পোস্টার প্রদর্শন করে ইউডিএমসির করণীয়সমূহ ব্যাখ্যা করুন।

ধাপ- ৪ঃ অধিবেশনের সারসংক্ষেপ নিরূপণ ও শিখন যাচাই	**৫ মিনিট**

- অধিবেশনের সারসংক্ষেপ করুন;
- আলোচ্য বিষয়ের উপর প্রশ্ন করে অংশগ্রহণকারীরা কি শিখেছে তা যাচাই করুন;
- অধিবেশনের শিক্ষাসমূহ সুনির্দিষ্ট করুন;
- সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

সহায়ক তথ্য - স্থানান্তর ও অস্থায়ী আশ্রয়

মূল বার্তা

- স্থানান্তরের জন্য স্থানীয়ভাবে বিস্তারিত তথ্য জানানো জরুরি, যেমন- কারা এই বিপদের মধ্যে রয়েছে এবং কখন, কিভাবে ও কোথায় পরিবারগুলিকে সরে যেতে হবে।
- স্থানান্তরের জন্য নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা থাকা খুবই জরুরি; পূর্ব প্রস্তুতির অংশ হিসাবে এই আশ্রয়গুলি নির্দিষ্ট করতে হয় এবং সতর্কবার্তা জারি হওয়ার সাথে সাথে চালু করতে হয়।
- স্থানান্তরকালে নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হয়, কারণ অন্যদের তুলনায় এদের বিপদাপন্নতা বেশি।

৭.১. স্থানান্তর ও অস্থায়ী আশ্রয় ব্যবস্থা

বড় ধরণের দুর্যোগের আশংকা দেখা দিলে উপদ্রুত এলাকা থেকে লোকজনকে নিরাপদ স্থানে সরে যেতে হয়। যেমন- ঘূর্ণিঝড় আসন্ন হলে স্থানীয় জনগোষ্ঠিকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যেতে হয়। ভারি বর্ষণের আশংকা দেখা দিলে পাহাড়ধ্বস বা ভূমিধ্বস প্রবণ এলাকার লোকজনকে নিরাপদ এলাকায় সরে যেতে হয়।

প্রাতিষ্ঠানিক সার্বিক স্থানান্তর ব্যবস্থা এখনো বাংলাদেশে গড়ে উঠেনি। সতর্কবার্তা জারি হলে লোকজন নিজ দায়িত্বে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। পরিবারগুলো তাৎক্ষণিকভাবে ঠিক করে কখন তারা নিজের বাড়ি ছেড়ে যাবে ও কোথায় গিয়ে আশ্রয় নেবে। পাহাড়ধ্বস বা ভূমিধ্বসের আশংকা থাকলে কোথায় নিরাপদ আশ্রয় পাওয়া যাবে তা অনেকেই জানতে পারে না। ফলে তারা নিরাপদ স্থানে সরে যেতে পারে না।

৭.২. স্থানান্তরের বিবেচ্য বিষয়

৭.২.১. স্থানান্তর বিষয়ে সময়মত তথ্য প্রদান

অপসারণের জন্য স্থানীয়ভাবে বিস্তারিত তথ্য জানানো জরুরি, যেমন- কারা এই বিপদের মধ্যে রয়েছে এবং কখন, কিভাবে ও কোথায় পরিবারগুলোকে সরে যেতে হবে। অপসারণের কাজে কী ধরণের সহায়তার ব্যবস্থা করা হয়েছে, কার মাধ্যমে ও কিভাবে পরিবারগুলো এই সহায়তা পাবে, এসব বিষয়ও জানানো দরকার। বিশেষ করে, নিরাপদ আশ্রয়গুলো কোথায়, কোন পরিবারগুলো কোন আশ্রয়কেন্দ্রে যাবে, কোন পথ দিয়ে সেখানে যেতে হবে এবং আশ্রয়কেন্দ্রে কী ধরণের সুযোগ সুবিধা আছে তাও জানা দরকার। এসব তথ্য ঝুঁকিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে সময়মত জানাতে হবে। এতে লোকজনের উদ্বেগ কম হবে ও শৃঙ্খলার সাথে স্থানান্তর করা সম্ভব হবে।

৭.২.২. স্থানান্তরকালে জনগোষ্ঠির বৈচিত্র্য বিবেচনা

স্থানান্তর নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হয়, কারণ-

- সামাজিকভাবে এদের বিপদাপন্নতা অন্যদের তুলনায় বেশি; তাই নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে স্থানান্তর কাজ চালানো উচিত।
- এদের চাহিদাও থাকে ভিন্ন; যেমন- শিশুকে কখনই তার পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবেনা বা নারীর ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনগুলো মেটানোর চেষ্টা করতে হবে।
- নারী সব সময়ই যৌন হয়রানির ঝুঁকিতে থাকে, দুর্যোগকালে এই ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যায়; তাই স্থানান্তরকালে নারীর মর্যাদা রক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা বিশেষ জরুরি।

৭.২.৩. অস্থায়ী আশ্রয় ব্যবস্থাপনা

অপসারণের জন্য নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা থাকা খুবই জরুরি। পূর্ব প্রস্তুতির অংশ হিসাবে এই আশ্রয়গুলি নির্দিষ্ট করতে হবে এবং সতর্কবার্তা জারি হওয়ার সাথে সাথে চালু করতে হবে। এই নিরাপদ অস্থায়ী আশ্রয় ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হলো-

- **দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিচালিত-** পূর্ব প্রস্তুতির অংশ হিসাবে অস্থায়ী আশ্রয় ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, আর এর ব্যবস্থাপনায় থাকবে নির্দিষ্টভাবে দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ। পরিচালনা ও সেবা দানের জন্য সকল কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবী নিযুক্ত করা হবে তাদের সকলকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যথাযথভাবে দক্ষ করে তুলতে হবে। এছাড়াও, কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীর জন্য আচরণবিধি থাকতে হবে।
- **পরিবারের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় জায়গা-** ঝুঁকিগ্রস্ত সকল পরিবারের স্থান সংকুলানের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ জায়গার ব্যবস্থা করা জরুরি যাতে প্রত্যেকেই নিজ নিজ পরিবারের সাথে বাস করতে পারে। আর আশ্রয়গুলো এমন হওয়া উচিত যাতে পরিবারগুলো রোদ-বৃষ্টি-ঝড় থেকে নিরাপদ থাকতে পারে এবং নিজেদের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা বজায় রাখতে পারে।
- **নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা-** আশ্রয় এলাকায় নিরাপদ পানির উৎস থাকতে হবে। পানি সরবরাহ ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যাতে পানি আনার জন্য নারীকে বেশি সময় ব্যয় না করতে হয় বা অনেকদূর যেতে না হয়। এছাড়া, প্রতি পরিবারের জন্য নিজস্ব গোসলখানা ও ল্যাট্রিন দরকার।

পরিবারের নিজস্ব গোসলখানা ও ল্যাট্রিন সম্ভব না হয়ে, নারী ও পুরুষের জন্য এমনভাবে আলাদা ব্যবস্থা করতে হবে যাতে নারী গোসলখানা ও ল্যাট্রিন ব্যবহার কালে মর্যাদা ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে পারে।

- **নারী ও শিশুর সুরক্ষা-** নারী ও শিশু এমনিতেই নির্যাতন ও যৌন হয়রানির ঝুঁকিতে থাকে। দুর্যোগকালে ও নতুন জায়গায় তাদের এই ঝুঁকি আরও বেড়ে যায়। অস্থায়ী আশ্রয় এলাকায় নারী ও শিশুর সুরক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি।
- **সেবাসমূহে প্রবেশগম্যতা-** অস্থায়ী আশ্রয় এমন জায়গায় স্থাপন করা উচিত যতে এখানে বসবাসকারি পরিবারগুলো প্রয়োজন হলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেতে পারে শিশুদের স্কুলে পাঠাতে পারে, হাটবাজার করতে পারে এবং আয়রোজগারের কাজে যেতে পারে।

৭.৩. স্থানান্তর বিষয়ে ইউডিএমসি'র করণীয়

ইউডিএমসি'র স্থানান্তর ও অস্থায়ী আশ্রয় সম্পর্কিত কাজগুলির মধ্যে রয়েছে-

- ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে লোকজনকে নিরাপদ এলাকায় সরিয়ে নেওয়ার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবী দলকে কাজে লাগানো এবং এর তদারকি করা।
- স্থানীয় এনজিও ও অন্য সংস্থার সহায়তায় অস্থায়ী আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা এবং এর তদারক করা।
- স্বাভাবিক সময়ে সম্ভাব্য আশ্রয় নির্মাণের স্থানগুলো চিহ্নিত করা এবং দুর্যোগের আগেই এখানে পানি ও স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করে রাখা।
- প্রয়োজনের সময় যাতে স্বেচ্ছাসেবী দল ও বিশেষায়িত বাহিনীকে কাজের জন্য পাওয়া যায় সেই জন্য স্বাভাবিক সময়ে এদের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করা।

মডিউল ৪
দুর্দশা লাঘব ও ক্ষতিপূরণে সহায়তা

শিখন উদ্দেশ্য

এই মডিউল শেষে অংশগ্রহণকারীগণ সন্ধান ও উদ্ধার, জরুরি সাড়াদানে চাহিদা নিরূপণ এবং মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শিখন অধিবেশন

মডিউল ৪ এ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে

অধিবেশন ৮: জীবন বাঁচাতে সন্ধান ও উদ্ধার

- ৮.১. সন্ধান ও উদ্ধার ব্যবস্থাপনা
- ৮.২. সন্ধান ও উদ্ধার কাজে বিবেচ্য বিষয়
  - ৮.২.১. শৃঙ্খলা ও দক্ষতা
  - ৮.২.২. জরুরি চিকিৎসাসেবা
- ৮.৩ সন্ধান ও উদ্ধার কাজে ইউডিএমসি'র করণীয়

অধিবেশন ৯: জরুরি সাড়াদানে চাহিদা নিরূপণ

- ৯.১. ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণের প্রয়োজনীয়তা
- ৯.২. ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ পদ্ধতি
  - ৯.২.১. আনুমানিক ক্ষয়ক্ষতি ও জরুরি চাহিদা নিরূপণ
  - ৯.২.২. খাতভিত্তিক লোকসান ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ
- ৯.৩. চাহিদা নিরূপণে ইউডিএমসি'র করণীয়

অধিবেশন ১০: মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম

- ১০.১. সহায়তা কার্যক্রম ও এর গুরুত্ব
- ১০.২. সহায়তা কার্যক্রমের বিবেচ্য বিষয় (লক্ষ্যভুক্তিকরণ ও বৈচিত্র্য, সেবা ও সামগ্রীর মান, সহায়তার উৎস)
- ১০.৩. মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে ইউডিএমসি'র করণীয়

অধিবেশন- ০৮: জীবন বাঁচাতে সন্ধান ও উদ্ধার

উদ্দেশ্য: এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা নিম্নোক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে ও বলতে পারবে;

- সন্ধান ও উদ্ধার ব্যবস্থাপনা
- সন্ধান ও উদ্ধার কাজে বিবেচ্য বিষয়
- সন্ধান ও উদ্ধার কাজে ইউডিএমসি'র করণীয়

মোট সময়: ৬০ মিনিট

ধাপ	আলোচ্য বিষয়	পদ্ধতি	উপকরণ	সময়
০১	সন্ধান ও উদ্ধার ব্যবস্থাপনা	ছবি/ ভিডিও প্রদর্শন ও আলোচনা	সন্ধান ও উদ্ধার ব্যবস্থাপনার ছবি/ ভিডিও, মার্কার, ফ্লিপ শীট	১৫ মিনিট
০২	সন্ধান ও উদ্ধার কাজে বিবেচ্য বিষয় - শৃঙ্খলা ও দক্ষতা - জরুরি চিকিৎসাসেবা	জোড়া দলে আলোচনা ও প্রদর্শন	সন্ধান ও উদ্ধার কাজে বিবেচ্য বিষয় লিখিত পোস্টার, ফ্লিপ শীট, মার্কার	৩০ মিনিট
০৩	সন্ধান ও উদ্ধার কাজে ইউডিএমসি'র করণীয়	প্রশ্ন-উত্তর, পোস্টার প্রদর্শন ও আলোচনা	করণীয় লিখিত পোস্টার, ফ্লিপ শীট, মার্কার	১০ মিনিট
০৪	অধিবেশনের সারসংক্ষেপ ও শিখন যাচাই	প্রশ্ন উত্তর ও আলোচনা	বোর্ড, মার্কার	৫ মিনিট

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া

ধাপ- ১: সন্ধান ও উদ্ধার ব্যবস্থাপনা — ১৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের অধিবেশনে স্বাগত জানান এবং আগের আলোচনার সূত্রধরে সংক্ষেপে অধিবেশনের উদ্দেশ্য বলুন;
- সন্ধান ও উদ্ধারের ছবি/ ভিডিও প্রদর্শন করে প্রথমে অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চান ছবিগুলো/ ভিডিও'র মাধ্যমে তারা কী বুঝতে পারছে;
- এরপর ছবিগুলো/ ভিডিও'র সাহায্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সন্ধান ও উদ্ধার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিন এবং এর গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করুন।

ধাপ- ২: সন্ধান ও উদ্ধার কাজে বিবেচ্য বিষয় - শৃঙ্খলা ও দক্ষতা, জরুরি চিকিৎসাসেবা — ৩০ মিনিট

- পাশাপাশি বসা ২জন করে অংশগ্রহণকারী নিয়ে সকলকে জোড়া দলে ভাগ করুন।
- এরপর, প্রত্যেক দলকে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সন্ধান ও উদ্ধার কাজে কী ধরণের শৃঙ্খলা ও দক্ষতার প্রয়োজন হয় তার একটি পয়েন্ট এবং কী ধরণের জরুরি সেবা সামগ্রী প্রয়োজন হয় তার একটি পয়েন্ট সুনির্দিষ্ট করতে বলুন;
- আলোচনা করে বিষয়গুলো সুনির্দিষ্ট করতে সময় নির্ধারণ করে দিন;
- নির্ধারিত সময় শেষে দলগুলোর কাছ থেকে একে একে পয়েন্টগুলো সংগ্রহ করুন এবং ফ্লিপ শীটে লিখুন;

- এরপর, সন্ধান ও উদ্ধার কাজের বিবেচ্য বিষয় লিখিত পোস্টার প্রদর্শন করে সহায়ক তথ্যের আলোকে অংশগ্রহণকারীদের দিক থেকে প্রাপ্ত পয়েন্টগুলোর সাথে মেলান, যা অংশগ্রহণকারীদের দিক থেকে আসেনি সেই বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা করুন।

ধাপ- ৩: সন্ধান ও উদ্ধার কাজে ইউডিএমসি'র করণীয়	১০ মিনিট

- সন্ধান ও উদ্ধার কাজে ইউডিএমসির করণীয় কী প্রশ্নটি করে প্রথমে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা সংগ্রহের চেষ্টা করুন;
- এরপর ইউডিএমসি'র করণীয় লিখিত পোস্টার প্রদর্শন করে করণীয়সমূহ ব্যাখ্যা করুন।

ধাপ- ৪: অধিবেশনের সারসংক্ষেপ নিরূপণ ও শিখন যাচাই	৫ মিনিট

- অধিবেশনের সারসংক্ষেপ করুন;
- আলোচ্য বিষয়ের উপর প্রশ্ন করে অংশগ্রহণকারীরা কি শিখেছে তা যাচাই করুন;
- অধিবেশনের শিক্ষাসমূহ সুনির্দিষ্ট করুন;
- সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

সহায়ক তথ্য - জীবন বাঁচাতে সন্ধান ও উদ্ধার

মূল বার্তা

- উদ্ধার কাজে শৃঙ্খলা ও বিশেষ দক্ষতা দরকার হয়, তাই প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দক্ষ কর্মী নিয়ে গঠিত সুশৃঙ্খল দলের সাহায্যে উদ্ধার কাজ চালানো উচিত।
- উদ্ধারের সাথে জরুরি চিকিৎসা সেবা থাকা অপরিহার্য, কারণ উদ্ধারকৃত ব্যক্তি আহত হতে পারে বা মানসিকভাবে দুর্দশাগ্রস্থ হতে পারে।

৮.১. সন্ধান ও উদ্ধার ব্যবস্থাপনা

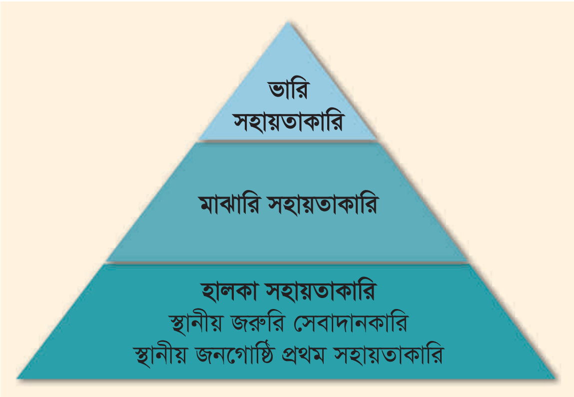

আপদের প্রভাবে জনগোষ্ঠির অনেকেই ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আটকে পড়তে পারে। যেমন- বন্যার সময় অনেক পরিবার পানিবন্দি হয়ে পড়তে পারে বা পাহাড়ধ্বসে অনেক মানুষ মাটি চাপা পড়তে পারে। এই আটকে পড়া মানুষকে খুঁজে বের করে উদ্ধার করতে হয়। এর মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের জীবন বাঁচানো। সাধারণত স্থানীয় জনগোষ্ঠি সবার আগে সন্ধান ও উদ্ধার কাজে এগিয়ে আসে। তবে, সন্ধান ও উদ্ধার কাজে বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন হয়। দক্ষতা না থাকলে উদ্ধারকারীরা নিজেদের জীবন বিপন্ন করতে পারেন। তাই, এই কাজে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ বাহিনী নিযুক্ত করা উচিত।

৮.২. সন্ধান ও উদ্ধার কাজে বিবেচ্য বিষয়

৮.২.১. শৃঙ্খলা ও দক্ষতা

সন্ধান ও উদ্ধার একটি বিপদজনক ও দল ভিত্তিক কাজ। এই কাজে শৃঙ্খলা ও বিশেষ দক্ষতা দরকার হয়। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দক্ষ কর্মী নিয়ে গঠিত সুশৃঙ্খল দলের সাহায্যে সন্ধান ও উদ্ধার কাজ চালানো উচিত। অদক্ষ কর্মীর মাধ্যমে উদ্ধার কাজ করা বিপদজনক। এভাবে সাধারণত উদ্ধার কাজ সফল হয়না; উপরন্ত, এতে অনেক সময় উদ্ধারকারী নিজেই বিপদে পড়ে। তাই, স্থানান্তর ও উদ্ধার কাজের জন্য দক্ষ বাহিনী বা স্বেচ্ছাসেবী দলকে ডাকা হয়। পূর্ব প্রস্তুতি হিসাবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ বাহিনী তৈরী করা হয়। বাংলাদেশে সাধারণত সেনাবাহিনী ও ফায়ার ব্রিগেডের সদস্যদের অনুসন্ধান ও উদ্ধারের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। পার্বত্য এলাকায়, বিশেষ করে পাহাড়ধ্বসে সেনাবাহিনীর সদস্যরাই সন্ধান ও উদ্ধার কাজ করে থাকে।

৮.২.২. জরুরি চিকিৎসা সেবা

সন্ধান ও উদ্ধারের সাথে জরুরি চিকিৎসা সেবা থাকা অপরিহার্য। বিশেষ করে, উদ্ধারকৃত ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা নাজুক থাকে বা তারা আহতও হতে পারে; তাছাড়া, এরা মানসিকভাবেও দুর্দশাগ্রস্থ হতে পারে। স্থানান্তর ও উদ্ধার কর্মীর প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে প্রশিক্ষণ থাকতে হবে এবং তাদের সাথে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও ওষুধ থাকা দরকার। উদ্ধার ও স্থানান্তর কাজে সহায়তা দেবার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও ওষুধসহ জরুরি স্বাস্থ্যসেবা দল দরকার হয়। এরা উদ্ধার বা অপসারণের পরে আশ্রয়কেন্দ্রে চিকিৎসা সেবা দেয়। এছাড়াও, মানসিকভাবে দুর্দশাগ্রস্থ ব্যক্তির জন্য কাউন্সেলিং এর প্রয়োজন হতে পারে। এর জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেবাকর্মী দরকার।

৮.৩. সন্ধান ও উদ্ধার কাজে ইউডিএমসি'র করণীয়

ইউডিএমসি'র সন্ধান ও উদ্ধার সম্পর্কিত কাজগুলির মধ্যে রয়েছে-

- সন্ধান ও উদ্ধার কাজের জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাহিনীকে কাজে যুক্ত করা।
- সন্ধান ও উদ্ধার কাজের এলাকায় সমবেত লোকজনকে নিরাপদ দূরত্বে রাখা ও শৃঙ্খলার ব্যবস্থা করা।
- উদ্ধারকৃত ব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
- প্রয়োজনের সময় যাতে বিশেষায়িত বাহিনীকে কাজের জন্য পাওয়া যায় সেই জন্য স্বাভাবিক সময়ে এদের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করা।

অধিবেশন- ০৯: জরুরি সাড়াদানে চাহিদা নিরূপণ

উদ্দেশ্য: এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা নিম্নোক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে ও বলতে পারবে;

- ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণের প্রয়োজনীয়তা
- ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ পদ্ধতি
- চাহিদা নিরূপণে ইউডিএমসি'র করণীয়

মোট সময়: ৭৫ মিনিট

ধাপ	আলোচ্য বিষয়	পদ্ধতি	উপকরণ	সময়
০১	ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণের প্রয়োজনীয়তা	প্রশ্ন-উত্তর, পোস্টার প্রদর্শন ও আলোচনা	ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণের প্রয়োজনীয়তা লিখিত পোস্টার, মার্কার, ফ্লিপ শীট	১৫ মিনিট
০২	ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ পদ্ধতি - আনুমানিক ক্ষয়ক্ষতি ও জরুরি চাহিদা নিরূপণ - খাতভিত্তিক লোকসান ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ	অভিজ্ঞতা বিনিময় ও আলোচনা	চাহিদা নিরূপণ পদ্ধতি লিখিত পোস্টার, এসওএস ফরম, ডি-ফরম, ফ্লিপ শীট, মার্কার	৪৫ মিনিট
০৩	চাহিদা নিরূপণে ইউডিএমসি'র করণীয়	প্রশ্ন-উত্তর, পোস্টার প্রদর্শন ও আলোচনা	করণীয় লিখিত পোস্টার, ফ্লিপ শীট, মার্কার	১০ মিনিট
০৪	অধিবেশনের সারসংক্ষেপ ও শিখন যাচাই	প্রশ্ন উত্তর ও আলোচনা	বোর্ড, মার্কার	৫ মিনিট

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া

ধাপ- ১: ক্ষতি ও চাহিদা নিরুপণের প্রয়োজনীয়তা — ১৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের অধিবেশনে স্বাগত জানান এবং আগের আলোচনার সাথে সঙ্গতি রেখে সংক্ষেপে অধিবেশনের উদ্দেশ্য বলুন;
- আপদ ঘটে যাবার পর ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রশ্ন করে প্রথমে অংশগ্রহণকারীদের মতামত শুনুন;
- এরপর এর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচন করুন।

ধাপ- ২: ক্ষতি ও চাহিদা নিরুপণ পদ্ধতি -তথ্য সংগ্রহ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন — ৪৫ মিনিট

- ২/৩ জন অভিজ্ঞ অংশগ্রহণকারীর চাহিদা নিরূপণ করার অভিজ্ঞতা শুনুন;
- কিভাবে এবং কী ধরণের ফরম ব্যবহার করে চাহিদা নিরূপণ প্রতিবেদন তৈরি করা হয় তা জনতে চান;
- সহায়ক তথ্যের আলোকে দুর্যোগের ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন;
- পদ্ধতি ব্যাখ্যাকালে বাস্তবভিত্তিক উদাহরণ দিন;
- এরপর, মডিউলে সংযুক্ত (পরিশিষ্ট ৪ ও ৫) 'এসওএস ফরম' ও 'ডি-ফরম' প্রদর্শন করে এগুলোর মাধ্যমে কিভাবে আনুমানিক ক্ষয়ক্ষতি ও জরুরি চাহিদা এবং খাতভিত্তিক লোকসান ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ প্রতিবেদন তৈরি করা হয় এবং কোথায় তা প্রেরণ করা হয় তা ব্যাখ্যা করুন।

ধাপ- ৩: চাহিদা নিরুপণে ইউডিএমসি'র করণীয়	১০ মিনিট

- চাহিদা নিরুপণ কাজে ইউডিএমসির করণীয় কী প্রশ্নটি করে প্রথমে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা সংগ্রহের চেষ্টা করুন;
- এরপর ইউডিএমসি'র করণীয় লিখিত পোস্টার প্রদর্শন করে ইউডিএমসি'র করণীয়সমূহ ব্যাখ্যা করুন।

ধাপ- ৪: অধিবেশনের সারসংক্ষেপ নিরূপণ ও শিখন যাচাই	৫ মিনিট

- অধিবেশনের সারসংক্ষেপ করুন;
- আলোচ্য বিষয়ের উপর প্রশ্ন করে অংশগ্রহণকারীরা কি শিখেছে তা যাচাই করুন;
- অধিবেশনের শিক্ষাসমূহ সুনির্দিষ্ট করুন;
- সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

সহায়ক তথ্য - জরুরি সাড়াদানে চাহিদা নিরূপণ

মূল বার্তা

- জনগোষ্ঠি দুর্যোগের কারণে কতটা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, তাদের কী ধরণের সহায়তা প্রয়োজন ও অগ্রাধিকারগুলো কী, তা জানার জন্য চাহিদা ও ক্ষতি নিরূপণ করা হয়।
- চাহিদা ও ক্ষতি নিরূপণে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, এর মধ্যে রয়েছে পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার ও পূর্ব সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ।
- আপদের ঘটনা ঘটার এক ঘণ্টার মধ্যে ইউনিয়ন পর্যায়ে এসওএস ফরমের মাধ্যমে ক্ষতি ও তাৎক্ষণিক চাহিদা নিরূপণের প্রতিবেদন তৈরি করা হয়।
- দ্রুত ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণের পরে বাংলাদেশ সরকার প্রণীত 'ডি' ফরমের মাধ্যমে বিশদ জরিপের প্রতিবেদন তৈরি করা হয় এবং উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের মধ্যমে ত্রাণ বিভাগের নিয়ন্ত্রণ কক্ষে পাঠানো হয়।

৯.১. ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণের প্রয়োজনীয়তা

দুর্যোগ আক্রান্ত জনগোষ্ঠির দুর্দশা লাঘবের জন্য সহায়তা দরকার হয়। পাশাপাশি দুর্যোগের ক্ষতি পুষিয়ে পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার জন্যও সাহায্য দরকার হতে পারে। জনগোষ্ঠি দুর্যোগের কারণে কতটা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, তাদের কী ধরণের সহায়তা প্রয়োজন ও অগ্রাধিকারগুলো কী, তা জানার জন্য চাহিদা ও ক্ষতি নিরূপণ করা হয়। মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম কতটা কার্যকর হবে তা সঠিক ও সময়মত ক্ষতি এবং চাহিদা নিরূপণ করার উপর নির্ভর করে।

দুর্যোগ ঘটার পরপরই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রাথমিক ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ করা হয়। এটা করা হয় জরুরি মানবিক সহায়তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানার জন্য। এর মাধ্যমে যে সব বিষয় জানার চেষ্টা করা হয় তা হলো-

- দুর্যোগের মাত্রা ও ব্যাপকতা;
- জনগোষ্ঠির উপর আপদের প্রভাব;
- পরিস্থিতি মোকাবেলায় জনগোষ্ঠির সক্ষমতা;
- তাৎক্ষণিক কী জরুরি সহায়তা দরকার ও কিভাবে এই সহায়তা দেওয়া যেতে পারে;
- অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কী কাজ করা জরুরি;
- কোন এলাকায় বিস্তারিত ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ করা দরকার হবে;
- আরও কোন ঝুঁকির উদ্ভব হচ্ছে কি না;
- বাইরে থেকে সাহায্য আনার দরকার আছে কি না।

৯.২. ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ পদ্ধতি

৯.২.১. আনুমানিক ক্ষয়ক্ষতি ও জরুরি চাহিদা নিরূপণ

আপদ ঘটার এক ঘণ্টার মধ্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার অথবা পৌরসভার চেয়ারম্যান 'এসওএস ফরম' এর ভিত্তিতে আনুমানিক ক্ষয়ক্ষতি ও জরুরি চাহিদা নিরূপণ করেন এবং টেলিফোনের মাধ্যমে তা জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করেন। এর মূল উদ্দেশ্য হলো-

- দুর্যোগের ব্যাপকতা ও তীব্রতা নির্ণয় করা;
- ভুক্তভোগী মানুষের দুর্দশার ধরণ জানা; ও
- কী ধরণের সহায়তা দরকার হতে পারে (যেমন, অনুসন্ধান ও উদ্ধার, প্রাথমিক চিকিৎসা, খাবার পানি, তৈরি

খাবার, জামাকাপড় ও জরুরি আশ্রয়) তা নির্ধারণ করা।

খুব দ্রুত এই কাজ করতে হয়; তাই, পূর্ব সংগৃহীত তথ্য (যেমন- জনসংখ্যা, পরিবারের সংখ্যা, নারীর সংখ্যা, শিশুর সংখ্যা, শিক্ষার হার) বিশ্লেষণ করে এই ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এরজন্য দরকার হলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার অথবা পৌরসভার চেয়ারম্যান টেলিফোনে ইউনিয়ন চেয়ারম্যানগণের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে থাকেন।

জেলা প্রশাসক জেলাধীন সকল উপজেলা ও পৌরসভার তথ্যাদি একত্র করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার (ইওসি)-এ প্রেরণ করেন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর প্রাপ্ত তথ্যসমূহ সমন্বিত করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র (এনডিআরসিসি)-এ প্রেরণ করে।

পূর্ব সংগৃহীত তথ্য

বিভিন্ন সময়ে জরিপ ও সমীক্ষার মাধ্যমে অনেক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এসব তথ্য ও পরিসংখ্যান ইউনিয়ন পরিষদে মজুদ আছে। যেমন- ইউনিয়নের মোট জনসংখ্যা, পরিবারের সংখ্যা, নারীর সংখ্যা, শিশুর সংখ্যা, শিক্ষার হার, জমির পরিমাণ, বার্ষিক কৃষি পণ্যের উৎপাদন বা গবাদি পশুর সংখ্যা।

বিশেষ করে, ঝুঁকি নিরূপণের সময় এলাকার অনেক তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ক্ষতি বা চাহিদা নিরূপণে এসব তথ্যের জন্য পুনরায় জরিপ না করে তথ্যভান্ডার থেকে এ সব তথ্য নিলেই চলে।

৯.২.২. খাতভিত্তিক লোকসান ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ

আনুমানিক ক্ষয়ক্ষতি ও জরুরি চাহিদা নিরূপণ করার পর 'ডি ফরম' এর মাধ্যমে খাতভিত্তিক লোকসান ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করা হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার বা পৌরসভা চেয়ারম্যান সকল ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌর-ওয়ার্ড ও বিভিন্ন বিভাগীয় কর্মকর্তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এই ফরমটি পূরণ করেন এবং পূরণকৃত 'ডি ফরম' স্ব স্ব জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করেন। জেলা প্রশাসক জেলাধীন সকল উপজেলা ও পৌরসভার তথ্যাদি একত্র করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার (ইওসি)-এ ৩ সপ্তাহের মধ্যে প্রেরণ করেন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর প্রাপ্ত তথ্যসমূহ সমন্বিত করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র (এনডিআরসিসি)-এ প্রেরণ করে।

এ ক্ষেত্রে সাধারণত এলাকায় উপস্থিত হয়ে সরেজমিনে দেখে এবং আক্রান্ত এলাকার লোকজনের সাথে কথা বলে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এই পদ্ধতির মাধ্যমে বিস্তারিতভাবে খাতওয়ারি ক্ষতির চিত্র পাওয়া যায়; যেমন- কূপ, পুকুর, জলাশয়, সড়ক, বাঁধ, বন, বিদ্যুৎ, তার ও টেলিযোগাযোগ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির ক্ষতি।

৯.৩. চাহিদা নিরূপণে ইউডিএমসি'র করণীয়

এ বিষয়ে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির করণীয়'র মধ্যে রয়েছে-

- আপদ ঘটার এক ঘন্টার মধ্যে 'এসওএস' ফরম অনুযায়ী আনুমানিক ক্ষয়ক্ষতি ও জরুরি চাহিদার তথ্য সংগ্রহ করা ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা করা।
- আনুমানিক ক্ষয়ক্ষতি ও জরুরি চাহিদা নিরূপণে নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বিশেষ চাহিদা বিবেচনা করা।
- 'ডি' ফরম অনুযায়ী খাতওয়ারি লোকসান ও ক্ষয়ক্ষতির তথ্য সংগ্রহ করা ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা করা।
- ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণের জন্য দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বাড়ানো।

অধিবেশন- ১০: মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম

উদ্দেশ্য: এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা নিম্নোক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে ও বলতে পারবে;

- সহায়তা কার্যক্রম ও এর গুরুত্ব
- সহায়তা কার্যক্রমের বিবেচ্য বিষয়
- মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে ইউডিএমসি'র করণীয়

মোট সময়: ৬০ মিনিট

ধাপ	আলোচ্য বিষয়	পদ্ধতি	উপকরণ	সময়
০১	সহায়তা কার্যক্রম ও এর গুরুত্ব	প্রশ্ন-উত্তর, পোস্টার প্রদর্শন ও আলোচনা	সহায়তা কার্যক্রম ও এর গুরুত্ব লিখিত পোস্টার, মার্কার, ফ্লিপ শীট	১৫ মিনিট
০২	সহায়তা কার্যক্রমের বিবেচ্য বিষয় - লক্ষ্যভুক্তিকরণ ও বৈচিত্র্য - সেবা ও সামগ্রীর মান - মানবিক সহায়তার উৎস	অভিজ্ঞতা বিনিময়, পোস্টার প্রদর্শন ও আলোচনা	সহায়তা কার্যক্রমের ধরণ লিখিত পোস্টার, ফ্লিপ শীট, মার্কার	৩০ মিনিট
০৩	পুনর্বাসন কার্যক্রম	প্রশ্ন-উত্তর, পোস্টার প্রদর্শন ও আলোচনা	পুনর্বাসন কার্যক্রম লিখিত পোস্টার, ফ্লিপ শীট, মার্কার	১০ মিনিট
০৪	সহায়তা ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে ইউডিএমসি'র করণীয়	প্রশ্ন-উত্তর, পোস্টার প্রদর্শন ও আলোচনা	করণীয় লিখিত পোস্টার, ফ্লিপ শীট, মার্কার	১০ মিনিট
০৫	অধিবেশনের সারসংক্ষেপ ও শিখন যাচাই	প্রশ্ন উত্তর ও আলোচনা	বোর্ড, মার্কার	৫ মিনিট

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া

ধাপ- ১: সহায়তা কার্যক্রম ও এর গুরুত্ব — **১৫ মিনিট**

- অংশগ্রহণকারীদের অধিবেশনে স্বাগত জানান এবং আগের আলোচনার সাথে সঙ্গতি রেখে সংক্ষেপে অধিবেশনের উদ্দেশ্য বলুন;
- সহায়তা কার্যক্রম ও এর গুরুত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করে প্রথমে অংশগ্রহণকারীদের মতামত শুনুন;
- এরপর সহায়তা কার্যক্রম ও এর গুরুত্ব লিখিত পোস্টার প্রদর্শন করে বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করুন (সম্ভব হলে অংশগ্রহণকারীদের ধারণার সাথে মিলিয়ে)।

ধাপ- ২: সহায়তা কার্যক্রমের বিবেচ্য বিষয়- লক্ষ্যভুক্তিকরণ ও বৈচিত্র্য, সেবা ও সামগ্রীর মান ও সহায়তার উৎস — **৩০ মিনিট**

- ২/৩ জন অংশগ্রহণকারীর কাছ থেকে সহায়তা প্রদানের সময় লক্ষভুক্তিকরণের অভিজ্ঞতা শুনুন;
- এরপর, পোস্টার প্রদর্শন করে লক্ষ্যভুক্তিকরণ ও বৈচিত্র্য, সেবা সামগ্রীর মান, মান নির্ণয় কৌশল এবং সহায়তার উৎস নিয়ে আলোচনা করুন;
- বিষয়গুলো সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীগণ কতটা ধারণা করতে পারছেন তা নিরূপণে আলোচ্য বিষয় থেকে ছোট ছোট প্রশ্ন করুন।

ধাপ- ৩: সহায়তা ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে ইউডিএমসি'র করণীয়	১০ মিনিট

- সহায়তা ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে ইউডিএমসির করণীয় কী প্রশ্নটি করে প্রথমে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা সংগ্রহের চেষ্টা করুন;
- এরপর ইউডিএমসি'র করণীয় লিখিত পোস্টার প্রদর্শন কওে ইউডিএমসি'র করণীয়সমূহ ব্যাখ্যা করুন।

ধাপ- ৪: অধিবেশনের সারসংক্ষেপ নিরূপণ ও শিখন যাচাই	৫ মিনিট

- অধিবেশনের সারসংক্ষেপ করুন;
- আলোচ্য বিষয়ের উপর প্রশ্ন করে অংশগ্রহণকারীরা কি শিখেছে তা যাচাই করুন;
- অধিবেশনের শিক্ষাসমূহ সুনির্দিষ্ট করুন;
- সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

সহায়ক তথ্য - মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম

মূল বার্তা

- লক্ষ্যভুক্তিকরণ হলো চাহিদা অনুসারে ও নিরপেক্ষভাবে সহায়তা প্রদানের উপায়, আর এর উদ্দেশ্য হলো সীমিত সম্পদ দিয়ে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বিপদাপন্ন ব্যক্তির চাহিদা মেটানোর জন্য দক্ষতার সাথে সহযোগিতা পৌঁছে দেওয়া।
- দুর্যোগ আক্রান্ত জনগোষ্ঠির বিভিন্ন শ্রেণির ক্ষতি, দুর্দশা ও চাহিদা ভিন্ন হতে পারে তাই লক্ষ্যভুক্তিকরণে বৈচিত্র বিবেচনায় নিতে হয়, বিশেষ করে নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ও সংখ্যালঘু শ্রেণির সদস্য যাতে বাদ পড়ে না যায়।

১০.১. সহায়তা কার্যক্রম ও এর গুরুত্ব

দুর্যোগের কারণে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। অনেক মানুষ হতাহত হতে পারে। ভৌতকাঠামো, যেমন- রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট বা ঘরবাড়ির ক্ষতি হতে পারে; উৎপাদনের উপকরণ ও গৃহস্থালি সম্পদ, মাঠের ফসল ও প্রাণিসম্পদ নষ্ট হতে পারে। দুর্যোগকালে সেবাসমূহ প্রায় অচল হয়ে পড়ে; যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে; স্কুলকলেজ ও চিকিৎসাকেন্দ্রগুলো বন্ধ হয়ে যায়; হাটবাজার ও বেচাকেনা ব্যাহত হয়। অনেক পরিবারকে নিজের বাড়িঘর ছেড়ে অনত্র আশ্রয় নিতে হয়। দুর্যোগ আক্রান্ত লোকজনের খুবই কষ্ট ও দুর্দশা হয়।

দুর্যোগ আক্রান্ত জনগোষ্ঠির মৌলিক চাহিদা মেটানো ও দুর্দশা মোচনের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও সেবা তাৎক্ষণিকভাবে প্রদান করা হয় যা মানবিক সহায়তা নামে পরিচিত। এই প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও সেবার মধ্যে রয়েছে খাদ্য, পানি, বস্ত্র, বাসস্থান, পয়ঃনিষ্কাশন, চিকিৎসা। এছাড়াও আক্রান্ত জনগোষ্ঠির নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং তাদের মর্যাদা রক্ষা করা মানবিক সহায়তার আওতাভুক্ত। মানবিক সহায়তা পাওয়া আক্রান্ত জনগোষ্ঠির অধিকার হিসেবে স্বীকৃত এবং সহায়তা প্রদানের ন্যূনতম মান বহাল রাখা বিশেষ জরুরি। সাধারণত, সরকারি পর্যায়ে ও বিভিন্ন এনজিওর মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মানবিক সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। মানবিক সহায়তা প্রদান প্রাথমিক ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণের উপর নির্ভরশীল। চাহিদা অনুসারে ও নিরপেক্ষভাবে সহায়তা প্রদানের জন্য লক্ষ্যভুক্তিকরণ করা হয়।

এছাড়া, দুর্যোগে সম্পদের ক্ষতি ও সেবাসমূহের বিঘ্ন ঘটে তা পূরণ করে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য পুনর্বাসনের কাজ শুরু করা হয়। এই কাজ মূলত উন্নয়নমূলক এবং এগুলো খাতওয়ারি পরিকল্পনার মাধ্যমে হয়ে থাকে। পুনর্বাসন কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে-

- কৃষি কাজে সহায়তা দান এবং

- রাস্তা, কালভার্ট বা ব্রিজ নির্মাণ
- স্কুল, কলেজ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা ক্লিনিক, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা সচল করার ভৌত কাঠামো পুন:নির্মাণ
- এছাড়া, মানবিক সহায়তা থেকে পুনর্বাসনে রূপান্তর কালে জীবিকায়নের জন্য কাজের বিনিময়ে টাকা কর্মসূচি নেওয়া হয়

১০.২. সহায়তা কার্যক্রমের বিবেচ্য বিষয়

১০.২.১. লক্ষ্যভুক্তিকরণ ও বৈচিত্র্য

লক্ষ্যভুক্তিকরণ হলো চাহিদা অনুসারে ও নিরপেক্ষভাবে সহায়তা প্রদানের উপায়। এর উদ্দেশ্য হলো সীমিত সম্পদ দিয়ে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বিপদাপন্ন ব্যক্তি বা পরিবারের চাহিদা মেটানোর জন্য দক্ষতার সাথে সহযোগিতা পৌঁছে দেওয়া। লক্ষ্যভুক্তিকরণের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে; তবে জনগোষ্ঠির মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্তিকরণ করা একটি কার্যকর পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে জনগোষ্ঠির সাথে আলোচনা করে তাদের মতামত ও পরামর্শ অনুযায়ী কারা সহায়তা পাবে আর কারা পাবেনা তা ঠিক করা হয়। এতে অল্প সময়ে ও কম পরিশ্রমে সহায়তা প্রদানের অগ্রাধিকার তালিকা তৈরি করা যায়। তবে, জনগোষ্ঠির পরামর্শ গ্রহণ ও লক্ষ্যভুক্তিকরণের সিদ্ধান্তের সাথে তাদের ঐক্যমত নিশ্চিত করার জন্য পরামর্শ প্রক্রিয়ায় নারী ও পুরুষ, ছেলে ও মেয়ে এবং জনগোষ্ঠির প্রান্তিক শ্রেণির পরিবারগুলোকে লক্ষ্যভুক্ত করা জরুরি। তা না হলে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা অনেক বিপদাপন্ন পরিবারকে তালিকায় নাও রাখতে পারে।

লক্ষ্যভুক্তিকরণ ও বৈচিত্র্য

- লক্ষ্যভুক্তিকরণ হলো চাহিদা অনুসারে ও নিরপেক্ষভাবে সহায়তা প্রদানের উপায়।
- এর উদ্দেশ্য হলো সীমিত সম্পদ দিয়ে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বিপদাপন্ন ব্যক্তি বা পরিবারের চাহিদা মেটানোর জন্য দক্ষতার সাথে সহযোগিতা পৌঁছে দেওয়া।
- জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্তিকরণ করা একটি কার্যকর পদ্ধতি; এ পদ্ধতিতে জনগোষ্ঠির সাথে আলোচনা কওে তাদের মতামত ও পরামর্শ অনুযায়ী কারা সহায়তা পাবে আর কারা পাবেনা তা ঠিক করা হয়।
- দুর্যোগ আক্রান্ত জনগোষ্ঠির বিভিন্ন শ্রেণির ক্ষতি, দুর্দশা ও চাহিদা ভিন্ন হতে পারে, বিশেষ করে নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও বৃদ্ধ সদস্য যাতে বাদ পড়ে না যায়।

দুর্যোগ আক্রান্ত জনগোষ্ঠির বিভিন্ন শ্রেণির ক্ষতি, দুর্দশা ও চাহিদা ভিন্ন হতে পারে তাই লক্ষ্যভুক্তিকরণে বৈচিত্র্য বিবেচনায় নিতে হয়। বিশেষ করে নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও বৃদ্ধ সদস্য যাতে বাদ পড়ে না যায়; কারণ-

- নারীর বিশেষ কিছু চাহিদা রয়েছে, যেমন- ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ও যৌন হয়রানি থেকে সুরক্ষা; লক্ষ্যভুক্তিকরণের সময় এসব বিষয় বিবেচনা না করলে এরা বঞ্চনার শিকার হতে পারে।
- শিশু শারীরিক ও সামাজিকভাবে বয়স্কদের তুলনায় দুর্বল; তাছাড়া, স্বাভাবিক বিকাশের জন্য তাদের বিশেষ কিছু চাহিদা রয়েছে, যেমন- শিক্ষা ও বিনোদন, তাই লক্ষ্যভুক্তিকরণে শিশুর চাহিদার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া জরুরি।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির শারীরিক, ইন্দ্রিয় বা আবেগজনিত সীমাবদ্ধতা থাকে এবং এরা সমাজে ও পরিবারে অবহেলার শিকার হয়; এছাড়াও এদের বিশেষ কিছু চাহিদা থাকে, তাই এমনভাবে লক্ষ্যভুক্ত করা উচিত যাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা বাদ না পড়ে।
- বৃদ্ধ ব্যক্তি শারীরিকভাবে দুর্বল ও অন্যদের মতো চলাফেরা করতে পারেনা। এরা সহজেই রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। এদের বিশেষ কিছু চাহিদা থাকে, তাই এমনভাবে লক্ষ্যভুক্ত করা উচিত যাতে বৃদ্ধ ব্যক্তিরা বাদ না পড়ে।

১০.২.২. সেবা ও সামগ্রীর মান

মানবিক সংগঠনগুলো বিশ্বাস করে যে, মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার জন্য দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষের সুরক্ষা ও সহায়তা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। তাই, ভুক্তভোগী মানুষের দুর্দশা লাঘবের জন্য প্রদেয় সেবা ও সামগ্রী মানসম্মত হতে হবে। এই বিশ্বাসের কারণে মানবিক সংগঠনগুলো এবং আন্তর্জাতিক রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট সংস্থা দুর্যোগকালীন সহায়তার ন্যূনতম মান নির্ধারণ করেছে। বাংলাদেশ সরকারও মানবিক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি নির্দেশিকা তৈরি করেছে। এই নির্দেশিকায় প্রদেয় সহায়তার ধরণ, পরিমাণ ও গুণগত মান নির্ধারণ করা হয়েছে।

সেবা ও সামগ্রীর মান

- মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার জন্য দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষের সুরক্ষা ও সহায়তা পাওয়ার অধিকার রয়েছে।
- মানবিক সংগঠনগুলো এবং আন্তর্জাতিক রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট সংস্থা মানবিক সহায়তার ন্যূনতম মান নির্ধারণ করেছে।
- বাংলাদেশ সরকার মানবিক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি নির্দেশিকা তৈরি করেছে যেখানে সহায়তার ধরণ, পরিমাণ ও গুণগত মান নির্ধারণ করা হয়েছে।

১০.২.৩. সহায়তার উৎস

সাধারণত, চলমান সামাজিক নিরাপত্তাজাল কর্মসূচির তহবিল থেকে সরকারি পর্যায়ে মানবিক সহায়তার বরাদ্দ দেওয়া হয়। এছাড়াও, সরকার ত্রাণ তহবিলে সাধারন মানুষের ও দাতাগোষ্ঠির দান গ্রহণ করে থাকে। বেসরকারি সংস্থাগুলো তাদের নিজস্ব তহবিল থেকে ও দাতাগোষ্ঠির কাছ থেকে পাওয়া তহবিল থেকে মানবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে।

সহায়তার উৎস

- চলমান সামাজিক নিরাপত্তাজাল কর্মসূচির তহবিল
- সরকারের নিজস্ব ত্রাণ তহবিল ও সাধারন মানুষ ও দাতাগোষ্ঠির থেকে পাওয়া তহবিল
- বেসরকারি সংস্থাগুলোর নিজস্ব তহবিল ও দাতাগোষ্ঠির কাছ থেকে পাওয়া তহবিল

দুর্যোগে সম্পদের ক্ষতি ও সেবাসমূহের বিঘ্ন পূরণ করার জন্য পুনর্বাসনের কাজ শুরু করা হয়। মূলত উন্নয়নমূলক খাতওয়ারি পরিকল্পনার মাধ্যমে এর জন্য অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়ে থাকে।

১০.৩. মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে ইউডিএমসি'র করণীয়

ইউডিএমসি'র মানবিক দানের কাজগুলির মধ্যে রয়েছে-

- ডি ফরম ভিত্তিক ক্ষতি-চাহিদা নির্ধারণের মাধ্যমে মানবিক সহায়তার জন্য সম্পদ সংগ্রহ কর।
- মানুষের দুর্দশা লাঘবের জন্য দুর্যোগকালে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মানবিক সহায়তা প্রদান করার ব্যবস্থা কর।
- নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ও সংখ্যালঘু গোষ্ঠির সদস্য যাতে লক্ষ্যভুক্তিকরণে বাদ না পড়ে তা নিশ্চিত করা।
- মানবিক সহায়তা দানে ক) পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি প্রসার; খ) খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি; গ) আশ্রয়, আবাসন ও খাদ্য ছাড়া অন্যান্য সামগ্রী; এবং ঘ) স্বাস্থ্যসেবার ন্যূনতম মানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা।

কোর্স পর্যালোচনা, মূল্যায়ন ও সমাপনী

উদ্দেশ্য: এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা-

- প্রশিক্ষণের শিখনসমূহ পর্যালোচনা সুনির্দিষ্ট করতে পারবেন
- প্রশিক্ষণ কোর্স মূল্যায়ন করতে পারবেন
- প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপ্তি ঘটাবেন

মোট সময়: ৪৫ মিনিট

ধাপ	আলোচ্য বিষয়	পদ্ধতি	উপকরণ	সময়
০১	প্রশিক্ষণের শিখনসমূহ পর্যালোচনা	লটারি ও আলোচনা	আলোচ্য বিষয় লিখিত কাগজের টুকরা	৩০ মিনিট
০২	প্রশিক্ষণ কোর্স মূল্যায়ন	মূল্যায়নপত্র পূরণ	অঙ্গীকার ও মূল্যায়নপত্র	১০ মিনিট
০৩	প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপ্তি			০৫ মিনিট

পরিচালনা প্রক্রিয়া

ধাপ- ০১ : প্রশিক্ষণের শিখনসমূহ ও প্রশিক্ষণ উত্তর ধারণা যাচাই	৩০ মিনিট

- অধিবেশনে সবাইকে আমন্ত্রণ জানান;
- অংশগ্রহণকারীদেরকে ৫টি দলে বিভক্ত করুন;
- পূর্বে তৈরিকৃত প্রশিক্ষণ উত্তর ধারণা যাচাই প্রশ্নপত্র হতে প্রতি দলকে ২টি করে প্রশ্ন করুন এবং দলে আলোচনা করে প্রশ্নের উত্তর নির্ধারণ করতে বলুন;
- এরপরে, এক পাশ থেকে শুরু করুন বা যে দল আগে বলতে চায় তার দিক থেকে প্রশ্নের উত্তর জানতে চান;
- কোন অংশগ্রহণকারী সঠিকভাবে বলতে না পারলে অন্য প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্য থেকে যদি কেউ বলতে চায় তাকে বলতে দিন অথবা নিজে ব্যাখ্যা করুন;
- প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর যাচাই করুন এবং ১ থেকে ৫ এর মধ্যে নম্বর দিন।

ধাপ- ০২ : প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ও সমাপনী	১৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের মূল্যায়নপত্র প্রদান করে তা পূরণের নিয়ম বলে দিন। নির্ধারিত সময় শেষে পূরণকৃত মূল্যায়পত্র সংগ্রহ করুন
- এ পর্বে কোন অতিথি থাকলে তাকে সমাপনী বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করুন এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে কোর্স সমাপ্ত করুন।

সহায়ক তথ্য - প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ফরম

ক্রম	বিষয়	প্রযোজ্য স্থানে টিক চিহ্ন দিন		
		☺ ভালো	😐 মোটামুটি	☹ ভালো না
১	প্রশিক্ষণের আলোচ্য বিষয় কেমন লেগেছে			
২	প্রশিক্ষণ উপকরণসমূহ কেমন লেগেছে			
৩	যে পদ্ধতি প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়েছে তা কেমন লেগেছে			
৪	প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সুযোগ কেমন ছিল			
৫	সহায়কদের উপস্থাপনা কেমন লেগেছে			
৬.	প্রশিক্ষণের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার মান কেমন ছিল			

সেকশন ৭

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১

প্রশিক্ষণ পূর্ব ও উত্তর ধারণা যাচাই প্রশ্নপত্র

পূর্ণমান -৫০

১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মৌলিক কৌশলগুলো কী?

২. ইউনিয়ন পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নাম কী এবং এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত?

৩. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ইউডিএমসির প্রধান ৫টি দায়িত্ব বলুন?

৪. কিভাবে সমাজভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকি নিরূপণ করা যায়?

৫. দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস মূলধারায় সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যগুলো কী?

৬. অস্থায়ী আশ্রয় ব্যবস্থাপনার বিবেচ্য বিষয়সমূহ কী?

৭. সন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রমের বিবেচ্য বিষয়সমূহ কী?

৮. কিভাবে আনুমানিক ক্ষয়ক্ষতি ও জরুরি চাহিদা নিরূপণ করা হয়?

৯. মানবিক সহায়তা কেন দরকার?

১০. পুনর্বাসন কার্যক্রম কেন দরকার?

পরিশিষ্ট ২

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইনে অপরাধ ও দণ্ড

অপরাধের ধরণ	বিস্তারিত	কারাদণ্ড	বা অর্থদণ্ড	বা উভয় দণ্ড
দায়িত্ব পালনে বাধা প্রদান	কোন ব্যক্তি যদি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালনরত বা ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন কর্মকর্তাকে অন্যায় ভাবে আঘাত, ভীতি প্রর্দশন, অপমান, অপদস্ত করেন বা কাজে বাধা প্রদান করেন তবে এই আইনে অপরাধ বলিয়া গণ্য হবে।	অনূর্ধ্ব ১ বছর সশ্রম কারাদণ্ড	অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা	উভয়
দায়িত্ব পালনে বাধা প্রদান করার চেষ্টা করলে	কোন ব্যক্তি যদি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালনরত বা ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন কর্মকর্তাকে অন্যায় ভাবে আঘাত, ভীতি প্রর্দশন, অপমান, অপদস্ত করার বা কাজে বাধা প্রদান করার চেষ্টা করলে এই আইনে অপরাধ বলিয়া গন্য হবে।	অনূর্ধ্ব ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড	অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার	উভয়
নির্দেশাবলী অমান্য করা বা পালনে ব্যর্থতা	কোন ব্যক্তি যদি সরকার, জাতীয় বা জেলা দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় দলের প্রদত্ত কোন নির্দেশ অমান্য বা ইচ্ছাকৃত ভাবে পালন না করে তার এই আইনে অপরাধ বলে গন্য হবে।	অনূর্ধ্ব ১ বছর সশ্রম কারাদণ্ড	অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা	উভয়
মিথ্যা, অসত্য বা ভিত্তিহীন দাবি উত্থাপন	কোন ব্যক্তি বা সংস্থা যদি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম হতে সহায়তা বা সুবিধা পাওয়ার নিমিত্ত মিথ্যা অসত্য বা ভিত্তিহীন দাবি উত্থাপন করে তবে এই আইনে অপরাধ বলে গন্য হবে।	অনূর্ধ্ব ১ বছর সশ্রম কারাদণ্ড	অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা	উভয়
সম্পদের অপব্যবহার বা নিজ স্বার্থে ব্যবহার	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কাজে ব্যবহৃত সম্পদ ব্যবস্থাপনা বা নিয়ন্ত্রণে রাখিবার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিজ স্বার্থে অপব্যবহার করেন এবং অন্যকে প্ররোচনা দেন তাহলে এই আইনে অপরাধ বলিয়া গণ্য হবে।	অনূর্ধ্ব ১ বছর সশ্রম কারাদণ্ড	অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা	উভয়
দুর্গত এলাকায় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যেও মূল্য বৃদ্ধি	দুর্গত এলাকায় যদি কোন ব্যক্তি অবৈধভাবে মুনাফা লাভের আশায় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস মূল্য বৃদ্ধি করেন বা কারণ সৃষ্টি করেন তাহলে এই আইনে অপরাধ বলিয়া গন্য হবে।	অনূর্ধ্ব ১ বছর সশ্রম কারাদণ্ড	অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা	উভয়
লবণাক্ততা বা প্লাবন সৃষ্টি করা বা চলমান পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা বা বাধেঁর ক্ষতি সাধন	কোন ব্যাক্তি যদি ইচ্ছা কৃত ভাবে নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্য বা অবহেলায় কোন এলাকায় লবনাক্ততা বা প্লাবন ঘটায় অথবা স্লুইচ গেইট চলমান কার্যক্রম ব্যাহত করে এবং বাঁধের ক্ষতি করে বাঁধ কেটে দুযোগ সৃষ্টি করে জনগনের জান ও মালের ক্ষতি সাধন করলে এই আইনে অপরাধ বলিয়া গণ্য হবে।	অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) বৎসর কিন্তু অন্যূন ১ (এক) বছর সশ্রম কারাদণ্ড	অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা	উভয়

অপরাধের ধরণ	বিস্তারিত	কারাদণ্ড	বা অর্থদণ্ড	বা উভয় দণ্ড
গনমাধ্যম বা সম্প্রচার কেন্দ্র কর্তৃক আদেশ অমান্য করা	যেকোন রেডিও বা বেতার, টেলিভিশন, স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যালেন, মুদ্রণ মাধ্যম, টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক বা ইলেকট্রনিক বা কেবল নেটওয়ার্ক এই রূপ তথ্য ও প্রযুক্তি নির্ভর সম্প্রচার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট আগাম সর্তক সংকেত জনসচেতনতামুলক তথ্য, চিত্রসংবাদ প্রচার বা প্রকাশের জন্য নির্দেশনা অমান্য করেন বা অমান্য করিতে সহায়তা করলে এই আইনে অপরাধ বলিয়া গন্য হবে।		অনধিক ৫ (লক্ষ) টাকা	
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জরুরি নির্দেশাবলী অমান্য	দুযোর্গ ব্যবস্থাপনা জরুরী করণীয় নির্দেশনাবলী সকলকে মেনে চলতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও স্থাপনার মালিক বা কর্তৃপক্ষ না মানলে এই আইনে অপরাধ বলে গণ্য হবে।	অর্থদণ্ড অনাদায়ে অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড	অনধিক ৫ (লক্ষ) টাকা	
সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারি কর্তৃক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা	কোন সরকারি কর্মচারী কোন দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে বা কোনো বিধান লংঘন করলে এই আইনে আপরাধ বলে গণ্য হবে।	অভিযুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিভাগীয় শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে		

পরিশিষ্ট ৩

ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির রূপরেখা

নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত

ক. ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান (১ জন) : সভাপতি
খ. ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যবৃন্দ (১২ জন) : সদস্য
গ. শিক্ষক প্রতিনিধি (১ জন) : সদস্য
ঘ. ইউনিয়ন পর্যায়ের সরকারী কর্মচারী (৭ জন) : সদস্য

পার্বত্য এলাকার জন্য সম্ভাব্য তালিকা

- উপসহকারী কৃষি কর্মকর্ত
- স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা
- বিআরডিবি কর্মকর্তা
- প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা
- এলজিইডি কর্মকর্তা
- সমাজকল্যাণ কর্মকর্তা

ঙ. দুর্যোগ ঝুঁকিগ্রস্ত মহিলা প্রতিনিধি (১ জন) : সদস্য
চ. ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচী (সিপিপি প্রতিনিধি -১ জন) : সদস্য
যেহেতু পার্বত্য এলাকায় সিপিপি নেই, এক্ষেত্রে হেডম্যান বা কারবারিকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে
ছ. বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রতিনিধি (১ জন) : সদস্য
জ. এন.জি.ও. এর প্রতিনিধি (৩ জন; স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক) : সদস্য
ঝ. কৃষক ও জেলে সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি (২ জন) : সদস্য
ঞ সমাজের সম্মানিত ব্যক্তি/ সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি (২ জন) : সদস্য

পার্বত্য এলাকার জন্য সম্ভাব্য তালিকা

- হেডম্যান
- কারবারি

ট. মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিনিধি (২ জন) : সদস্য
ঠ. বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি (১ জন) : সদস্য

পার্বত্য এলাকায় একাধিক ধর্মীয় প্রতিনিধি থাকতে পারে
ড. আনসার ও ভিডিপি প্রতিনিধি (১ জন) : সদস্য
ঢ. ইউনিয়ন পরিষদের সচিব (১ জন) : সদস্য সচিব
স্থানীয় পরিস্থিতি ও বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে কমিটির সভাপতি প্রয়োজনবোধে সর্বোচ্চ ৩জন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবেন। পার্বত্য এলাকায় হেডম্যান বা কারবারিদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

সভা: কমিটি প্রতি মাসে সভায় মিলিত হবে। আপদকালীন সময়ে প্রতিদিন একবার এবং অবস্থার কিছু উন্নতি হলে প্রতি সপ্তাহে ১ বার সভায় মিলিত হবে।

পরিশিষ্ট ৪

আনুমানিক ক্ষয়ক্ষতি এবং জরুরি চাহিদা (এস ও এস) নিরূপণ ফরম

উপজেলা/ পৌরসভার নাম :
জেলার নাম :
দুর্যোগের ধরণ :

১. দুর্যোগ কবলিত ইউনিয়নসমূহের নাম/ওয়ার্ডসমূহের নম্বর: ....
....

২. মারাত্মকভাবে আক্রান্ত ইউনিয়নসমূহের নাম/ওয়ার্ডসমূহের নাম: ....
....

৩. দুর্গত মানুষের সংখ্যা (আনুমানিক) : ....
৪. বিধ্বস্ত মোট বাড়ির সংখ্যা (আনুমানিক) : ....
   ১. আংশিক বিধ্বস্ত : ....
   ২. সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত : ....
৫. মৃত মানুষের সংখ্যা (আনুমানিক) : ....
৬. নিখোঁজ ব্যাক্তির সংখ্যা (আনুমানিক) : ....

প্রযোজ্য ঘরে টিক (✓)চিহ্ন দিন।

৭. অনুসন্ধান/উদ্ধার কার্যক্রমের আবশ্যকতা	:	☐ প্রয়োজন	☐ প্রয়োজন নেই
৮. চিকিৎসা সেবার আবশ্যকতা	:	☐ প্রয়োজন	☐ প্রয়োজন নেই
৯. পানীয় জলের আবশ্যকতা	:	☐ প্রয়োজন	☐ প্রয়োজন নেই
১০. তৈরি খাদ্যের আবশ্যকতা	:	☐ প্রয়োজন	☐ প্রয়োজন নেই
১১. ক. পোশাকের আবশ্যকতা	:	☐ প্রয়োজন	☐ প্রয়োজন নেই
খ. পোশাকের ধরণ	:	☐ কম্বল	☐ লুঙ্গি
	:	☐ শাড়ি	☐ সালোয়ার কামিজ
১২. জরুরি আশ্রয়	:	☐ প্রয়োজন	☐ প্রয়োজন নেই

১৩. অন্য কোন জরুরি উপকরণ/দ্রব্যদি (লিখুন): ....
....

উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ পৌরসভা চেয়ারম্যানগণ দুর্যোগ শুরুর এক ঘন্টার মধ্যে প্রাথমিক প্রতিবেদন হিসেবে এসব তথ্য যত দ্রুত সম্ভব নিজ নিজ জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করবেন। জেলা প্রশাসকগণ জেলাধীন সকল উপজেলা/ পৌরসভার তথ্যাদি একত্র করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার (ইওসি) এ প্রেরণ করবেন। প্রাপ্ত তথ্য সমূহ সমন্বিত করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র (এনডিআরসিসি)-এ প্রেরণ করবে।

পরিশিষ্ট ৫

লোকসান ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ফরম (ডি-ফরম)

উপজেলা নির্বাহী অফিসার/পৌরসভা চেয়ারম্যান সকল ইউনিয়ন পরিষদ/পৌর-ওয়ার্ড ও বিভিন্ন বিভাগীয় কর্মকর্তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ফরমটি পূরণ করবেন। পূরণকৃত ফরমটি স্ব স্ব জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করবেন। জেলা প্রশাসক জেলাধীন সকল উপজেলার/পৌরসভার তথ্যাদি একত্র করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার (ইওসি)-এ ৩ সপ্তাহের মধ্যে প্রেরণ করবেন। প্রাপ্ত তথ্যসমূহ সমন্বিত করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জাতীয় দুর্যোগসাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র (এনডিআরসিসি)-এ প্রেরণ করবে।

১		২		৩					
উপজেলা/ পৌরসভার নাম		মোট ইউনিয়ন/পৌর ওয়ার্ড (সংখ্যা)		মোট এলাকা (বর্গ কি.মি.)					
				শহরাঞ্চল	গ্রামাঞ্চল	চরাঞ্চল	পাহাড়ী অঞ্চল	হাওড়/বিল অঞ্চল	মোট
ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলা/পৌরসভার নাম ও দুর্যোগের ধরন		ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়ন/পৌর ওয়ার্ড (নাম/পৌর ওয়ার্ড নম্বর)		ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা (বর্গ কি.মি.)					
নাম	দুর্যোগের ধরন	ইউনিয়নের নাম/পৌর ওয়ার্ড নম্বর	মারাত্মকভাবে আক্রান্ত ইউনিয়ন (✓ দিন)	শহরাঞ্চল	গ্রামাঞ্চল	চরাঞ্চল	পাহাড়ী অঞ্চল	হাওড়/বিল অঞ্চল	মোট
		*							

(প্রয়োজন অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়/পৌর ওয়ার্ড নম্বরের জন্য তারকা (*) চিহ্নিত "সারি"র সংখ্যা বাড়ানো বা কমানো যেতে পারে।)

৪															৫				৬		
মোট জনসংখ্যা (সংখ্যা)															প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (সংখ্যা)				মাট খানা (সংখ্যা)		
নারী			পুরুষ				শিশু				মোট				নারী	পুরুষ	শিশু	মোট			
ক্ষতিগ্রস্ত মোট জনসংখ্যা (সংখ্যা)															ক্ষতিগ্রস্ত মোট প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (সংখ্যা)				ক্ষতিগ্রস্ত মোট খানা (সংখ্যা)		
নারী					পুরুষ					শিশু											
মৃত	আহত	নিখোঁজ	স্থানচ্যুত	মোট	মৃত	আহত	নিখোঁজ	স্থানচ্যুত	মোট	মৃত	আহত	নিখোঁজ	স্থানচ্যুত	মোট	নারী	পুরুষ	শিশু	মোট	সম্পূর্ণ	আংশিক	মোট

৭											
মোট বাড়ি (সংখ্যা)											
পাকা				আধাপাকা				কাঁচা			
ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি (সংখ্যা) এবং আনুমানিক প্রতিটি বাড়ির নির্মাণ/মেরামত ব্যয়											
পাকা				আধাপাকা				কাঁচা			
সম্পূর্ণ	গড় নির্মাণ ব্যয়	আংশিক	গড় মেরামত ব্যয়	সম্পূর্ণ	গড় নির্মাণ ব্যয়	আংশিক	গড় মেরামত ব্যয়	সম্পূর্ণ	গড় নির্মাণ ব্যয়	আংশিক	গড় মেরামত ব্যয়

৮				৯						১০					
মোট দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র (সংখ্যা) (যদি থাকে)				ভেড়া ও ছাগল (সংখ্যা)						গরু ও মহিষ (সংখ্যা)					
সরকারি	বেসরকারি	আশ্রয়যোগ্য নিরাপদ অবকাঠামো		ভেড়া			ছাগল			গরু			মহিষ		
দুর্যোগে আক্রান্তআশ্রয়গ্রহণকারী ব্যক্তি (সংখ্যা)				মৃত ও ভেসে যাওয়া ভেড়া ও ছাগল (সংখ্যা)						মৃত ও ভেসে যাওয়া গরু ও মহিষ (সংখ্যা)					
সরকারি ও বেসরকারি আশ্রয় কেন্দ্রে	নিজ বাড়িতে	উঁচু সড়ক ও বাঁধে	অস্থায়ী আশ্রয় শিবিরে	ভেড়া			ছাগল			গরু			মহিষ		
				সংখ্যা	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	সংখ্যা	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	সংখ্যা	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	সংখ্যা	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য

১১						১২												১৩		
হাঁস ও মুরগি (সংখ্যা)						**মোট শস্য ক্ষেত ও বীজ তলা (হেক্টর)**												**অন্যান্য খামার (হ্যাচারি, মৎস্য চিংড়ি ইত্যাদি) (হেক্টর)**		
হাঁস			মুরগি			শস্য ক্ষেত						বীজ তলা								
মৃত ও ভেসে যাওয়া হাঁসের ও মুরগি (সংখ্যা)						সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত			আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত			সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত			আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত			ক্ষতিগ্রস্ত অন্যান্য খামার (হ্যাচারি, মৎস্য, চিংড়ি ঘের, মৎস্য বিচরণ এলাকা) (হেক্টর)		
হাঁস			মুরগি																	
সংখ্যা	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	সংখ্যা	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	হেক্টর	হেক্টর প্রতি গড় মূল্য	মোট মূল্য	হেক্টর	হেক্টর প্রতি গড় মূল্য	মোট মূল্য	হেক্টর	হেক্টর প্রতি গড় মূল্য	মোট মূল্য	হেক্টর	হেক্টর প্রতি গড় মূল্য	মোট মূল্য	হেক্টর	হেক্টর প্রতি গড় মূল্য	মোট মূল্য

১৪				১৫				১৬															
মোট বিদ্যুৎ লাইন (কি.মি.)				মোবাইল ফোন টাওয়ার (সংখ্যা)				ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (সংখ্যা)															
								মসজিদ				মন্দির				গীর্জা				প্যাগোডা			
ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যুৎ লাইন (কি.মি.)				ক্ষতিগ্রস্ত মোবাইল ফোন টাওয়ার (সংখ্যা)				ক্ষতিগ্রস্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (সংখ্যা)															
								মসজিদ				মন্দির				গীর্জা				প্যাগোডা			
সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক	
প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটির গড় মূল্য	মোট মূল্য

১৭																১৮							
মোট সড়ক পথ (কি.মি.)																ব্রিজ-কালভার্ট সংখ্যা)							
পাকা সড়ক				ইট/খোয়া দ্বারা নির্মিত সড়ক				কাঁচা সড়ক				মোট সড়ক পথ				ব্রিজ				কালভার্ট			
ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক পথ (কি.মি.)																ক্ষতিগ্রস্ত ব্রিজ (সংখ্যা)				ক্ষতিগ্রস্ত কালভার্ট (সংখ্যা)			
পাকা সড়ক				ইট/খোয়া দ্বারা নির্মিত সড়ক				কাঁচা সড়ক				মোট সড়ক পথ				সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক	
সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক									
প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় মূল্য	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতি কি.মি. গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতি কি.মি. গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতি কি.মি. গড় মূল্য	মোট মূল্য

১৯																২০											
বাঁধ (কি.মি.)																মোট বনাঞ্চল/বনায়ন/নার্সারি এলাকা (হেক্টর)											
নদী				উপকূল				হাওর				অন্যান্য				বনাঞ্চল				বনায়ন				নার্সারি			
ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ (কি.মি.)																ক্ষতিগ্রস্ত বনাঞ্চল/বনায়ন/নার্সারি এলাকা (হেক্টর)											
নদী				উপকূল				হাওর				অন্যান্য				বনাঞ্চল				বনায়ন				নার্সারি			
সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক	
প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট ক্ষতি

২১																				২২							
মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (সংখ্যা)																				কৃষি ও অকৃষিভিত্তিক শিল্প (সংখ্যা)							
প্রাথমিক বিদ্যালয়				উচ্চ বিদ্যালয়				কলেজ				মাদ্রাসা				অন্যান্য কমিউনিটি স্কুল				বনায়ন কৃষিভিত্তিক				অকৃষিভিত্তিক			
ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (সংখ্যা)																				ক্ষতিগ্রস্ত অন্যান্য শিল্প (সংখ্যা)							
নদী				প্রাথমিক বিদ্যালয়				উচ্চ বিদ্যালয়				কলেজ				মাদ্রাসা				বনায়ন কৃষিভিত্তিক				অকৃষিভিত্তিক			
সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক	
প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট মূল্য	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট মূল্য	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট মূল্য	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট মূল্য	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট মূল্য	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট মূল্য	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট মূল্য	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট মূল্য	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট মূল্য	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট মূল্য	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট মূল্য	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট মূল্য	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট মূল্য	প্রতি কি.মি. গড় ক্ষতি	মোট মূল্য

২৩										২৪				২৫					
মোট নলকূপ (সংখ্যা)										স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা (সংখ্যা)				মোট জলাধার (সংখ্যা)					
গভীর				অগভীর				হস্তচালিত						পুকুর		জলাশয়		অন্যান্য (যদি থাকে)	
ক্ষতিগ্রস্ত নলকূপ (সংখ্যা)										ক্ষতিগ্রস্ত স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা (সংখ্যা)				ক্ষতিগ্রস্ত জলাধার (সংখ্যা)					
গভীর				অগভীর				হস্তচালিত											
সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ	আংশিক	সম্পূর্ণ		আংশিক		পুকুর		জলাশয়		অন্যান্য (যদি থাকে)	
প্রতি কি.মি. গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতি কি.মি. গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতি কি.মি. গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতি কি.মি. গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতি কি.মি. গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতি কি.মি. গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতি কি.মি. গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতি কি.মি. গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতি কি.মি. গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতি কি.মি. গড় মূল্য	মোট মূল্য

২৬												২৭											
স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র (সংখ্যা)												মৎস্য আহরণ উপকরণ (সংখ্যা)											
হাসপাতাল				ক্লিনিক				কমিউনিটি ক্লিনিক				নৌকা				ট্রলার				জাল			
ক্ষতিগ্রস্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র (সংখ্যা)												ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্য আহরণ উপকরণ (সংখ্যা)											
হাসপাতাল				ক্লিনিক				কমিউনিটি ক্লিনিক				নৌকা				ট্রলার				জাল			
সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক		সম্পূর্ণ		আংশিক	
প্রতি কি.মি. গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতি কি.মি. গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতি কি.মি. গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতি কি.মি. গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতি কি.মি. গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতি কি.মি. গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতি কি.মি. গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতি কি.মি. গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতি কি.মি. গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতি কি.মি. গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতি কি.মি. গড় মূল্য	মোট মূল্য	প্রতি কি.মি. গড় মূল্য	মোট মূল্য

বি:দ্র:

আনুমানিক মোট ক্ষতি (সংখ্যায়)..টাকা।

(কথায়)..টাকা।

পরিশিষ্ট ৫

ঝুঁকি গ্রাফ

প্রভাব	৫. মারাত্মক	৫	১০	১৫	২০	২৫
	৪. তীব্র	৪	৮	১২	১৬	১৮
	৩. মাঝারি	৩	৬	৯	১২	১৫
	২. সামান্য	২	৪	৬	৮	১০
	১. অতি সামান্য	১	২	৩	৪	৫
		১. কোন সম্ভাবনা নেই	২. সম্ভাবনা নেই	৩. কিছু সম্ভাবনা আছে	৪. সম্ভাবনা আছে	৫. বেশি মাত্রায় সম্ভাবনা আছে
		সম্ভাবনা				

ঝুঁকি = সম্ভাবনা X প্রভাব (১-৭ = কম; ৮-১৪ = মাঝারি; ১৫-২৫= বেশি)

গ্রন্থপঞ্জী

ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির জন্য প্রণীত দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল, প্রোগ্রাম ফর স্ট্রেনদেনিং হাউজহোল্ড এ্যাকসেস টু রিসোর্সেস (প্রসার), প্রোজেক্ট কনসার্ন ইন্টারন্যাশনাল, জুলাই ২০১২

দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল, অক্সফাম-জিবি বাংলাদেশ প্রোগ্রাম, অক্সফাম-জিবি, ডিসেম্বর ২০০৬

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ মডিউল- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের জন্য, সৌহার্দ্য প্রকল্প, কেয়ার বাংলাদেশ, নভেম্বর ২০১১

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, সেপ্টেম্বর ২০১২

ইউডিএমসি ও ইউপি সদস্যদের জন্য দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ মডিউল, এফএসইউপি প্রকল্প, কেয়ার বাংলাদেশ, অক্টোবর ২০১০

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, সেপ্টেম্বর ২০১৫

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০১০-২০১৫, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, এপ্রিল ২০১০

অংশগ্রহণমূলক বিপদাপন্নতা বিশেষণ- প্রশিক্ষণ সহায়িকা, ডিজাস্টার ফোরাম, একশন এইড বাংলাদেশ, এপ্রিল ২০০৭

দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো, জানুয়ারী ২০১০

দুর্যোগকোষ, সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী (সিডিএমপি), জুলাই ২০০৯

সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রারম্ভিক প্রশিক্ষণ- প্রশিক্ষণার্থী হ্যান্ডবুক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, মে ২০১০

জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরূপণ ও স্থানীয় পর্যায়ে ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের ব্যবহারিক গাইড, সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী (সিডিএমপি), ২০১২

Final Report- Landslide, Comprehensive Disaster Management Programme (CDMP-II), April 2012

Facilitators Guidebook: Practicing Gender and Social Inclusion in Disaster Risk Reduction; CDMP, Directorate of Relief and Rehabilitation, Dhaka, Bangladesh, 2009

Training Manual on Disaster Risk Reduction; Concern Universal, Bangladesh and Dhaka Ahsania Mission, February 2009

কারিগরী সহায়তায়

Network for Information, Response And Preparedness Activities on Disaster

nirapad